ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

# স্বস্তিকা

দাম : ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ৩ সংখ্যা ।। ৩ আশ্বিন ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২০ সেপ্টেম্বর ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

# দেগঙ্গায় হিন্দুদের ওপর একতরফা আক্রমণ

## উস্কানি ও তোষণের ফলেই এই ঘটনা

গুঢ়পুরুষ।। দেগঙ্গার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন নেতার যে প্ররোচনা ছিল এমন অভিযোগ মানতে নারাজ দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যথারীতি তিনি সব দায় চাপিয়েছেন সি পি এম এবং বিজেপি-র উপর। দায় চাপালেও তিনি দাঙ্গার ষড়যন্ত্রকারীদের ধরতে সি বি আই তদন্ত চাননি। কেন? অতীতে নেত্রী তুচ্ছ ঘটনাতেও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা তদন্তের দাবি করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চেয়েছেন। তবে দেগঙ্গার দাঙ্গার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে তিনি মুখে কুলুপ এঁটেছেন কেন? নেত্রী কলকাতা বা দিল্লীতে বসে যা খুশি বলতে পারেন। কিন্তু দেগঙ্গার মানুষ জানেন সেখানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার উস্কানিদাতারা কে বা কারা। তাঁদের ধাপ্পা দেওয়া যাবে না। এক কুড়ি মিথ্যা কথা বললেও না। তাই সেখানে মমতার শান্তি মিছিল ও জনসভা গণ প্রতিরোধে বাতিল করতে হয়েছে। মমতা তাঁর দু'জন দলীয় নেতাকে দেগঙ্গা পাঠিয়েছিলেন সেখানের মানুষজনকে বোঝাতে যে দাঙ্গার জন্য সিপিএম-বিজেপি দায়ী। সাধারণ মানুষ তৃণমূল নেতাদের বাধা দিয়েছেন। সেখানে ঢুকতেই দেননি। ভুক্তভোগী ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে অত সহজে বোকা বানানো যায় না।

বিধানসভা নির্বাচনে মমতা এবং তাঁর দল যে মুসলিম 'ভোটব্যাঙ্ক' দখলে মরিয়া, তার প্রমাণ রেলের একটি বিজ্ঞাপন। সম্প্রতি গার্ডেনরিচে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সদর দফতরের কাছে রেলের প্রস্তাবিত নার্সিং কলেজের প্রচারের বিজ্ঞাপনে নমাজ পাঠরতা রেলমন্ত্রীর ছবি বড় করে ছাপা হয়েছে। ছবির পিছনে দেখা যাচ্ছে অর্ধচন্দ্র এবং তারা। ইসলামের প্রতীক চিহ্ন। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এমন একটি রাষ্ট্রে সরকারি খরচে কীভাবে রেলমন্ত্রীর নামাজ পাঠের ছবি সহ সরকারি প্রকল্পের বিজ্ঞাপন প্রচার করা যায় তা বোঝা যাচ্ছে না।

কাজটি যে শুধুই দেশের সংবিধানবিরোধী তাই নয়, ভারতীয় রেলকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের একটি নজির। প্রধানমন্ত্রীর উচিৎ রেলমন্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করা। তাতে যদি ক্ষিপ্ত রেলমন্ত্রী পদত্যাগ করেন ক্ষতি নেই। দেশের সংবিধানের স্থান মন্ত্রীর উপরে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি তথাগত রায় প্রশ্ন তুলেছেন মমতা কীভাবে নমাজ পড়তে পারেন? ইসলামে একমাত্র সাচ্চা মুসলিমই নমাজ পাঠের অধিকারী। রেলমন্ত্রী মমতা তাঁর 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পদবি বর্জন করলেও এখনও

(এরপর ৪ পাতায়)



মুসলিম আক্রমণকারীদের হাতে বিধ্বস্ত 'অপবিত্র' হিন্দু মন্দির।

## দেগঙ্গা থেকে কদম্বগাছি : হিন্দুরা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দেগঙ্গায় দাঙ্গা। না, দাঙ্গা হয়নি। হয়নি পরস্পর সঙ্ঘর্ষ। যা হয়েছে তা হলো সংগঠিত সশস্ত্র মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুদের উপর নৃশংস মধ্যযুগীয় বর্বর আক্রমণ ও অবর্ণনীয় নির্যাতন। অন্ততপক্ষে এলাকায় গিয়ে, অত্যাচারিত নিপীড়িত হিন্দুদের সঙ্গে কথা বলে এধারণাই দৃঢ় হয়েছে।

আক্রমণ শুরু হয়েছিল ৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে থেকেই। চলেছে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ততক্ষণ পর্যন্ত শাসক দল বা প্রধান বিরোধীদলের নেতা-নেত্রীদের টিকি দেখা যায়নি। গাড়ী কার্তিকপুর বাজারের মুখে পৌঁছতেই গাড়ী ঘিরে ধরল একদল হিন্দু যুবক। তাঁরা কথা বলতে চান। তাদের আক্ষেপ, কোনও মিডিয়া ওদের বিধ্বস্ত এলাকায় পৌঁছায়নি।

ঘটনার সূত্রপাত ৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে। হিন্দুদের কালীমন্দির ও শনিমন্দির সংলগ্ন কবরস্থান। কমন প্যাসেজটা কবরস্থানের জায়গা বলে মুসলমানরা প্রাচীর দেওয়ার জন্য খোঁড়াখুড়ি শুরু করলে হিন্দুরা বাধা দেয়। আসলে জায়গাটা রাণী রাসমনির। জায়গাটা আবার থানার পিছনেই। থানাতে জানালে পুলিশ এসে পৌঁছায়। তখনকার মতো নিরস্ত হলেও মুসলমানরা হুমকি দিতে থাকে। ইফতার সেরে প্রায় দু'হাজার সশস্ত্র মুসলমান সাড়ে পাঁচটার পর থেকে বারাসাত— বসিরহাট রুটের দেগঙ্গা থেকে কদম্বগাছির মধ্যেকার কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে একতরফা লুটপাট, মারধর, বেছে বেছে হিন্দুদের ঘরে আগুন লাগানো, মা-বোনেদের ধর্ষণ চলতে থাকে। কয়েকটি গ্রামের হিন্দুদের প্রায় দুই শতাধিক বাড়ি অক্ষত নেই। কয়েকটি বাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে শ্মশানের মতো অবস্থা। শতাধিক মা-বোন ধর্ষিতা। বেলিয়াঘাটা, কার্তিকপুর, বিশ্বনাথপুর, দেগঙ্গার শ'দেড়েক হিন্দুদের ছোট, বড়, মাঝারি দোকানের সব মালপত্র ক্যাশবাক্স লুট হয়েছে। শনিমন্দিরের মূর্তিকে মাটিতে ফেলে মুসলমান ধর্মান্ধরা প্রস্রাব করেছে। লুট করেছে প্রণামীর বাক্স। কার্তিকপুরের কর্মকারপাড়া, চক্রপল্লি, বেলিয়াঘাটা বাজারের কোনও হিন্দু দোকানে আর কিছুই নেই। নেই বাড়ির নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্র, কিছু কিছু বাড়ির কোনও অস্তিত্বই নেই।

প্রশাসন বা পার্টি কোনও ত্রাণ দেয়নি। তাবৎ আক্রমণ ঘটেছে পুলিশ ও র‍্যাফের সামনে। শেষমেশ চাপে পড়ে মুখরক্ষা করতে ৮ তারিখ রাত্রি নাগাদ সেনা নামানো হয়েছে।

(এরপর ৪ পাতায়)

## তিস্তার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। তিস্তা শীতলবাদ আর তার স্বামী জাভেদ তাদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'কমিউনালিজম কমব্যাট'-এর আড়ালে আসলে যে ইসলামিক সাম্প্রদায়িকতাকেই মদত দিচ্ছে তা এবার প্রকাশ্যে এসে পড়ল। একদা তিস্তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী রইস খান পাঠান সরাসরি তোপ দেগে বলেছে, ২০০২ সালে গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় প্রত্যক্ষদর্শীদের আদালতের কাছে মিথ্যা হলফনামা দেবার জন্য প্রভাবিত করেছে। সম্প্রতি গুজরাত দাঙ্গায় তদন্তকারী স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টীমের কাছে এই তথ্য জানিয়েছেন রইস। এমনকী সুপ্রিম কোর্টও তাঁর কাছে জানতে চেয়েছে কেমন করে তিস্তা প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রভাবিত করতেন। এর মাঝেই গত ৯ সেপ্টেম্বর রইস খান তাঁর ই-মেল অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার অভিযোগে তিস্তার বিরুদ্ধে 'ফৌজদারি' অভিযোগ দায়ের করেছেন। ২০০০ সালের তথ্য-প্রযুক্তি আইনের ৬৫ (কম্পিউটার-জাত তথ্য-সমূহের বিকৃতি), ৬৬ (ব্যক্তিগত ও গোপনীয়তা লঙ্ঘন) এবং ৭২ (কম্পিউটার সিস্টেমে হ্যাকিং) নং ধারায় তিনি মামলা দায়ের করেছেন। রইস খান পরে সাংবাদিকদের জানান, তিনি তিস্তার মুম্বই ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সিটিজেন্স ফর জাস্টিস অ্যান্ড পীস'-এর সঙ্গে বিগত ছ'বছর যুক্ত থাকলেও ২০০৮ সাল নাগাদ তাঁকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। কারণ তাঁকে এমন কিছু করতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেটা 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'র সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

জানা যাচ্ছে, তিস্তা শীতলবাদ গুজরাট দাঙ্গায় বিভিন্ন মামলা সম্পর্কে রইস খানকে নির্দেশ পাঠাতেন এইসব ইমেলে— raiskhanpathan@yahoo.co.in, raiskhanpathan@rediffmail. com, raiskhanpathan 30@ yahoo.co.in এবং raiskhan-pathan@ rediffmail.com-এ।

(এরপর ৪ পাতায়)

## আদালতের রায় মানতে ল'বোর্ডের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ২৪ সেপ্টেম্বর রামমন্দির ইস্যুতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরোনো নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য উভয় রাজনীতিই সরগরম হয়ে উঠেছে। এমনিতেই ওই সময় তর্পণ উপলক্ষে বহু হিন্দু পুণ্যার্থীর সমাগম হবে অযোধ্যায়। সুতরাং সেই রায়ের ওপর ভিত্তি করে গোলমালের একটা আশঙ্কা পুরোদমে থাকছেই। এই কারণেই কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত ৬৫,০০০ নিরাপত্তাবাহিনী চেয়ে পাঠিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। কিন্তু এই দাবীকে কেন্দ্র নস্যাৎ করে দিয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের কাছে তা বিস্ময়ের উদ্রেক করলেও সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পারসোনাল ল'বোর্ডের বক্তব্যে সেই রহস্য যেন কিছুটা হলেও দূরীভূত হচ্ছে। ল'বোর্ড গত ১২ সেপ্টেম্বর জানিয়েছে, তাঁরা বিচারের রায় মেনে নেবেন। রাজনৈতিক মহলের অনুমান, হিন্দু পুণ্যার্থী সমাগমের সময় এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষনউ বেঞ্চ এমন কিছু রায় দেবেন না যাতে সেখানে গোলমাল হয়। এর পেছনে কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারেরও মদত রয়েছে। কারণ গত বছরই আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া তার রিপোর্টে তথাকথিত বাবরি মসজিদের মাটির নীচে একটি মন্দিরের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছিল।

এই মামলার রায় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও মুসলিম সংগঠনগুলো আদৌ স্বস্তিতে নেই। কারণ ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর বাবরি ধাঁচা ধ্বংসে আদৌ এই আদালতের বিচার্য বিষয় নয়। আদালত জানতে চাইছে— ২.৭৭ একরের এই বিতর্কিত জমিতেই কি জন্ম হয়েছিল পরমপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের? সেখানে এক সময় থাকা মন্দির ভেঙেই কি গড়ে উঠেছিল বাবরি মসজিদ? এক্ষেত্রে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যদি রায় দেন তবে নিশ্চিতভাবেই তা অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের পক্ষে যাবে। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহলের আশঙ্কা কেন্দ্রের মদতে ধর্মীয় মেরুকরণ ও অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার অজুহাতে একটা অস্পষ্ট দোদুল্যমান রায় দানের চেষ্টা করবে হাইকোর্ট। তাই প্রশ্ন উঠছে হিন্দুদের ধোঁকা দেওয়ার জন্যই কি মুসলিম ল'বোর্ডকে দিয়ে আদালতের রায় মেনে নেওয়ার আগাম ঘোষণা করে দেওয়া হলো? কারণ ল'বোর্ড জানিয়েছে, কেন্দ্র এনিয়ে কোনও নীতি নির্ধারিত করতে না পারায় তারা আদৌ খুশি নয়।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত, রায় মন্দির স্থাপনের স্বপক্ষে হতে পারে বুঝেই ল'বোর্ড

(এরপর ৪ পাতায়)

# কাশ্মীর নিয়ে ভারতের আত্মঘাতী প্রবণতা

**অতীন দাশ।।** কাশ্মীর ভারতের গলার কাঁটা। এ কাঁটা সফল শল্য চিকিৎসায় হয়তো উপড়ে ফেলা যেত। কিন্তু দেশবাসীর দুর্ভাগ্য, যখনই সুযোগ এসেছে, তখনই এক রহস্যজনক কারণে, দেশনেতারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাননি। ফলে রক্তক্ষরণ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। যদি বলা হয়, এ মুহূর্তে রোগীর জীবনই সঙ্কটাপন্ন— ভুল বলা হবে না। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এখন ফ্যানাটিক তালিবানদের হাতে চলে গেছে, আই এস আই-আল কায়দার যৌথ মদতে যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা অভূতপূর্ব। রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ এখন এমন কিছু মানুষের হাতে যাদের কাছে জিহাদের বিকল্প কিছু নেই, যে কোনও মূল্যে কাশ্মীরে 'ইসলামিক জম্-হুরিয়ত' প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

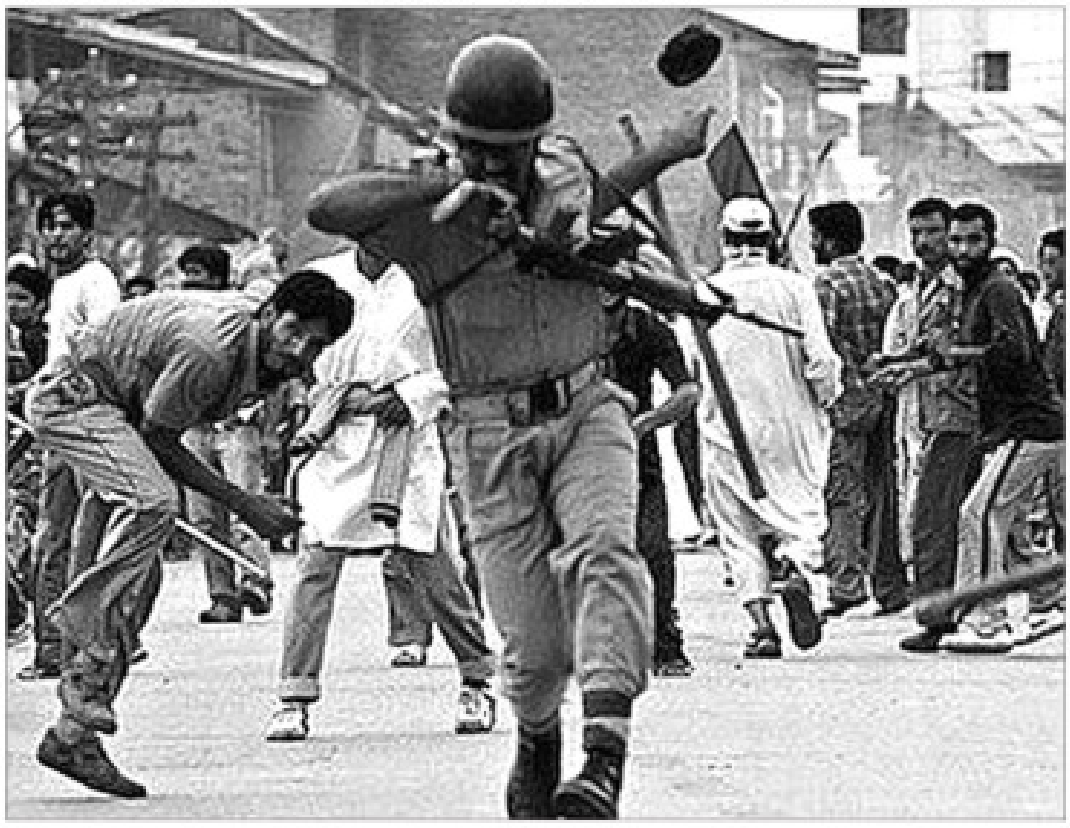

হবে একমাত্র লক্ষ্য। এ জন্যে যে কোনও মূল্য চুকাতে প্রস্তুত থাকতে হবে কাশ্মীরীদের। বড় কিছু পেতে হলে সেই অনুপাতে ত্যাগ স্বীকারও করতে হবে।'

মসরত আলম ভাটের জ্বালাময়ী ভাষণ সাধারণ কাশ্মীরীদের মনে এক 'সাইকোলজিক্যাল ক্রাইসিস' তৈরি করে দিয়েছে। এ আজাদীর লড়াই সাধারণ স্বাধীনতার যুদ্ধ নয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠার লড়াই, সুতরাং মুসলমান হয়ে তাতে যারা অংশ নেয় না তারা তো মুরতাদ।' এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে সব আবাল বৃদ্ধ শিশুরা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে তাদের ঘরে ফেরানো কি সহজসাধ্য?

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সর্বদলীয় এবং উচ্চস্তরীয় বৈঠক করছেন কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে। তিনি বলেছেন, কাশ্মীরীদের

ভারতের হাতে আটক পাকিস্তানের প্রায় এক লক্ষ সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো সিমলা চুক্তির মাধ্যমে, কিন্তু এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ইন্দিরা গান্ধী কাশ্মীর নিয়ে দর কষাকষি করতে ব্যর্থ হলেন।

এরপরও রাজ্যপাল হিসেবে জগমোহন যখন জঙ্গিদের বিষ দাঁত ভেঙে দিতে শুরু করেছেন তখনই রাজীব গান্ধী, বেনজির ভুট্টো আর ফারুক আব্দুল্লা মিলে তার কাজে নানা প্রতিবন্ধক তৈরি করতে লাগলেন, চলল নানা ধরনের অপপ্রচার। শেষ পর্যন্ত বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং প্রধানমন্ত্রিত্বের গদিতে বসেই জামা মসজিদের শাহী ইমাম আব্দুল্লা বুখারি আর তারই পরামর্শে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুফতি সৈয়দের চাপে জগমোহনকে কাশ্মীর থেকে ফিরিয়ে আনার



কাশ্মীরে অঘোষিত বনধ্ চলছে। এর মধ্যে চলছে বিক্ষোভ আর পাথর ছোঁড়ার ঘটনা। নিরাপত্তা বাহিনীর লোক দেখলেই ছেলে-বুড়ো-মহিলারা পাথর ছুঁড়ছে। মুখে স্লোগান 'হিন্দুস্থান ভাগ যাও', 'গো আউট ইন্ডিয়া'। সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা হচ্ছে, থানা, নিরাপত্তা চৌকি আক্রান্ত হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্ফু জারি করা হলেও তা কেউ মানছে না। পাথর নিয়ে বেরিয়ে আসছে রাস্তায়, উদ্দেশ্য কার্ফু ভঙ্গকরার দায়ে পুলিশ গুলি ছুঁড়লে বিক্ষোভ আরও জোরদার হবে। শিশু ও মহিলাদের সামনে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরিকল্পনা মতো। শিশু বা মহিলাদের উপর ভারতীয় বাহিনী গুলি ছুঁড়ছে—এ প্রচার ভিন্ন মাত্রা পাবে, বিদ্রোহ সর্বাত্মক রূপ নেবে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং ইসলামিক ঐক্য জোট ঝাঁপিয়ে পড়বে ভারতের উপর।

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লা বা বিরোধী নেত্রী মেহবুবা মুফতি জানেন না এ আন্দোলনে কারা নেতৃত্ব দিচ্ছে। কাশ্মীরে সক্রিয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী গুলির নেতাদের দেখা যাচ্ছে না এই আন্দোলনে। বরং কট্টর ভারতবিরোধী গিলানি এ আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন, বলছেন এতে কাশ্মীরীদেরই ক্ষতি হচ্ছে।

কিন্তু আন্দোলন থামার কোনও লক্ষণ নেই। বরং জোরদার হচ্ছে, নতুন নতুন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে জানা গেছে এই আন্দোলনের মুখ্য পরিচালক হিসেবে রয়েছে যে ব্যক্তিটি তার নাম মসারত আলম ভাট। দাঁড়িগোঁফ আচ্ছাদিত মুখ মণ্ডলে আরেক সালাউদ্দিন। তার স্পষ্ট বক্তব্য— 'ভারতের ক্রীতদাসত্ব থেকে কাশ্মীরীদের মুক্ত করতে হবে। কাশ্মীরীদের শুধু স্বাধীনতাই নয়, ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই

আবেগকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, হিংসা বর্জন করলে আলোচনায় বসে একটা মীমাংসায় আসতে পারেন। মসারত আলম ভাট এবং অন্যান্য উপদ্রবীদের সঙ্গে তিনি কী আলাপ করবেন জানি না। কাশ্মীরীদের স্বশাসনের নামে এক স্বতন্ত্র ইসলামিক রিপাবলিক স্থাপনে কী তিনি রাজি হতে পারেন? ইসলাম গ্রহণ না করলে শিখদের কাশ্মীর থেকে পাততাড়ি গুটানোর যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা প্রতিরোধের ক্ষমতা কী আছে নতুন দিল্লির?

১৯৪৮ সালে ভারতীয় বাহিনী যখন সমস্ত কাশ্মীর উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে আসছে তখনই যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিয়ে জওহরলাল নেহরু এই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন। না হলে মহারাজ হরি সিং এর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কাশ্মীর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো একটি প্রদেশ হিসেবেই বিবেচিত হোত। বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত রাজ্যের প্রশ্নই উঠত না। ১৯৭২ সালে আবার একর সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল এ সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধানের।

সিদ্ধান্ত নিলেন।

জগমোহনকে সরিয়ে নেওয়ার পর কাশ্মীর জঙ্গিদের প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই অর্থবহ। অনন্তনাগের জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী নেতা মনজুর 'ইন্ডিয়া উইক' পত্রিকায় (২৪ আগস্ট ১৯৯০) এক সাক্ষাৎকারে বলেছিল— 'বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে ধন্যবাদ। তার সিদ্ধান্ত আমাদের স্বার্থের অনুকূল হয়েছে। জগমোহনকে অপসারণের পনেরো দিনের মধ্যেই আমরা নিজেদের গুছিয়ে নিতে এবং আরও শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছি।'

আর পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে জগমোহন তার ডায়েরীতে লিখলেন— 'কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারত বারংবার একটি প্রবণতা দেখিয়েছে, আত্মহত্যার বিপজ্জনক প্রবণতা। সাফল্যের রাস্তাকে সহসা পরিবর্তিত করে ব্যর্থ অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রবণতা।'

কাশ্মীর নিয়ে মনমোহন সিংকে সত্যিকার অর্থে কিছু করতে হলে তাকে সমস্ত দিগেসি ভুলে রাষ্ট্র নায়কোচিত ভূমিকা নিতে হবে। একমাত্র ইতিহাসের শিক্ষাই হবে তার পথ প্রদর্শক।

## এই সময়

### অ্যান্টনির সতর্কবার্তা

গত ১৩ সেপ্টেম্বর দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি ক্রমবর্ধমান চীনা আগ্রাসন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। গোয়েন্দা-রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি স্বীকার করে নেন সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে ব্যগ্র চীন। তিনি বলেন, নিরাপত্তাখাতে চীনের ঘোষিত বাজেট বার্ষিক ৮০ বিলিয়ন ডলার হলেও চীন তার মিলিটারির পেছনে এর বহুগুণ বেশি টাকা ব্যয় করে। বলা বাহুল্য, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার খাতিরে যতটা না তার কয়েকশো গুণ বেশি ভারতকে কাশ্মীরসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোণঠাসা করার জন্যই এই আয়োজন।

### আদালত-উন্নতিকল্পে

দেশের বিচার-ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতিকল্পে এবার এগিয়ে এল দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। কয়েকদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন, নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেশের বিচার-ব্যবস্থার ভূমিকা থাকতে পারে না। সেই কথাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রধান বিচারপতি এস এইচ কাপাডিয়া-র নেতৃত্বাধীন বিচারপতি আফতাব আলম এবং কে এস রাধাকৃষ্ণণের ডিভিশন বেঞ্চ প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিল, দেশের নীতি-নির্ধারণে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা অবাঞ্ছিত নয়। তবে তার জন্য দেশের সামগ্রিক বিচার-ব্যবস্থা অর্থাৎ ট্রায়াল কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিতে হবে। যাতে করে দেশের বিচার-ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা জন্মায়।

### বিপদের দিনে

৯/১১-এর পর আমেরিকা যখন মরিয়া তালিবানদের উচিত শিক্ষা দিতে, তখন তাদের পরমবন্ধু রূপে আবির্ভূত হয়েছিল পাকিস্তান। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে এসেছে ওয়াশিংটনের কাছে। অবশ্য বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে পাকিস্তানের সঙ্গে এখনই বিরোধে যাচ্ছে না আমেরিকা। তারা বরং কূটনৈতিকভাবে তৎকালীন পাক-প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মুশারফকেই তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছে। ইউ এস অ্যাম্বাসাডর ওয়েনডি চেম্বারলিনের কথায় তেমন-ই ইঙ্গিত মিলেছে।

### বিদায় চশমা

চশমার বিদায় কি আসন্ন? চশমা-ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ বাড়িয়ে লন্ডনের কিংস কলেজের একদল বৈজ্ঞানিক জানিয়েছেন তাঁরা RASGRF1 নামক একটি জিনের (জিন মানে যা বংশগতির ধারক ও বাহক) অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন যা চোখের রেটিনার উন্নতিতে এবং মস্তিষ্ক থেকে চোখে দর্শনের জন্য 'সিগন্যাল' পাঠাতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই জিনটি আবিষ্কার করে তাঁদের দাবী, এর ফলে চোখের ক্ষীণদৃষ্টি (বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে মায়োপিয়া বলে) অতি-সহজেই দূর করতে তাঁরা সক্ষম হবেন। কারণ এই জিনটি সক্রিয় না হলেই মানুষ চোখে কম দেখেন, চশমা পরেন। একে সক্রিয় করতে পারলেই আর দরকার হবে না চশমার। সুতরাং চশমা-ব্যবসায়ীরা সাবধান।

### ওমরের গোঁসা

কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর কর্মতৎপরতায় বেজায় মুশকিলে পড়ে গেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। যে কাশ্মীরি মুজাহিদিনরা তাকে কাশ্মীরের মসনদে বসিয়েছে তাদের সাথে বেইমানি করতে নারাজ তিনি। তাই কেন্দ্রের কাছে বেশ কয়েকবার রাজ্য থেকে এ এফ এস পি এ (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ারস অ্যাক্ট) প্রত্যাহার করার জন্য ঘ্যান ঘ্যান করে সেভাবে পাত্তা না পাওয়ায় এবার গোঁ ধরেছেন, জম্মু-কাশ্মীরে হয় তিনি থাকবেন, নয়তো এ এফ এস পি এ থাকবে। ওমরের গোঁসায় উভয়-সংকটে পড়েছে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার। ইতিপূর্বে চাপে পড়ে 'এ এফ এস পি এ' তুলবো বলেও এখনও পর্যন্ত কাশ্মীরের সব জায়গা থেকে তা তুলতে পারেনি কেন্দ্র। এখন দেখার ওমরের গোঁসায় কতটা কাতর হয়ে ভূ-স্বর্গকে আরও কত রক্তরঞ্জিত করতে পারে কংগ্রেস।

### ডেঙ্গুর প্রকোপ

ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত রাজধানী দিল্লী। ইতিমধ্যেই ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১৮০০ ছাড়িয়েছে সেখানে। তবে ছোঁয়াচে রোগের মতো এবার তা ছড়াচ্ছে প্রতিবেশী উত্তরপ্রদেশেও। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সেখানে তেত্রিশজন ডেঙ্গু আক্রান্ত ধরা পড়েছে। শেষ পনেরো দিনে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা চার থেকে একলাফে বেড়ে তেত্রিশ-এ পৌঁছে গিয়েছে।

### মাও-মোকাবিলায় ট্রেনিং

মাওবাদী মোকাবিলায় অবশেষে ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরের পাশে কাঙ্করে স্থাপিত হলো কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার কলেজ (সি টি জে ডব্লিউ সি)। কাঙ্কর জায়গাটা রায়পুর থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূর। ট্রেনিং-এ প্রথম ব্যাচে যোগ দিয়েছেন দু'শো জন সি আর পি এফ জওয়ান। ট্রেনিং-এর পর এঁরাই মাওবাদ বিরোধী অপারেশনে নেতৃত্ব দেবেন। ট্রেনিং-এ মূলত জঙ্গলের পার্বত্য এলাকায় মাওবাদীদের সঙ্গে যুঝতে শেখানো হবে। এর ফলে ছত্তিশগড় সরকার মাও-বিরোধী অভিযানে একটি গঠনমূলক পদক্ষেপ নিল বলেই অভিমত রাজনৈতিক মহলের।

### মানুষের মগজে পেসমেকার

হার্ট নয়, এবার মানুষের মগজেও ব্যবহৃত হবে পেসমেকার। সম্প্রতি, একটি ইংরাজি দৈনিক দিল্লির ভিমহান্স'র একটি চিকিৎসকদল জানান 'অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার (ওসিডি) নামক রোগের চিকিৎসাতেই ব্যবহার করা হবে পেসমেকারটি। এই রোগে আক্রান্ত রুগি একই কাজ অনেকবার করে। এই রোগের ফলে অসুস্থ ব্যক্তি অতিরিক্ত ছুঁচিবাইগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবে পেসমেকারটি হার্টে নয়, প্রতিস্থাপন করা হবে ব্রেনে। চিকিৎসকদলের সদস্য নিউরো সার্জেন ডাঃ অলোক গুপ্ত, ডাঃ সঞ্জীব কুমার ও মনরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আশুতোষ ত্রিপাঠি জানান ডিপ্ ব্রেন স্টিমুলেশান (ডি বি এস) পদ্ধতির মাধ্যমেই পেসমেকারটিকে কার্যকর করা হবে মানুষের মগজে। শুধু ভারতেই এশিয়াতেও যে এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি একেবারে নতুন একথাও তারা বলেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## কাশ্মীর, কংগ্রেস ও ইউ পি এ সরকার

রাস্তা-ঘাটে কান পাতিলেই শুনা যায়—"কংগ্রেস কেন্দ্রের ক্ষমতায় বসিলেই হিন্দু ও হিন্দুস্থান বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিমগণ মাথা চাড়া দিয়া ওঠে", অথবা "বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার হিন্দুস্থানে ক্ষমতায় থাকাকালীন কিন্তু কাশ্মীর সমেত সারা দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানগণ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল"। এ ধরনের কথা প্রায় বহু হিন্দুর মুখেই শোনা যায়। এ কথা যে মিথ্যা নহে তাহা কাশ্মীরে পর্যটন শিল্পের সেই সময়কার তথ্য দেখিলেই বোঝা যাইবে।

আসলে এই মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জানে কংগ্রেস সরকারের আমলেই তাহাদের যা কিছু বাড়-বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহারা ইহাও জানে যে কংগ্রেসী মুসলিম প্রীতি আসলে মুসলিম ভীতির নামান্তর মাত্র। ইহা কংগ্রেসের ট্রাডিশনে পরিণত হইয়াছে। যতবারই মুসলিমরা হিন্দুদের উপর উগ্রতা দেখাইয়াছে ততবারই কংগ্রেস মুসলিম উগ্রবাদী জিহাদিদের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে আর সেই সুযোগে জিহাদিরা তাহাদের অন্যায় আবদার আদায় করিয়া লইয়াছে। সেই খিলাফত আন্দোলন হইতেই এই ট্রাডিশনের শুরু। খিলাফতিরা সরাসরি ইসলামী খলিফা শাসনের প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ঘোষণা করিয়াছিল কেরলে। সেখানকার মোপলারা যে নৃশংসতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহা হিন্দু নিধন যজ্ঞের এক নিকৃষ্টতম উদাহরণ। মুসলিম মোপলারা ১৯২১ সালের শুরু হইতেই হাজার হাজার হিন্দুদের খুন করিয়াছিল, লক্ষাধিক হিন্দু পরিবারকে উৎখাত করিয়াছিল, বহু হিন্দু নারীকে মুসলিম ধর্মে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করিয়াছিল। মালাবার জেলায় ইসলামী খলিফা পতাকা উড়াইয়াছিল। ইসলামী খলিফা রাষ্ট্রও গঠন করিয়াছিল।

এতৎ সত্ত্বেও মোপলা খুনীরা কংগ্রেসী নেতা গান্ধীর দ্বারা নিন্দিত হয়নি। বরং তাদের নৃশংসতাকে সালামী ভাবাবেগ বলিয়া শ্রদ্ধা করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। শুধু খিলাফতি আবদার নয়, ১৯২১ সালের পর হইতে কংগ্রেস একের পর এক মুসলিম অন্যায় আবদার মানিয়া লইয়াছে। এই দাবী মানাইতে যথারীতি মুসলিমগুলি 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর মত উগ্র স্লোগান বাছিয়া লইয়াছিল এবং যথারীতি দাবী আদায়ের সহজ হিন্দুর উপর আক্রমণের পথই বাছিয়া লইয়াছিল। ছাগলকেই মানুষ বলি দেয়-বাঘকে নয়। ইহাই ডারউইনের অস্তিত্ব লোপের তত্ত্ব। যথারীতি ভীরু হিন্দু জাতির নপুংশক নেতা গান্ধীজীর মুসলিম ভীতি ক্রমে মুসলিমপ্রীতিতে পরিণত হয়। এবং মুসলিমদের নিজস্ব রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠন করিয়া দেন। মজার কথা হইল—ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করিলেও সেই কংগ্রেসী নেতা-নেত্রীরা এই দেশটাকে করিয়াছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অর্থাৎ যে মুসলমানগণ তাহাদের নেতাদের 'হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানগণ এক সঙ্গে থাকিতে পারিবে না' কথার তীব্র বিরোধিতা করে নাই, তাহারা এই হিন্দুস্থানেই থাকিয়া গেলেন।

এরপর আসিল স্বাধীন ভারত। হিন্দু রাজ্য কাশ্মীরের রাজার হিন্দুস্থানে যোগ দিবার বাসনা শোনা মাত্রই পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করিলে সর্দার প্যাটেলের নির্দেশে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যখম একের পর এক অঞ্চ ল পাকিস্তান দখলমুক্ত করিতে করিতে সামনে বীরত্বের সঙ্গে আগাইতেছিল, তখনই কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী নেহরু আগুয়ান ভারতীর সৈন্যবাহিনীকে থামাইয়া কাশ্মীরকে আজও বিতর্কিত করিয়া রাখিয়া দেন। কাশ্মীরের একটি অঞ্চ ল পাকিস্তানের দখলে থাকিয়া যাওয়ায়, সেইখান হইতে আগ্রাসী মুসলিম জিহাদি গণ নিত্য কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া অশান্ত করিয়া রাখিতেছে আর এইসকল আগ্রাসী ধর্মীয় উন্মাদনার শুরু হইতেই উন্মত্ত পাকিস্তানী জিহাদীদের মানসিক ও আত্মিক উন্নতি ঘটাইতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে এক সময় নিজ জন্মস্থান হইতে মুসলিম উগ্রবাদীদের দ্বারা উৎখাত হইয়া হিন্দুস্থানে পলাইয়া আসা প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। এ হেন ভারত বিদ্বেষীদের তিনি ঈদের পুরস্কার দিতে উদ্যত হইয়াছেন। কি সেই পুরস্কার? রাষ্ট্র বিরোধী এক পুরস্কার, তাও আবার রাষ্ট্রবিরোধীদের সামরিক বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (উত্তরপ্রভ্রষ্ট) আংশিক বা পুরোপুরি তুলিয়া দেওয়ার মত পুরস্কার।

এই আইন তুলিয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সামরিক বাহিনী সোচ্চার হইয়া উঠিয়া উঠিয়াছে। এমনকি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মধ্যেও ইহা লইয়া দ্বিমত উপস্থিত হইয়াছে। মনমোহনের মধ্যেও সেই কংগ্রেসী ট্র্যাডিশন সমানে চালিয়াছে। মনমোহনের মনের পরিবর্তন বিন্দুমাত্র হইয়াছে বলিয়া এখনও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

### জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

*কোনও একটি মতবাদই মানব প্রগতির শেষ কথা এইরূপ চিন্তা করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। দর্শনের ছাত্র হিসেবে, আপনারা স্বীকার করিবেন যে, মানব প্রগতি রুদ্ধ হইতে পারে না। অতীতের অভিজ্ঞতা হইলেই পৃথিবীতে নবতম মতবাদ জন্মগ্রহণ করে। সেই জন্যেই ভারতবর্ষে আমরা ওইসব পরস্পর বিরোধী মতবাদগুলির ভাল অংশগুলি গ্রহণ করিয়া একটি সমন্বয়ী প্রথা প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিব। জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে ভাল অংশগুলির একটা তুলনা করিতে চাই। উভয় মতবাদকেই গণতন্ত্র বিরোধী ও একনায়কত্বের দোষে অভিহিত করা হয়। উভয়েই ধনতন্ত্র বিরোধী। এইসব ঐক্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে মধ্যে বিরোধ প্রচুর। ইউরোপ জাতীয় ঐক্য ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধানে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই প্রথা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক কাঠামোর গলদ সম্পূর্ণ দূর করিতে পারে নাই।*

*—নেতাজী সুভাষচন্দ্র*

# দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব ও আমরা

**গোপীনাথ দে**

প্রথম সবুজ বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে— একথা আমি বলছি না;ভারতে সবুজ বিপ্লবের জনক এম এস স্বামীনাথন স্বয়ং একথা বলছেন। প্রথম সবুজ বিপ্লবের শুরুতে যে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটেছিল সেটা ধরে রাখা যায়নি। প্রযুক্তিগত দিক থেকে বিচার করলে প্রযুক্তির শৈথিল্য এসেছে অর্থাৎ টেকনোলজিক্যাল ফ্যাটিগনেশ। তাই বেশি বেশি পরিমাণে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করেও ফলন বৃদ্ধি র হারকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। এই ব্যর্থতা কতখানি এবং কারা কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই ব্যর্থতার মূল্য কে কতখানি দিচ্ছে, এসব এর যথাযথ মূল্যায়ন না করেই দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে।

ভারতে সবুজ বিপ্লব (প্রথম) শুরু হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। এবং ওই প্রথম সবুজ বিপ্লবের উদ্যোগ পর্বে ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। সবুজ বিপ্লব কর্মসূচী রূপায়ণে তিনটি বিষয় ছিল উল্লেখযোগ্য।

(১) বেশি বেশি পরিমাণ জমিকে গম ও ধান চাষের আওতায় আনা।

(২) একফসলি জমিকে দুই বা তিন ফসলের উপযোগী করার জন্য উপযুক্ত সেচ-এর ব্যবস্থা করা।

(৩) এমন সব বীজ ব্যবহার করা যেগুলি প্রয়োজনীয় সেচের জল পেলে বেশি পরিমাণে রাসায়নিক সার শোষণ করতে সক্ষম।

প্রথম দুটি বিষয়ের সঙ্গে সবুজ বিপ্লব কথাটা যোগ করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। তৃতীয় বিষয়টিতে রয়েছে উচ্চ ফলনশীল বীজ যেটা প্রচারের দিক থেকে সুবিধা এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষ ফলদায়ক। ভারতবর্ষে প্রথম সবুজ বিপ্লব শুরু হয় ১৯৬৬ সালে। ষাটের দশকে যখন পরপর দু'বার খরার ফলে ভারত আমেরিকার কাছে খাদ্যের জন্য হাত পাততে বাধ্য হয় তখন আমেরিকা সুযোগ বুঝে ব্যবসা বৃদ্ধি র জন্য সবুজ বিপ্লবের যুক্তিটা ভারতের কৃষি ব্যবস্থাপকদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়। ফলে উচ্চ ফলনশীল বীজের সাথে সাথে সার, কীটনাশক, ডিজেল পাম্প, ট্রাক্টর, কৃষি যন্ত্রপাতির একটা ভাল বাজার তৈরি করে নেয়। সবুজ বিপ্লবের ফলে নাকি খাদ্যশস্য আমদানি অনেক কমেছে। ১৯৬৭ সালে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছিল প্রায় ১০০ লক্ষ টন;সেটা ১৯৭৭ সালে কমে হয়েছিল মাত্র ৫ লক্ষ টন। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে শুধুমাত্র সার আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় পাঁচগুণ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি, কীটনাশক আমদানির ব্যাপারটা তো আছেই।

আমাদের দেশের মধ্যে প্রথম সবুজ বিপ্লবের অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল পাঞ্জাব। কিন্তু সেই পাঞ্জাব আজ ক্যান্সার জোন-এ রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ কৃষিতে অতিরিক্ত মাত্রায় রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ফসলের মধ্যে যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা মানবদেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সবুজ বিপ্লবের ফলে ভূ-নিম্নস্থ জলের ব্যবহার মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ভূনিম্নস্থ জলের সঞ্চি ত ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসছে। যার ফল স্বরূপ পানীয় জলে বাড়ছে আর্সেনিক আর ফ্লোরাইডের দূষণ। আর সেই কারণেই পশ্চি মবঙ্গে ৮১টি ব্লকে পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণ এবং ৪৯টি ব্লকে ফ্লোরাইডের দূষণ দেখা দিয়েছে।

কিছুদিন আগে পূর্ব ভারতের ছয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রের দুই মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ও শরদ পাওয়ার দুদিন ব্যাপী কর্মশালার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের মহিমা প্রচার করে গেলেন। ওই কর্মশালায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং কৃষিমন্ত্রী নরেন দে উপস্থিত থেকে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় সায় দিয়ে দিলেন। কিন্তু যেটা গোপন রাখা হলো তা হলো এই বিপ্লব আসলে কর্পোরেট কম্পানীগুলির লুণ্ঠন পরিকল্পনা। এই লুণ্ঠন পরিকল্পনার ভিত্তি হলো ২০০৫ সালে ভারত আমেরিকার মধ্যে স্বাক্ষরিত দেশ বিরোধী কৃষিচুক্তি এ. কে. আই। এই চুক্তির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, গবেষণা, বাজার এমন কি গেরস্থালীর হেঁসেলও। তবুও আমরা স্বাধীন এবং ভারত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র।

এটা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়ন এবং উদারনৈতিক কৃষি সংস্কার কর্মসূচীর অঙ্গ। এবং যেটার মূল বীজ স্থাপিত হয়েছিল ১৯৯৪ সালে গ্যাট চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে। যার উদ্যোগপর্বে ছিলেন মাননীয় প্রণব মুখোপাধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে তারপর থেকেই ভারতে কৃষিতে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের বাধাগুলি একে একে অপসারিত হতে শুরু করে। এবং পেটেন্ট আইন পাল্টে যায় এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের দখলদারি নেওয়ার জন্য উপযুক্ত মেধা স্বত্ব আইন প্রবর্তনের একাধিক উদ্যোগ। ফলে ভারতীয় বাসমতি চালের পেটেন্ট চলে যায় মার্কিন কোম্পানীর হাতে। এবং সেই কর্পোরেট প্রতিবিপ্লবের কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছে কৃষি জ্ঞান চুক্তি। যেটা প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় "দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের সূচনা"। ভারত-মার্কিন কৃষি চুক্তি কে কাজে লাগানোর জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি যৌথ বোর্ড গঠিত হয়েছে। ওই বোর্ডে আছে মার্কিনদের পক্ষের সংস্থা পৃথিবীর এক নম্বর খুচরো পণ্যের কারবারী ওয়ালমার্ট, সর্ব বৃহৎ আন্তর্জাতিক খাদ্যের কারবারী আর্চার ড্যানিয়েল মিডল্যাণ্ড এবং বীজ ও জৈব প্রযুক্তি গবেষণা নিয়ন্ত্রক একচেটিয়া কারবারি মনসান্টো। অনুরূপ দশটি আমেরিকান কোম্পানী ওই বোর্ডে আছে। ভারতের পক্ষ থেকে আছে টাটা, আই টি সি, রিলায়েন্স প্রভৃতি সংস্থা। এরা ভারতকে বিশ্বের খাদ্য ভাণ্ডারে পরিণত করতে চায়। এরা খাদ্যশস্যের পরিবর্তে বাণিজ্যিক চাষ করবে এবং যার লক্ষ্য হবে রপ্তানি। এবং সেটা হয়ে যাবে ঔপনিবেশিক চরিত্রের। তাই বলা যায় উন্নয়নের তক্মা এঁটে কীভাবে সংঘটিত হচ্ছে কৃষক, মজুর, ছোট ব্যবসায়ীদের ভাতে মারার একটা সর্বগ্রাসী পরিকল্পনা। শীঘ্রই আসছে ভয়াবহ বীজ আইন; জৈব প্রযুক্তি বিল, শিক্ষা বিল ইত্যাদি। বীজ আইন কৃষকদের হাত থেকে বীজ সংরক্ষণ ও বিনিময়ের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। যেন কোম্পানীর বীজ ছাড়া অন্য কোনও বীজে চাষ না হয়। এটা নিশ্চি ত করাই ওই বিলের উদ্দেশ্য। তখন উচ্চ মূল্যে বীজ কিনতে না পেরে কৃষক চাষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে;আর তখন কৃষকের জমি নিয়ে নেবে নেসলে, পেপসি-কো, আই টি সি, টাটা, মিত্তাল, আম্বানিরা। আর সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করার বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে আসছে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব ও ওই সমস্ত অনুসারী আইন। অর্থাৎ ভূমি সংস্কার উল্টে যাবে। কৃষক আত্মহত্যা করবে। এখনই ভারতে প্রতি ত্রিশ মিনিটে একজন কৃষক অভাবের কারণে আত্মহত্যা করছে। এরপর কৃষকের অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, সেটা ভাবলে আঁতকে উঠতে হয়। যদিও এসবের বিকল্প একটা পথ ভারতের সামনে এসেছে। সেটাকে বড় কৃষক, ভারত সরকার এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলি কাছে লাগালে ভারত তথা বিশ্বের কল্যাণ হবে।

কয়েক মাস আগে আমি স্বস্তিকার পৃষ্ঠায় লিখেছিলাম চিনারা সুদূর ব্রাজিলের জমি লিজ নিয়ে চাষ করছে এবং চাষের ফসল নিজেদের দেশে এনে বিশ্বের বাজারে বিক্রি করছে। ভারতবর্ষ থেকে ব্রাজিলের দূরত্ব অনেক বেশী। কিন্তু ভারতের কাছেই আফ্রিকার দেশগুলি যথা— ইথিওপিয়া, কেনিয়া, উগাণ্ডা, ঘানা, সুদান, নামিবিয়া, কঙ্গো, নাইজিরিয়া প্রভৃতি দেশগুলির সরকার বিশ্বের নানাপ্রান্তের চাষিদের ৯৯ বছরের লিজে জমি চাষের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ভারতীয় কৃষকদের কাছে এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ।

সম্প্রতি ভারতীয় বণিকসভা অ্যাসোচ্যামের অধিকর্তা ও এস ত্যাগি একথা জানিয়েছেন। গোটা আফ্রিকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি। কিন্তু চাষ করার লোকের সংখ্যা খুব কম। কৃষকের অভাবে

(এরপর ১৩ পাতায়)

"আমাদের দেশের মধ্যে প্রথম সবুজ বিপ্লবের অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল পাঞ্জাব। কিন্তু সেই পাঞ্জাব আজ ক্যান্সার জোন-এ রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ কৃষিতে অতিরিক্ত মাত্রায় রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ফসলের মধ্যে যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা মানবদেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।"

# রামমন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সকলের মোহন ভাগবত

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চে র রায় নিয়ে যখন ঘোলাজলে মাছ ধরে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই দেশে শান্তির বাতাবরণ অক্ষুণ্ণ রাখতে উদ্যোগ নিল আর এস এস। আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত গত ১৪ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে বলেন, 'দেশের মানুষ চান রাষ্ট্রপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যায় একটি মন্দির নির্মাণ হোক। কারণ ওখানে পূর্ব হতেই একটি মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। সমাজের মনোবল ভেঙে দিতেই ওই মন্দিরটিকে ধবংস করা হয়েছিল। রামচন্দ্র আমাদের জাতীয় মহাপুরুষ। এর বিরোধিতা তাই শোভা পায় না।' এই রামমন্দির নির্মাণে মুসলিম সমাজেরও সহযোগিতা চেয়েছেন মোহনজী। কারণ রামমন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সকলের। তিনি বলছেন, "রামমন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা সমাজের মধ্যে কোনও বিভাজন চাই না। এটি হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের বিষয়ও নয়। বিষয় হলো, দেশের মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করা। মন্দির নির্মাণ হলে সমাজে একতা স্থাপনেও তা সহায়ক হবে।" তিনি এও জানিয়েছেন, এনিয়ে সমাজের বিভাজন কমাতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। দিল্লীর ইন্ডিয়ান উওমেনস প্রেস কর্পসের সভাগৃহে এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন শ্রীভাগবত। তাঁর বক্তব্য, "রায় বেরোনোর

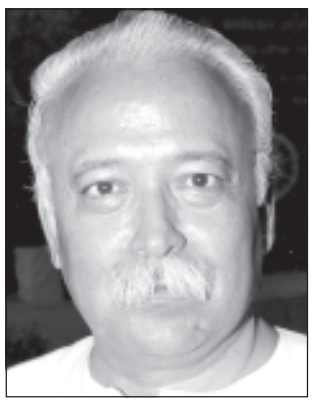

পর আমরা এব্যাপারে আমাদের প্রতিক্রিয়া জানাব। পরবর্তী আইনী-পথ খোলাই রয়েছে।" তবে দেশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসেই যে অযোধ্যা পুণ্যভূমিতে গড়ে উঠবে রামমন্দির একথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।

# হিন্দুরা আত্র(ান্ত

*(১ পাতার পর)*

এসব ঘটনা ঘটেছে ১৪৪ ধারার মধ্যে। তখন লুটপাট হয়েছে অনেক ভেতরের পাড়ায়। একটি এন জি ও-র প্রমুখ রাজশ্রী চৌধুরী ও শৈলেন বসুকে (োভের কথা বলেছেন এলাকার যুবকরা, মায়েরা। কোনও বাড়িতেই কম বয়সী নির্যাতিতা মেয়েরা নেই। লোকলজ্জার ভয়ে দূরে আত্মীয় বাড়িতে। তৃণমূলের স্থানীয় হিন্দু নেতাদের বক্ত(ব্য— পুরো ঘটনা পরিকল্পিত। এর পিছনে বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ হাজি নু(ল ইসলাম এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সদস্যা ও নিকটস্থ বেড়াচাঁপার বাসিন্দা তৃণমূল নেত্রী রত্না রায়চৌধুরী। সবমিলিয়ে (য়( তির পরিমাণ প্রায় কোটি টাকার বেশি। এবং সবটাই হিন্দুদের।

দেগঙ্গা বাজার, বেলিয়াঘাটা বাজার, কার্তিকপুর বাজার, কার্তিকপুর কর্মকার পাড়ার বাড়িঘর-দোকানপাট লুঠ হয়েছে। কয়েকজন হিন্দু দোকানদারের নাম— বাচ্চু কর্মকার, রবীন ঘোষ, চণ্ডী ঘোষ, বিনয় সাহা, নিরঞ্জন সাহারায়ের মোবাইলের দোকানের প্রায় চার ল(াধিক মূল্যের মোবাইল ও সিমকার্ড লুট হয়েছে, তন্ময় সাহারায়, শ্রীকৃষ( বস্ত্রালয়, গুপ্তা-হার্ডওয়্যার ও গ্রোসারি শপ, কার্তিকপুর বাজারে সুশীল চন্দ্র ঘোষের মুদিখানা, সত্যব্রত বৈদ্যের মুদিখানা, তপন দাসের মিষ্টি দোকান, হরেন বক্সীর চা-দোকান।

প্রত্য( দর্শীদের বক্ত(ব্য বি(েনাথপুর, রামনগর, খেজুরডাঙ্গা, দোহাড়িয়া, বেলিয়াঘাটা, দোগাছিয়া এমনকী হাড়োয়া থেকেও লুটপাট করতে ও লুটের মাল নিয়ে যেতে ট্রলিভ্যান, গাড়ি নিয়ে দুষ্কৃতীরা এসেছিল।

যতবার পুলিশ বাধা দিতে চেষ্টা করেছে —আত্র(মণকারীদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। এছাড়াও স্থানীয় হিন্দু যুবকরা সমবেতভাবে জানান, সাংসদ 'হাজি নু(ল ইসলাম নিজে চালাকি করে পুলিসকে যেতে বলে মেটানোর ছল করে আত্র(মণকারীদের সাহায্য করেছেন।'

মায়েদের বক্ত(ব্য— একসময় যে সকল মুসলমান ছেলেদেরকে তাঁরা খাবার দিয়েছেন, জল দিয়েছেন, তারাই বড় হয়ে ধর্ষণ ও লুটপাট চালিয়েছে। চেনা লোক। বাড়ির মেয়ে-বৌদের নাম ধরে ধরে অ(ীল গালিগালাজ ও (ীলতাহানি (বলাৎকার) করেছে। কিছু বালকও কুড়ুল-দা নিয়ে এসেছিল। তাদের চিনতে পেরেছে বাড়ির সহপাঠী হিন্দু বালকরা।

গত ৯ সেপ্টেম্বর বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন বিজেপি-র প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন চন্দন মিত্র, উদয় সিং, তথাগত রায় এবং রাজ্য-সভাপতি রাহুল সিনহা। ৮ সেপ্টেম্বরও গিয়েছিলেন বিজেপি নেতা তথাগত রায়। ৯ তারিখ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য থানায় বৈঠক করেছেন মন্ত্রী মুকুল রায়, সৌগত রায়, হাজি নু(ল ইসলাম, মানস ভুঁ এ(ার মতো নেতারা। এসবই হিন্দুদের প( কাটাঘায়ে নুনের ছিটের বেশি নয়।

শেষ খবর, পুলিশ চারজন হিন্দু এবং সাতজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করেছে। বিজেপি'র শীর্ষ নেতৃত্ব, এল কে আদবানী এবং সুষমা স্বরাজ তৃণমূল সাংসদ নু(ল হাজির গ্রেপ্তার দাবী করেছেন বলে খবর।

# পরলোকে কর্মযোগী ঠাকুর রাম সিং

**ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী।।** বিগত মঙ্গলবার (৭.৯.২০১০) লুধিয়ানাতে দয়ানন্দ চিকিৎসালয়ে স্বল্প রোগভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ঠাকুর রামসিংজী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একনিষ্ঠ প্রচারক, ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির অন্যতম সংস্থাপক ও সঞ্চ ালক, ঠাকুর জগদেওচন্দ স্মৃতি গবেষণা সংস্থান-এর অন্যতম স্থপতি, কর্মবীর ঠাকুর রাম সিংজীর মহাপ্রয়াণ নিঃসন্দেহে জাতীয় ক্ষতি।

**সংক্ষিপ্ত জীবনী**

হিমাচল প্রদেশের হামিরপুর জেলাধীন ঝানদ্বীন (Jhandwin) নামক গ্রামে ১৯১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি এক রাজপুত ক্ষত্রিয় পরিবারে ঠাকুর ভাগ সিং (১৮৯৫-১৯৫৯) ও নিহাতো দেবীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন ঠাকুর রাম সিংজী। ভাগ সিংজীর পাঁচ জন পুত্র-কন্যা। রুপ দেবী, রাম, সুখরাম, জ্ঞান ও গীতা দেবী। আচার-ব্যবহারে, বিচার-বুদ্ধি তে দ্বিতীয় সন্তান রাম সিংজী ছিলেন আদর্শস্থানীয়। বিদ্যালয়ে চরিত্রবান, মেধাবী ছাত্ররূপে তাঁর বেশ সুনাম ছিল। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে (Matriculation) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৮-এ Intermediate পরীক্ষাও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪০-এ স্নাতক ও ১৯৪২-এ স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় (ইতিহাস ) উত্তীর্ণ হন।

**জীবন-লক্ষ্য**

সম্মানজনক চাকুরীর বদলে তিনি বেছে নিলেন কন্টকময় দুর্গম পথ। ১৯৪১-এ লাহোরে সঙ্ঘের শাখাতে যোগ দেন প্রথম, সে যোগদান ক্রমেই সাধনাতে, ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হলো। দেশমাতৃকার বেদনা, দেশবাসীর দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করার দিব্যদৃষ্টি ও কিছু করার জন্য চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর অন্তরে ভরপুর ছিল। তাই অধিক বাক্য ব্যয় না করে, তিনি সঙ্ঘ-প্রবর্তিত পথে পা বাড়ালেন। পরম পূজনীয় ডাক্তারজী-র (১৮৮৯-১৯৪০) প্রদর্শিত আইনানুগ, শান্ত জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক পথে স্বদেশবাসীকে সচেতন, সংগঠিত, স্বাভিমানী, স্বাধীন ও স্বনির্ভর করার দিশা প্রখর বুদ্ধি মান ঠাকুর রামসিংজীর নিকট যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছিল।

**কর্মযোগী**

ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবন যখন আন্দোলন, যুদ্ধ, দাঙ্গা, মুক্তি সংগ্রাম, শাসন সংস্কার প্রভৃতি

*ঠাকুর রামসিং*

ঘটনাতে জমজমাট, তখন স্বদেশী সমাজের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করতে সঙ্ঘ গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে চরিত্র গঠনমূলক শাখা পরিচালনায় নিয়োজিত। ঠাকুর রাম সিংজী কাংড়া জেলাতে দুই বৎসর (১৯৪২-১৯৪৩) যাবৎ প্রচারক-এর দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করেন। অতঃপর অমৃতসরে কয়েক বৎসর (১৯৪৪-১৯৪৮) বিভাগ প্রচারক-এর গুরুদায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করেন। সে-সময় বিভাগে ১৫০টি শাখা হয়, তিনি এক গ্রন্থাগারও স্থাপন করেন। দেশ বিভাজনের চরম সংকট কালে বিধবস্ত পাঞ্জাব ও তৎসংলগ্ন বিশাল জনবাসী কিভাবে কিভাবে সঙ্ঘের দ্বারা উপকৃত হয়েছে, এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দর্শক A.N. Bali বলেছেন ঃ "who else come to the rescue of the people at this stage, but a band of young selfless Hindus, popularly known as the RSS ?... I also found during my tour of the East Punjub a deep sense of gratitude and gratefulness to the Sikhs and the Sanghies among the massess...Their (RSS) discipline, their physical fitness and their selflessness in fact of dangers came to the rescue of the people in the Punjub when the whole province was burning."

এরপর, ১৯৪৯ খৃস্টাব্দে পূজনীয় গুরুজী কলকাতা মহানগরে এক মহত্বপূর্ণ বৈঠকে ঘোষণা করেন, কলকাতার কার্যালয় পূর্বাঞ্চ ল-এর কাজকর্ম দেখাশুনা করবেন শ্রী একনাথ রানাডে সংযোজক-এর কাজ করবেন, শ্রী বাবুরাও পালধিকর যাবেন ওড়িশাতে, শ্রী অমলকুমার বসু দেখবেন পশ্চি মবঙ্গের কাজ, শ্রী ঠাকুর রাম সিংজী যাবেন অসমে। শ্রী রামসিংজীর সাথে যাবেন শ্রী গঙ্গা বিষেণ মনিপুরের জন্য, শ্রী গণেশ শর্মা যাবেন ত্রিপুরার জন্য। দায়িত্ব নেবার কয়েক মাস বাদেই, অসমে ঘটল প্রবল বিধবংসী ভূ মিকম্প (১৫.৮.১৯৫০)। এই সর্বনাশা বিপর্যয়ের পর সঙ্ঘের অনুপম সেবাকার্যের কর্ণধার ছিলেন ঠাকুর রামসিংজী। এছাড়া ছিল উদ্বাস্তু আগমন স্রোত। দুই দশক (১৯৪৯-১৯৭১) যাবৎ বিশাল উত্তর-পূর্ব ভারতে কোণে কোণে রামসিংজী সঙ্ঘের মাধ্যমে দেশের কাজ করেছেন, উৎসাহিত করেছেন, ওজস্বী ভাষণ দিয়েছেন।

পরবর্তী তিন দশক (১৯৭১-১৯৮৯) তিনি পাঞ্জাবে সহপ্রান্ত প্রচারক-এর গুরুদায়িত্ব পালন করেন। এরপর এক দশক (১৯৯০-২০০১) তিনি অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা এবং ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি-এর কাজ দেখাশুনা করেন; তাঁর ক্ষেত্র ছিল কাশ্মীর থেকে কামাখ্যা। ১৯৯০ খৃস্টাব্দে উজ্জয়িনী নগরে এক মহতী অনুষ্ঠানে স্থাপিত হলো অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা, আরোহমূলক পদ্ধ তিতে তৃণমূল থেকে ভারতীয় ইতিহাস রচনার এক দুঃসাহসিক উদ্যোগ।

হিমালয়ের শান্ত-স্নিগ্ধ, ছায়াসুশীতল পরিবেশ এক গবেষণাগার (ঠাকুর জগদেওচন্দ স্মৃতি শৌর্য সংস্থা) স্থাপন তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

# তোষণের ফলেই এই ঘটনা

*(১ পাতার পর)*

ধর্মান্তরিতা হয়েছেন বলে জানা নেই। ইসলামে অ-মুসলমান বা 'কাফেরের' নমাজ পাঠের অনুমোদন নেই। সেক্ষেত্রে মমতা কীভাবে প্রকাশ্যে ইসলাম অনুশাসন বিরোধী কাজ করছেন বোঝা যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই মমতা অনুরাগী কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম এস এম নুর রহমান বরকতি সাহেব খুবই খুশি যে তৃণমূল নেত্রীর নমাজ পাঠের ছবি রেলের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করায়। ইমাম সাহেব আনন্দিত হবার কারণ রেলের বিজ্ঞাপনে পবিত্র চাঁদ তারা এবং কাবা মসজিদের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। বরকতি সাহেবের স্পষ্ট বক্তব্য, 'যদি দেশের প্রধানমন্ত্রী ইফতার পার্টি নিজের বাসভবনে সরকারি খরচে প্রতি বছর করতে পারেন তবে রেলমন্ত্রীও তাঁর দফতরের বিজ্ঞাপনে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারেন। সরকারি খরচে প্রতি বছর হজযাত্রীদের দেখাশুনা করতে সরকারি প্রতিনিধি দল সৌদিতে যায়। সে সব কী সংবিধান বিরোধী বলে বাতিল করতে হবে।' বরকতি সাহেব প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের বহু থানায় মন্দির আছে। ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে সেখানে মন্দির থাকতে পারে না। রেলমন্ত্রীর নামাজ পাঠের ছবি সহ বিজ্ঞাপন বাতিল করতে গেলে থানায় থানায় মন্দিরও ভাঙ্গতে হবে। কী চমৎকার যুক্তি বরকতি সাহেবের। এরপরেও তৃণমূল নেতৃত্ব অস্বীকার করবে মুসলিম ভোট পেতে হিন্দু বিরোধী সাম্প্রদায়িক তাস খেলছে না?

# তিস্তার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র

*(১ পাতার পর)*

বলা বাহুল্য, সেইসব নির্দেশগুলি সবই মোদী-সরকারের বিরুদ্ধে ই থাকত। খান স্বীকার করে নিয়েছেন নারোদা গেন ও মদিনা বানু ধর্ষণ কাণ্ডে মূল প্রত্যক্ষদর্শী রসুল মিয়া মালিক তাঁর বিরুদ্ধে হলফনামা বিকৃত করার যে অভিযোগ এনেছে, তার জন্য তিনি দায়ী নন, দায়ী আসলে তিস্তা শীতলবাদ।

তিনি জানাচ্ছেন, তিস্তা তাঁকে teesta-teesta@rediffmail.com, sabrang@bobz.vsnl.net.in এবং cjpozin@yahoo.com.—এই ক'টি ই-মেলের মাধ্যমে প্রত্যক্ষদর্শীদের সই (যে সই সাক্ষীদের প্রভাবিত করে আদায় করা হয়েছিল) স্ক্যান করে মুম্বাই থেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এতে সত্যের আলাপ হচ্ছে বুঝে তাঁর প্রথম দুটি ই-মেল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড 'azizkhan' তিস্তাকে জানান তিনি। সেই ই-মেল খুলেই তিস্তা বুঝতে পারেন, তাঁর গোধরা পরবর্তী দাঙ্গার সাক্ষীদের প্রভাবিত করার খেলা ধরা পড়ে গিয়েছে। এরপরেই তাঁর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকেই রইস খান পাঠানকে বহিষ্কার করেন তিস্তা। তাঁরই ই-মেল অ্যাকাউন্টের পাস-ওয়ার্ড পাল্টে দিয়ে নিজের কুকীর্তিকে ঢাকার একটা অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করেন তিনি।

# আদালতের রায় মানতে

*(১ পাতার পর)*

একটা চাপও তৈরি করে রাখল কংগ্রেসের ওপর। কারণ রায় যাই হোক না কেন তা প্রয়োগ করা না করা সরকারের ওপর নির্ভর করে। আর ভোট-ব্যাঙ্ক রাজনীতির কারণে ইউ পি এ বা রাজ্যের মায়াবতী সরকার কেউ-ই মুসলিমদের চটিয়ে বিরোধীদের হাতে রাজনৈতিক অস্ত্র তুলে দিতে চাইবে না। তাই উদ্বিগ্ন উত্তরপ্রদেশ সরকার কেন্দ্রের কাছে ৬৩,০০০ নিরাপত্তাকর্মী চেয়ে পাঠালেও তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অনুমান এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় অনুমান করেই নকশাল ও কাশ্মীর সমস্যায় জর্জরিত কেন্দ্র এনিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছে না।

তবে দেশের আপামর হিন্দু জনসাধারণ আশায় বুক বাঁধছে একটি অন্যরকমের তথ্যকে কেন্দ্র করে। লালকৃষ্ণ আদবানী ১৯৯০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রথযাত্রার সংকল্প নিয়েছিলেন গুজরাটের সোমনাথ মন্দির থেকে অযোধ্যায় সেখানে রামমন্দির গড়ে তুলতে। আজ বিশ বছর বাদে প্রায় ওই একই সময়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ঘোষিত হতে যাচ্ছে। হয়তো বা অস্থায়ী মন্দির পূর্ণতা পেতে চলেছে।

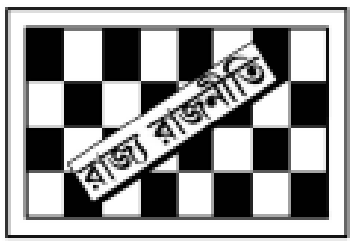


# রাজ্য রাজনীতির ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের ছায়া

**নিশাকর সোম**

রাজ্য-রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করার আগে দু'টি ব্যাপার নিয়ে কিছু বলার দরকার বলে মনে হলো— (১) সম্প্রতি দেশের উচ্চ ন্যায়ালয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে "গুদামে খাদ্যদ্রব্য না-পচিয়ে গরীব মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হোক।" এর উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন— "গরীবদের খাদ্য বিলিয়ে দিলে তাদের কাজ করার ইচ্ছা চলে যাবে—এর ফলে দেশের খাদ্য-উৎপাদন কমে যাবে।" তিনি আরও বলেছেন, "সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনে মাথা না-গলালেই ভাল হবে। তাঁরা তাঁদের কাজ করুন।" বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর এহেন মন্তব্য জনসাধারণের মনে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে এবং সিপিএম-নেতারা এই উদাহরণ দিয়ে বারংবার বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব হবেন।

(২) সম্প্রতি এক সমাবেশে তৃণমূল সাংসদ জানিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচিদাম্বরম তাঁকে বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী চিদাম্বরমকে বলেছেন যে তিনি ব্যর্থ তাই তিনি চলে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ বাবুর বক্তব্য, তিনি চিদম্বরম-কে জিজ্ঞাসা করবেন— তিনি কি বলেছেন! এখানে একটা জিনিস স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে— বুদ্ধ বাবু দিল্লীতে গিয়ে একরকম বলেন আর রাজ্যে ফিরে বড় বড় হুংকার ছাড়েন। আদতে বুদ্ধ বাবুর এই দ্বিচারিতার আর এক উদাহরণ হলো রাজভবনে বসে টাটাদের জমি নিয়ে একরকম কথা দেওয়া এবং শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনকে ডেকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বলা। আবার পরক্ষণেই পার্টির রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় ভিন্নরূপ ধারণ করা। এটাই বুদ্ধ বাবু। একবার রেজ্জাক মোল্লার বিরোধিতা করা— আবার গৌতম দেব ও মানব মুখার্জির বিরুদ্ধে বলা। প্রসঙ্গত, অনিল বিশ্বাস তাঁর মৃত্যুর আগে বলেছিলেন যে মানব মুখার্জি-কে তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী না-করতে।

> **"আজকে সিপিএম-এর অবস্থা হলো— দুর্নীতি, বৈভব-এ নেতা-নেত্রীগণ আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িত। তাই নিচের তলার কর্মীরা কাজে উৎসাহ পাচ্ছেন না। পার্টি এক নিষ্ক্রিয়তার অতলান্ত চক্রে পড়ে গেছে। হাজার হাজার পার্টি সদস্য কর্মী বসে গেছেন। তাঁদেরকে হুকুমদারি করে সক্রিয় করা যাবে না। তাই রাজ্য নেতৃত্ব খালি প্রচারমূলক কাজের কর্মসূচী নিচ্ছেন— যাতে সাধারণ মানুষদের মধ্যে আস্থা ফেরানো যায়।"**

আজকে সিপিএম-এর অবস্থা হলো— দুর্নীতি, বৈভব-এ নেতা-নেত্রীগণ আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িত। তাই নিচের তলার কর্মীরা কাজে উৎসাহ পাচ্ছেন না। পার্টি এক নিষ্ক্রিয়তার অতলান্ত চক্রে পড়ে গেছে। হাজার হাজার পার্টি সদস্য কর্মী বসে গেছেন। তাঁদেরকে হুকুমদারি করে সক্রিয় করা যাবে না। তাই রাজ্য নেতৃত্ব খালি প্রচারমূলক কাজের কর্মসূচী নিচ্ছেন— যাতে সাধারণ মানুষদের মধ্যে আস্থা ফেরানো যায়। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে লড়াই জমে উঠতে পারে। এরপর একদল কর্মী তৃণমূলে যাবেন— আর একদল আলাদা দল করতেও পারেন।

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মনোভাব স্পষ্ট— তা হলো মমতার সঙ্গে থেকে ক্ষমতার ভাগ নেওয়া। কারণ ক্ষমতা না-থাকলে কংগ্রেস দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জানেন না যে ক্ষমতালোভী কংগ্রেসীরা তৃণমূলে চলে যাবেন।

তবে এটা ঠিক যে নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীরা কিছুই করবেন না। যা করার গোপনে করে যাবে। কারণ তাঁদের গোষ্ঠীর প্রার্থী চাইতে হবে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই পরোক্ষে রাজ্যের কংগ্রেসীদের তৃণমূলে যাবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতা তৃণমূলে যোগদানকারীদের বাহবা দিচ্ছেন। এতে কিন্তু সোনিয়া গান্ধীর সায় আছে।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সব থেকে মুশকিলে পড়বেন তৃণমূলনেত্রী— তাঁর দলের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিধানসভা ভোটের টিকিটের জন্য তদ্বির তদারকী চলছে। লক্ষ্য করার বিষয় নেত্রী পার্থ চ্যাটার্জি-এর থেকে মুকুল রায়-কে প্রাধান্য দিচ্ছেন। নেত্রীকে মুসলিম ধর্মগুরুদের খুশি করতে হবে— এস ইউ সি-কে সিট দিতে হবে। ভীষণ জটিলতায় পড়বে তৃণমূল কংগ্রেস। এতো গেল নির্বাচনের আগে ঝামেলা। নির্বাচনের পর নেত্রীর সামনে আসবে মন্ত্রিসভা গঠন করা নিয়ে লড়াই। এরপর গোটা তৃণমূল দল তথা নেত্রীর সামনে আসবে বেকার বাহিনীকে চাকরি দেবার সমস্যা। এ সমস্যা নেত্রী নিজেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন রাজ্য ক্ষমতাসীন হবার চার মাস পরেই চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন। এটা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসবেই।

তখন কিন্তু তৃণমূল-বিরোধী শক্তি সুযোগ নেবার জন্য এগিয়ে আসবে। শুরু হবে আরেক ধরনের হাঙ্গামা।

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের মাওবাদীদের সম্পর্কে দুর্বলতা আছে অথবা তাঁরা সমস্যাটা জিইয়ে রাখতে চান। তাই ওড়িশায় রাহুল গান্ধীর সমাবেশে মাওবাদী নেতা থাকেন। আবার দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন— 'মাওবাদীরা তো আমাদের দেশের লোক।' এরপরও কি বুঝতে অসুবিধা হয় যে মাওবাদীদের বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস-নেতারা? কারণ এই মাওবাদীদের দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে হিন্দি বলয়ে উদীয়মান বিরোধী শক্তিকে জব্দ করার ছক নিয়ে এগোচ্ছেন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। তবে তাঁরা জানেন না যে তাঁদের খেলা ২০১৪-তেই শেষ হবে।

---

অন্য রকম

# সবার নিমন্ত্রণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** বসুধৈব কুটুম্বকম-এর আধুনিক সংস্করণ। দক্ষিণ ভারত দ্বার খুলেছে। আপনাকে যেতে হবে দয়াল মালিকের দেশে। সাধু দয়াল মালিক, বসুধৈব কুটুম্বকমের বর্তমান রূপ। কর্ণাটক রাজ্যের গাডাক জেলার মুলগান-এর খুব কাছেই সেই গ্রাম। দয়াল মালিকের ভক্তজনের বাড়ি। আধুনিকতম তীর্থস্থান। 'জগতের আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ। ধন্য হলো, ধন্য হলো মানবজীবন।' বাড়ি আছে, অথচ দরজা নেই। নিরাপত্তার এই সঙ্কটে এহেন বাড়াবাড়ি দৃশ্যকটু বলে মনে হলেও কিছু করার নেই। কারণ বিশ্বাসে মিলায়ে নিরাপত্তা, তর্কে বহুদূর। গ্রামবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস দয়াল সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ তাদের সঙ্গে রয়েছে, কোনও কিছু চুরি যাওয়া তাই অলীক কল্পনা। সেই কারণেই হাট করে খোলা জায়গায় রাখা হয় টিভি থেকে রেফ্রিজারেটর। ষাট বছর বয়সী এক গ্রামবাসীর বক্তব্য— "চল্লিশ বছর এই গ্রামে থাকার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, কোনওদিন কারুর কোনও জিনিস চুরি হতে দেখিনি।"

*দরজাহীন সাধু দয়াল মালিক গ্রাম।*

এতে অবশ্য বেজায় সমস্যায় পড়েছে মুলগান্দ থানা। কারণ থানার পুলিসবাহিনী একপ্রকার অকেজো হয়ে পড়েছে। থানার সাব-ইনসপেকটর চান্নাবাসাপ্পা বারকির বিস্মিত মন্তব্য, "বছরের পর বছর থানার ডকুমেন্টস ঘেঁটে দেখেছি, একটা চুরির অভিযোগও এখানে দায়ের করেনি কেউ।" অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, রাস্তার ওপর থেকেই বাড়ির মধ্যেকার যাবতীয় অস্থাবর সম্পদ অবলোকন করতে পারবেন আপনি। তস্করবিদ্যায় অপটু যে কেউ চাইলেই মুফতে পেতে পারেন অন্দরমহলের বহুমূল্য সামগ্রী। কিন্তু সেখানে দরজাহীন ভাবে বাস করা ষাটটি পরিবারের বক্তব্য, 'চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই, তবে পাবেন না।' কারণ আর কিছুই নয়, দয়াল স্বামীর আশীর্বাদ।

আজ থেকে প্রায় তিনশ' বছর আগে দয়াল মালিক প্রতিষ্ঠা করেন গ্রামখানি। সেই গ্রামের ষাট ঘর বাসিন্দার কাছে তিনি আজ পূজিত। জায়গাটা আদতে কর্ণাটকের হুবলি এলাকায়। নতুন করে অনেকগুলো ঘরও নির্মিত হয়েছে। রীতিমতো লাক্সারিয়াজ ঘরগুলো। তাতে সবই আছে কিন্তু দরজা নেই। সেই ঘরে সবার নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণে আপনাকে সাড়া দিতেই হবে। কারণ সেই নিমন্ত্রণ আন্তরিক আর উষ্ণ। দরজাহীন গ্রামে দয়াল মালিকের নিরাপত্তায় (ভরসায়) দিব্যি আছেন দয়াল মালিক গ্রামের বাসিন্দারা।

# অসম কি 'বৃহত্তর বাংলাদেশের' অঙ্গ হতে চলেছে?

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** উত্তর-পূর্বাঞ্চ লের সাতটি রাজ্য একটি স্বল্প পরিসর এলাকার মাধ্যমে অবশিষ্ট ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত। চলতি ভাষায় যাকে 'চিকেন নেক' বলা হয়। ওই সম্পূর্ণ এলাকাকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনা বেশ পুরনো। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশের এক মন্ত্রীও বলেছিলেন, তারা ইচ্ছে করলেই ভারতের সম্পূর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চ লকে কবজা করতে পারেন। তবে বাংলাদেশের মুসলিম নেতৃত্ব গুলি-বারুদ খরচ করতে চান না। তাঁরা বিনাযুদ্ধেই ভারতীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চ লকে নিয়ে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনা করেছেন। সেজন্য ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের শতছিদ্র ও ঢিলেঢালা নিরাপত্তার ফাঁকফোকর দিয়ে বাংলাদেশের একটা বিরাট সংখ্যক জনসংখ্যাকে (পড়ুন বাংলাদেশী মুসলমানদের) ভারতে নীরবে নিঃশব্দে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা যুদ্ধ নয়, ছায়াযুদ্ধ।

এই জনসংখ্যা পাচারের কাজটা অসমে শুরু হয়েছিল ইংরেজ শাসনাধীন ভারতেই। তখন বর্তমান বাংলাদেশ ও অসমকে একক রাজনৈতিক এলাকা হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। অসমীয়াদের মধ্যে স্বকীয়তা বজায় রাখা ও ব্যক্ত করার প্রবণতার অভাবও ছিল। আজকের অসমে 'অসমীয়া পরিচিতি' হারানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মুসলমানরা অনেক আগেই ঘোষণা করে রেখেছে— অসম বৃহত্তর বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এবং সেই গ্রেটার বাংলাদেশ বা বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনা হিসেবেই নিচ্ছে বললে ভুল হবে না। এটা খুবই দুঃখের যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ঢাকার ফাঁদে পা দিয়ে বাংলাদেশী মুসলমানদের ভারত সীমান্ত পার হতে একরকম সহযোগিতাই করছে। ওইসব বাংলাদেশীদের রেশন কার্ড, ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড, এমনকী জমির

*অসমে একটি বাংলাদেশী বসতি।*

পাট্টা-দলিল পেতেও অসুবিধা হয় না স্রেফ্ ভোটব্যাঙ্ক হওয়ার সুবাদে। ভোটের জন্য জাতীয় ও দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে কংগ্রেসীদের কোনও তুলনা নেই। ভোটব্যাঙ্ক-কেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে বাংলাদেশীদের অসমে ঢুকে খুশীমতো স্থানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে কোনওরকম অসুবিধাই হয় না। কেবল দলীয় কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হয়। রাতারাতি ভারতীয়

*বন্যার স্রোতের মতো বাংলাদেশীরা।*

বন্যার মতো বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং বরাক ভ্যালিতে। ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ভারতের ক্ষমতায় আসীন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বাংলাদেশী মুসলমানদের রেডিমেড ভোটব্যাঙ্ক হিসেবেই বরণ করে নেয় এবং এখনও তা হয়ে যাওয়াটা একপ্রকার জলভাত। দশকের পর দশক ধরে এই আত্মঘাতী অপকর্ম চলে আসছে। আর তা চলছে সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চ ল জুড়েই। একটি সংগঠিত সিণ্ডিকেট চক্র দারুণ সক্রিয়। ভারত সরকারের সক্রিয়তা তার ধারে-কাছে আসে না।

অসমের দুর্ভাগ্য বিগত মন্ত্রিসভায় রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি ছিলেন একজন মুসলমান। তিনি এবারও তরুণ গগৈ মন্ত্রিসভায় রয়েছেন। অভিযোগ তাঁর আমলে রাজ্যের পুলিশ বিভাগে ভালো সংখ্যায় বাংলাদেশী মুসলমানদের (ভারতীয় হয়ে যাওয়া) ঢোকানো হয়েছে ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। যাতে বাংলাদেশী মুসলমানদের জন্য সবরকম সাহায্য সহযোগিতা পেতে অসুবিধা না হয়। ওয়াকিবহাল মহলের মতে ক্বচিৎ এক-আধটা থানার সন্ধান মেলে আছে যেখানে একজনও বাংলাদেশী বা মুসলমান অফিসার নেই। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরেও একই অবস্থা। অনেক বিভাগেই উচ্চ পদে মুসলমানরা এসে পৌঁছে গেছে।

এসবের অর্থ অসমের পুলিশ বিভাগে একটি বাংলাদেশী চক্রের উপস্থিতি বলা যেতে পারে। যা এককথায় বিষফোঁড়ার সমান। এমনকী স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও এর ব্যতিক্রম নয়। যার নিহিতার্থ হলো জরুরী অবস্থায় ভারত সরকার অসম সরকারের কোনও বিভাগকেই বিশ্বাস করতে পারবে না। তখন সেনার উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

বর্তমানে অসমের প্রত্যন্ত অঞ্চ ল সহ এমন কোনও এলাকা বা অঞ্চ ল নেই যেখানে ভালো সংখ্যায় বাংলাদেশীদের উপস্থিতি নেই। ঢাকা চাইলেই যে কোনও সময় অসমকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। অসমে এই নিঃশব্দ আক্রমণ দেশভাগের অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। অনেকদিন আগেই হয়তো তাদের লক্ষ্যপূর্তি হয়ে গেছে। কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটা অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র। তাহলে কি ভেবে নিতে হবে নতুন দিল্লী এ ব্যাপারে সচেতন নয়? অবশ্যই সচেতন। তবে— অসমের ভবিষ্যতের জন্য তারা চিন্তিত নন, তারা বরং বাংলাদেশী ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখার জন্যই মাথা ঘামান। কারণ, সেটাই ক্ষমতায় আসা না আসা-কে নির্দ্ধারণ করে থাকে। নতুন দিল্লীকে একটাই সাবধানবাণী বলা যেতে পারে— 'অসম বর্তমানে হাতের বাইরে'। হয়তো এমন দিনও আসবে যে, একজন বাংলাদেশীই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর গদীতে। সেটা খুব বেশি দূরে নাও হতে পারে। বাংলাদেশীদের অসমকে কবজা করতে মাত্র পঞ্চ াশ বছর লেগেছে। একদিন হয়তো বা, অদূর ভবিষ্যতে আপনার নাতি-পুতিকে জোর-জবরদস্তি করে ইসলাম কবুল করানো হবে।

# কোকরাঝাড় জেলায় বোড়ো— মুসলমান সংঘর্ষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** কোকরাঝাড় জেলার হিন্দু বোড়ো ছাত্রদের (অল বোড়ো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন) সরাসরি আক্রমণ করল সংখ্যালঘু মুসলমানরা। ছাত্রনেতাদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে বোড়ো জনজাতি অধ্যুষিত কোকরাঝাড় জেলার ফকিরাগ্রাম থানার অধীন ফারুগুরা এবং সিমলাবাড়ি গ্রামে গত ৫ সেপ্টেম্বর।

আঘাত এতটাই গুরুতর যে, ছাত্রদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। মিলনবাজারে কোচ-রাজবংশীদের অন্তত কুড়িটি বাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছে মুসলমানরা। এঘটনা গত ২ সেপ্টেম্বরের।

বোড়ো ছাত্রসংস্থার সূত্রমতে, স্থানীয় জনজাতিদের জমি-জায়গা দখল করে সন্দেহভাজন বাংলাদেশীরা চাষ-আবাদ ও গাছপালা লাগানো শুরু করে দেয়। তারপর দুদিনের মধ্যেই প্রাচীর দেওয়া আরম্ভ করে। এছাড়া কোকরাঝাড় জেলার গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার (ডি আর ডি এ) অধীন উর্বর জমিও তারা দখল করতে থাকে। স্থানীয় জনজাতিরা বাধা দিতেই ধারালো হাতিয়ার নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করে। প্রাচীর তোলায় বাধা দিতেই সংখ্যালঘুরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। একথা জানিয়েছেন অল বোড়ো স্টুডেন্ট ইউনিয়নের কোকরাঝাড় আঞ্চ লিক কমিটির প্রধান সঞ্জয় বসুমাতারি।

আবসু (অল বোড়ো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন) নেতা দয়ারাম মুসাহারি এবং সঞ্জয় বসুমাতারি ছাড়াও অন্য দুজন গ্রামবাসীকে আহত অবস্থায় বিলাসীপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। শেষ খবর, আপাতত মুসলমানরা সরকারি বাগানের জমিতে প্রাচীর দেওয়া বন্ধ রেখেছে। তবে তারা বগরিবাড়ি থানার অন্তর্গত অনেক সরকারি ও রায়ত জমি জবরদখল করে নিয়েছে বলে জানা গেছে।

গতবছর কোকরাঝাড় জেলার বড়ো জনজাতিদের সঙ্গে বাংলাদেশী মুসলমানদের বা বাংলাদেশ আগত মুসলমানদের দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল। কিছু পত্র-পত্রিকায় মুসলিম বহুল এলাকায় পাকিস্তানী পতাকা তোলার খবর বের হয়েছিল। দাঙ্গা ব্যাপক আকার ধারণ করে। উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই ত্রাণ-শিবিরের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

# এক কোটি সংখ্যালঘুকে চাকরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়তেই সংখ্যালঘু তোষণে নেমে পড়ল কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার এবং তার বিভিন্ন শরিক দল। এজন্য অদক্ষ ও স্কুল-ছুট মুসলমান যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে নিয়োগ করা হবে। সাতবছর মেয়াদি এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত সূত্রে এখবর জানা গেছে। বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আগামীবছর পশ্চি মবঙ্গ, অসম সহ কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চি মবঙ্গ এবং অসমে মুসলমানদের সংখ্যা বেশ ভালো। এক কোটি মুসলমান (সংখ্যালঘু) যুবককে কাজ দেওয়া হবে। বিহার বিধানসভা নির্বাচন এবছরের অক্টোবর-নভেম্বরে দফায় দফায় হবে। পশ্চি মবঙ্গ ও অসমে ২০১১ সালে আর উত্তরপ্রদেশে ২০১২-তে বিধানসভা নির্বাচন।

সূত্রমতে ওই সব রাজ্যে ব্যাপকহারে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘুদের মধ্যে স্কুলছুট ও মাদ্রাসাছুটদের আধিক্য দেখা গেছে। রয়েছে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তর সাতবছরের মধ্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে অদক্ষ ও দারিদ্র্যসীমার (বি পি এল) নীচে বসবাসকারীদের কাজে নিযুক্ত করবে। আগামী আর্থিক বছর থেকে পরিকল্পনা কার্যকরী হবে। এজন্য মুক্ত বিদ্যালয়কেও ব্যবহার করা হবে। যাদের প্রথাগত চিরাচরিত শিক্ষা নেই তাদেরকে দশমাসের মধ্যে অষ্টম ও দশম মান উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে দশমাসের পাঠ্যসূচীর সুযোগ দেওয়া হবে। এছাড়া দু'মাসের অতিরিক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে।

এজন্য সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সলমন খুরশিদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সি পি যোশী। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিতে উপরোক্ত পাইলট প্রজেক্টের কাজ আগামী আর্থিক বছর থেকে আরম্ভ করা হবে বলে শ্রীযোশী জানিয়েছেন।

# মালদার প্রয়াত বংশীলাল সোনীর স্মরণসভা

**তরুণ কুমার পণ্ডিত ঃ মালদা ॥** গত ২৯ আগস্ট সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক প্রয়াত বংশীলাল সোনীর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিজেপি জেলা কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ ভবনে। সেই স্মরণ সভাতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক কার্যকর্তা, বিজেপি-র জেলা নেতৃত্ব ও প্রয়াত সোনীর মালদার পরিচিত লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের আর এক প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত। মালদা বিভাগ প্রচারক হিসাবে বংশীদা দীর্ঘদিন মালদা জেলায় সঙ্ঘ কাজ বৃদ্ধি ও সেবামূলক কাজের প্রসারে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। অনুষ্ঠানের সূচনাতে বিভাগ সঙ্ঘচালক সুব্রত কুণ্ডু বন্যার সময়ে বংশীদার নেতৃত্বে সেবা কাজের উল্লেখ করেন। ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ, অহিভূষণ সরকার ললিতমোহন শ্যামমোহিনী বিদ্যালয় তৈরীর পেছনে বংশীদার অবদান এবং বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি থেকে সাহায্য প্রদানের কথা

সকলের সামনে তুলে ধরেন। রাজেন লাহিড়ী বংশীদার প্রচারক থাকাকালীন এক বেলা না খেয়েও হাসিমুখে কাজ করার কথা যেমন বলেন, তেমনি কিভাবে সকলের অলক্ষ্যে বংশীদা কতজনের কত অভাব যে পূরণ করেছিলেন সে কথারও উল্লেখ করেন।

# কর্নাটকে আই এস আই-এর শিকড় আরও গভীরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** ইসলামিক সন্ত্রাসের শেকড় খুব গভীরে ছড়িয়ে পড়ছে কর্ণাটকে। বিচারপতি কাদম্বরী জগন্নাথ শেঠীর বিচার বিভাগীয় কমিশন জানিয়েছে, পাক গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিস ইনটেলিজেন্স (আই এস আই) ১৯৯১-এর শেষে এবং ১৯৯২ সালের প্রারম্ভে কর্ণাটকে শিকড় গাড়তে শুরু করে। এরপর দীর্ঘ প্রায় দু'দশকের উদাসীনতায় তা

এখন রীতিমতো জাঁকিয়ে বসেছে। কাদম্বরী কমিশনের রিপোর্টে এনিয়ে একটি পৃথক চ্যাপ্টার 'অর্গানাইজেশনস এলিমেন্টস রেসপনসিবল ফর ডিস্টারবেনসেস (ইন ভাটকাল)' পর্যন্ত রচিত হয়েছে। ওই চ্যাপ্টারেই আই এস আই নামাঙ্কিত শিরোনামে মন্তব্য করা হয়েছে, "কমিশনের সামনে আই এস আই সংক্রান্ত ব্যাপারে সমস্ত সাক্ষী যেসব তথ্যপ্রমাণ হাজির করেছে তাকে ভুয়ো বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে কমিশন মনে করছে আই এস আই তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ভাটকাল এলাকায় অশান্তি সৃষ্টির চক্রান্ত চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত, ১৯৯৬-৯৭ সাল নাগাদই বিচারপতি কাদম্বরী জগন্নাথ শেঠী কমিশন ২০০০ পাতার একটি প্রতিবেদন জমা দেয় রাজ্য-সরকারের কাছে। ইংরেজি সাপ্তাহিক 'অর্গানাইজারে'র কাছে ওই গোপন রিপোর্টের পুরো প্রতিলিপিটাই হস্তগত রয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, কর্ণাটক বিধানসভায় ওই রিপোর্টের কপি কিন্তু এখনও অবধি পেশ করেনি রাজ্যের পরবর্তী কোনও সরকারই।

কেন্দ্রীয় আবগারি দফতরের সহ-কমিশনার প্রসন্ন কুমারের বক্তব্য "পাকিস্তানের আই এস আই এজেন্টদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে ভাটকাল। তারা চাইছে ভাটকালে কাশ্মীরের ন্যায় পরিস্থিতির উদ্ভব করতে। যাতে করে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও বিপর্যস্ত করে দেওয়া যায়।" আরও একধাপ এগিয়ে তাঁর মন্তব্য, "আমার মতে, ভাটকালে বর্তমানে যে'কটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির পেছনে আই এস আই-এর প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে। পাকিস্তান চাইছে ভাটকাল থেকে সব হিন্দুকে উচ্ছেদ করে পাকিস্তানীদের সমস্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী অফিসগুলোতে বসিয়ে এখানকার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে।" গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের বাসিন্দা আব্দুল রেহমান ভাটকালে আই এস আই এজেন্টদের টাকা যোগাচ্ছে। ভাটকালে তৎকালীন শুল্ক দফতরের অতিরিক্ত কালেক্টর এল ডি আরোরা আই এস আই-এর কাজকর্মের বিষয়ে কিছু 'অথেন্টিক' তথ্য জোগাচ্ছিলেন। কিন্তু কোনও এক রহস্যজনক কারণে এলাহাবাদের কারওয়ারে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয় তাঁকে। তবে এ-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারই আগাগোড়া রহস্যাবৃত। সিনিয়র আই এ এস আধিকারিক প্রদীপ সিং কারোলার বক্তব্য, "জনৈক আই এস আই এজেন্ট মহম্মদ ফারুক উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হাতে মধ্যপ্রদেশের পূর্ব চম্পারণ থেকে গ্রেপ্তার হয়। জেরার মুখে সে স্বীকার করে কারওয়ার এবং ভাটকালে আই এস আই-এর সাম্প্রদায়িক কাজকর্মের সঙ্গে তার যোগ ছিল। ভাটকালের একটি মসজিদে এলাকার কুখ্যাত সমাজবিরোধী গুড্ডু মাখারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সে। উদ্দেশ্য ছিল এলাকাটিকে উত্তপ্ত করা।"

রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের সিনিয়র আধিকারিক শঙ্করের বক্তব্য, "আই এস আই ভাটকালের অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ মুসলিম গোষ্ঠী নাভাইয়াথস সম্প্রদায়ের মানুষজনকে তাদের এজেন্ট হিসেবে পাওয়ায় এবং এর সঙ্গে দাউদ ইব্রাহিমের লোকজন যোগ দেওয়ায় এখানকার পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারে। বিচারপতি শেঠীও তাঁর রিপোর্টে, আই এস আই অতি দ্রুত মুসলিম যুবকদের সংগঠিত করে সাম্প্রদায়িক হামলা বাধানোর চেষ্টা করছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি ভাটকাল এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে আর ডি এক্স ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। যেগুলি দাঙ্গা বাধানোর জন্যই যে জড়ো করা হয়েছিল তা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। শেঠী কমিশনের রিপোর্ট থেকে আরও জানা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম লায়নস টিম এবং টাইগার টিম নামক দু'টি সংগঠনের মাধ্যমে চলছে।

## সোহরাবউদ্দিন কাণ্ড

# সি বি আইকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর অভিযোগ এবার জোহরির

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** সোহরাবউদ্দিন শেখ এনকাউন্টার মামলার জল যত গড়াচ্ছে ততই স্পষ্ট হচ্ছে এই মামলায় সিবিআই যা করছে তাতে সত্যানুসন্ধানের লেশমাত্র নেই, রয়েছে গুজরাট সরকারকে অপদস্থ করার কূট রাজনৈতিক কৌশল। গত ৭ সেপ্টেম্বর আই পি এস অফিসার গীতা জোহরি এব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে সরাসরি সিবিআই-এর দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য— "সিবিআই তার রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই বেছে বেছে বিজেপি শাসিত গুজরাটের পুলিশ-আধিকারিকদের নিশানা করেছে। অথচ একই কারণে অভিযুক্ত অন্ধ্র-প্রদেশের সাত পুলিশ আধিকারিককে তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ক্ষেত্র থেকে পালানোর সবরকম বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে।" প্রসঙ্গত, এবছরের ১২ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি তরুণ চ্যাটার্জীর নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ -এর মাধ্যমে সোহরাবউদ্দিন এনকাউন্টার মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন। এনিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে রাজনৈতিক মহলে। পরে একথা প্রমাণও হয় যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি সি বি আই তদন্তের আদেশ দিয়েছিলেন। এবং পরবর্তীকালে সি বি আই তদন্তের নামে ঘটনার গতিপ্রকৃতি যেদিকে মোড় নিয়েছে তাতেও কংগ্রেসী প্রতিহিংসার স্পষ্ট গন্ধ রয়েছে। বর্তমানে একের পর এক ঘটনায় সি বি আই-কে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ-ই প্রমাণিত হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে জোহারি আরও বলেন, "গত ৪ মে সি বি আই যখন মামলার অভিযোগকারীকেই পাল্টা জেরা করে তখনই প্রমাণ হয়ে যায় সোহরাবউদ্দিন এনকাউন্টারের ঘটনাকে খুন (মার্ডার)-এর রূপ দিয়ে এর রাজনীতিকরণ করতে চাইছে তারা। চূড়ান্ত রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল বলেই হয়তো সিবিআই এই চক্রান্ত করেছিল।" জোহরি স্মরণ করিয়ে দেন, অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের সাত আধিকারিকের সক্রিয় সহযোগিতাতেই ২০০৫-এর নভেম্বরে হায়দরাবাদের মাটিতে গুজরাট পুলিশের ডি আই জি ডি জি বানজারা

*জোহরি*

সোহরাবউদ্দিনকে চিহ্নিত করতে সমর্থ হন। অথচ সোহরাবউদ্দিন এনকাউন্টার মামলায় সি বি আই কেবল বানজারাকেই প্রতিপক্ষ করেছে, কোনও অভিযোগই আনেনি অন্ধ্রের ওই সাত পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে যারা ওই এনকাউন্টারের জন্য দায়ী। সোহরাবউদ্দিনকে একজন সামান্য ব্যক্তি হিসেবে সি বি আই-এর সাজানোর চেষ্টাও ভেস্তে গেছে। কারণ তার সঙ্গে মৌলবাদী মুসলিম সংগঠনগুলোর একাধিক যোগাযোগের ঘটনা জনসমক্ষে এসেছে। এনিয়ে জোহরির দাবী, "সি বি আই ঘটনাটাকে এমনভাবে সাজিয়েছে যাতে মনে হয় অন্ধ্র পুলিশ আইনের শাসনের মধ্যে থেকেই সমগ্র সোহরাবউদ্দিন ঘটনাটির তদন্ত করেছে। কিন্তু গুজরাট পুলিশ (পুড়ুন ডি জি বানজারা) নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে সোহরাবউদ্দিনকে গুলি করেছে, দুর্ঘটনাবশত গুলিটা হাত থেকে বেরিয়ে যায়নি।" এই দাবির স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি, "সোহরাবউদ্দিন এনকাউন্টার মামলায় সিবিআই তদন্তের দেখভাল করতেন তৎকালীন হায়দরাবাদ পুলিশ কমিশনার বলিন্দর সিং। এতেই প্রমাণিত হয় অভিযোগ থেকে অন্ধ্র-পুলিশকে কেন মুক্তি দেওয়া হলো!" অমিত শাহ-কে গুজরাট সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলের চক্রান্তের সাম্প্রতিকতম শিকার হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর মন্তব্য, "সি বি আই তদন্তের মূল লক্ষ্যই হলো তৎকালীন বিজেপি শাসিত রাজস্থান এবং এখনও বিজেপি শাসিত গুজরাটের পুলিশকে কালিমালিপ্ত করে তাদের মনোবলকে ভেঙে দেওয়া। শুধু তাই নয়, সোহরাবউদ্দিন কাণ্ডে আসল দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে সি বি আই। এবং যেহেতু অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষমতায় রয়েছে কংগ্রেসের সরকার। তাই সে রাজ্যের পুলিশকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছে সিবিআই। সোহরাবউদ্দিন কাণ্ডে সিবিআই-কে কাজে লাগিয়ে তার পুরো ফয়দা তুললো কংগ্রেস।" প্রসঙ্গত, জোহারি ইতিমধ্যেই আট দফা এ টি আর (অ্যাকশান টেকেন রিপোর্ট) জমা দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টে। সেইসূত্রে তিনি বলছেন, অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের এক গুপ্তচর যিনি নকশালদের ব্যাপারে পুলিশকে তথ্য সরবরাহ করতেন সেই কালিমুদ্দিন ওরফে নিয়ামুদ্দিন আচমকাই উধাও হয়ে যান। পুরো সোহরাবউদ্দিনের ঘটনায় এহেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উধাও হয়ে যাওয়া নিয়ে জোহরির বক্তব্য, হায়দরাবাদ থেকে আমেদাবাদে টাটা সুমো করে আসার পথে অন্ধ্র-পুলিশের ওই সাত অভিযুক্ত আধিকারিকের সহযোগিতাতেই পালিয়ে যায় নিয়ামুদ্দিন। সুতরাং সিবিআই তদন্তের স্বপক্ষে সুপ্রিম কোর্টের যুক্তি 'বিভিন্ন প্রদেশের পুলিশের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করতেই দরকার সি বি আই-কে' যে আদপেই ধোপে টিকছে না তা জোহরির অভিযোগের পর প্রমাণিত।

# চার্চে নিগ্রহের ট্র্যাডিশন অব্যাহত

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** ১৬০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তক। নাম-'হেয়ার ইস দ্য হার্ট অফ্ এ প্রিস্ট।' লেখক কে পি শিবু কালাম পারামবিল। তবে এটাকে নিছক কোনও সাধারণ পুস্তক না বলে লেখকের যন্ত্রণাময় আত্মজীবনীই বলা ভাল। কারণ প্রাক্তন খৃস্টান পুরোহিত পারামবিল তার এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন ২৪ বছরের বঞ্চিত জীবনের গোপন কাহিনী।

১৩ বছর ধরে রোমান ক্যাথলিক যাজকদের শিক্ষাকেন্দ্রে যুক্ত থাকার পর, খৃস্টীয় নিয়মশৃঙ্খলার বেড়াজাল ভেঙে গত মার্চ মাসে দোহায় রওনা দেন ৩৯ বছরের পারামবিল। দোহায় একটি ভারতীয় স্কুলে শিক্ষকতা করার সুযোগও পান তিনি। কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি তার আত্মকাহিনী। স্কুলের অবসর সময় তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন নিজের বইলেখা ও ছাপানোর কাজে। ফলে সম্মুখীন হতে হয়েছে অনেক প্রতিকূলতারও। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন— "বইটি ছাপানোর সিদ্ধান্তে প্রবল বিরোধিতা করেছিল খৃষ্টীয় উপাসকমণ্ডলী।" এমনকী নিজের পরিবারের সহযোগিতাও তিনি এইসময় পাননি। খৃস্টীয় আইনের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন খৃস্টান পুরোহিতদের দিনের পর দিন যে শারীরিক নির্যাতন, অত্যাচার সইতে হয় তারই বাস্তব কাহিনী পারামবিল তুলে ধরেছেন তার পুস্তকে। এছাড়াও পুনার পাপাল সমাবেশে যে শারীরিক নিগ্রহের শিকার তাকে হতে হয়েছিল একথাও উল্লেখ করেন পারামবিল।

তবে শুধু পারামবিলই নন, এর আগে এনিয়ে সত্যকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন সিস্টার জেসমিও। ২০০৯ সালে তিনি তার বই আমেলে'র মাধ্যমে অভিযোগের আঙুল তোলেন কেরলের একটি চার্চের দিকে। তাকে যে শারীরিক নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছিল এ কথাও তিনি তার লেখায় প্রকাশ করেন।

গল্প

# অচলার বিদায়

**দেবাদিত্য চক্রবর্তী**

একদিন শেয়ালদা স্টেশনে পথচলতি মানুষরা দেখলো, এককোণে দেওয়ালের গায়ে এক বুড়ি বসে আছে। কেউ কেউ এক-আধটা পয়সা ছুড়ে দিতে লাগল বুড়িটার দিকে। সে তখন অবিরত চোখের জল ফেলে চলেছে।

এক-আধজন ভদ্রলোক আবার মন্তব্য করলেন, এরা যে কোথা থেকে এসে জোটে, স্টেশনটাকে নোংরা করে।

দু'দিন আগে—

ঝন্‌ঝন্ শব্দে কাপডিসগুলো আছড়ে পড়লো মেঝেতে। কি যে হয়েছে বিনোদিনী দেবীর। মাঝে মাঝে মাথাটা ঘুরে ওঠে। টাল সামলাতে পারেন না। প্রেসারটা বোধহয় ওঠা-নামা করছে।

পুত্রবধূ তুলসী হারে-রে-রে করে ছুটে এলো।

—মাগো, এত দামী কাপডিস সব ভেঙে ফেললেন আপনি?

—কি করবো বৌমা, মাথাটা হঠাৎ কেমন ঘুরে উঠলো, কিছু বুঝতে পারলাম না।

—এমনিতে বুঝবেন না, ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেব, তখন বুঝবেন, দু'বেলা খেতে না পেলে কেমন লাগে। উনি শুনলে তো লঙ্কাকাণ্ড করবেন।

—খোকাকে আমি বুঝিয়ে বলবো।

—থাক, আপনাকে আর বোঝাতে হবে না।

বিনোদিনী দেবী কাচের টুকরোগুলো তুলতে থাকেন, তুলসী ঝাঁঝিয়ে ওঠে, দেখবেন আবার হাত কাটবেন না, তাহলে আবার ডাক্তারের কাছে গচ্চা যাবে।

যদু ঘোষাল বাথরুমে দাঁত মাজতে মাজতে শুনতে পাচ্ছিলেন কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। হাত-মুখ ধুয়ে তিনি রান্নাঘরে এসে থ হয়ে গেলেন। সব শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। বিনোদিনী দেবীর চুলের মুঠি ঝাঁকিয়ে বললেন, পাজি বুড়ি। দু'বেলা অন্ন ধ্বংস করছে, এর ওপর আজ এটা কাল সেটা ভেঙে চুরে আমার পয়সাগুলো নষ্ট করছে।

বিনোদিনী দেবী কাতরাতে কাতরাতে বললেন, কি করছিস খোকা, তুই কি আমায় মেরে ফেলবি নাকি?

—মেরে ফেলতে পারলে তো ভালোই হোত। আপদ বিদেয় হোত।

তুলসী বলে উঠলো, আপদটাকে পৃথিবী থেকে না হয় অন্তত এই বাড়ি থেকে বিদেয় করো।

যদু ঘোষাল চেঁচিয়ে উঠলো, ঠিক বলেছ, এই হতচ্ছাড়িকে আর বাড়িতে রাখা যায় না। কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। যতোসব। এই বলে যদুবাবু ক্ষৌরকর্ম করতে আবার বাথরুমের দিকে পা বাড়ালেন।

রাত্রে তুলসী স্বামীকে বলছিল, বুড়িটাকে কোনও বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে এসো না?

যদুবাবু খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বললেন, কত খরচ জানো? গুপ্ত এ্যাণ্ড গুপ্ত কোম্পানীর কেরানীর চাকরিতে ওসব হয় না।

—কিন্তু আমি আর বুড়িটার সঙ্গে একসাথে থাকতে পারছি না।

যদু বলল, হ্যাঁ, কিছু তো একটা করতেই হবে। মাসে মাসে এত খরচ আর সামলানো যাচ্ছে না।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় বেশ ফুরফুরে মেজাজে বাড়ি ফিরলেন যদু ঘোষাল। নিত্যকার শাশুড়ি-বউয়ের ঝামেলা আর শুনতে হবে না। খরচও এক ধাক্কায় অনেক কমে গেল।

হাত-পা ধুয়ে চায়ের গেলাসে চুমুক দিলেন যদুবাবু। তুলসীকেও খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছে।

টিভিতে ভারত-ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে। খেলা দেখতে দেখতে ঘুমে ঢলে পড়লেন যদুবাবু।

ঘুমের মধ্যেই যেন তিনি দেখলেন, তার বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দরী মেয়ে। তার মাথায় সোনার মুকুট। হাতে সোনার ঝাঁপি। মেয়েটি অভিমানে, ঠোঁট ফুলিয়ে যেন বলল, আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলি? ঠিক আছে, আর কখনো তোর বাড়িতে থাকবো না। মেয়েটি ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

কয়েক মাস পরে—

শেয়ালদা স্টেশনে পথচলতি মানুষরা দেখল, এক কোণে ছেড়া-নোংরা জামাকাপড় পড়া এক দম্পতি বসে আছে, ভিক্ষার থালি হাতে নিয়ে।

কেউ কেউ এক-আধটা পয়সা ছুঁড়ে দিতে লাগল ওর দিকে।

এক-আধজন ভদ্রলোক আবার মন্তব্য করলেন, এরা যে কোথা থেকে এসে জোটে, স্টেশনটা নোংরা করে।

সাহিত্যের পাতা

# সিকিম, সুন্দরী সিকিম

**অমিতাভ মুখোপাধ্যায়**

আমাদের গন্তব্যস্থল পূর্ব হিমালয়ে অবস্থিত ভারতের ছোটরাজ্য সিকিম। যেখান থেকে আছে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চ নজঙঘা (২৮,২০৮ ফিট)। আছে ঘন জঙ্গলে ঢাকা পর্বত শ্রেণী। রঙবেরঙের রডোডেনড্রন ফুলে সাজানো প্রাকৃতিক ফুলের বাগান। বিস্ময় জাগানো ঝর্ণার উদ্দামনৃত্য আর পবিত্র লেক। রয়েছে লেপচা, ভুটিয়া ও নেপালীদের সুন্দর সহাবস্থান। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের যুগলমিলন। আছে যেমন বৌদ্ধ ধর্মের পতাকাবাহী বহু মনাস্ট্রী, তেমনি রয়েছে হিন্দু দেবদেবীর মন্দির।

৮ মে ২০১০ সকাল ৮টায় নিউজলপাইগুড়ি পৌঁছলাম দার্জিলিং মেলে। শিলিগুড়ি থেকে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক ১১৩ কিমি।

পরের দিন উত্তর সিকিমের গুরুদংমার লেক ও ইয়ামথাং ভ্যালী যাব বলে প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। পারমিট লাগে যাবার জন্য, তারজন্য চাই ভোটার পরিচয় পত্রের ফটোকপি ও দু'কপি করে ফটো। সাধারণত হোটেল থেকেই সব ব্যবস্থা করে দেয়। দু'রাত্রি তিনদিনের প্যাকেজট্যুর।

আমরা পাঁচজনেই একটা সুমো ভাড়া করেছি। আজ আমরা গ্যাংটক থেকে ১২৪ কিমি দূরে উত্তর সিকিমের পাহাড়ী জনপদ লাচেন পর্যন্ত যাব। পথের ধারে উঁচু পর্বতশ্রেণী ঘন জঙ্গলে ঢাকা আর অপর ধারে গভীর খাদ সৃষ্টি করে ছুটে চলেছে তিস্তা। পথের মাঝে এমনি একটা পাহাড়ী নদী পেরোছি লোহার ব্রীজের উপর দিয়ে, আমাদের গাড়ীর সারথি দয়া বলে ওঠে, দেখ দেখ এটা হলো বাগচ্ছা নদী, নেমে আসছে উপরের গ্লেসিয়ার থেকে। এভাবেই পেলাম গ্যাংটক থেকে ৩২ কিমি দূরে এক অপূর্ব ঝর্ণা। পাহাড়ের ঘন জঙ্গলের ভিতর থেকে সাতটা ধাপে দূরন্ত বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এটা হলো 'সেভেন সিসটার ওয়াটার ফল্‌স।' আমরা দাঁড়ালাম, দর্শন করলাম প্রকৃতির অপরূপ রূপকে।

পথ মধ্যেই পড়ল 'ডিচ্চু-জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। সারা রাস্তার ধারে ধারে দেখছি ১২/১৫ ফিট বাঁশের গায়ে দেড়ফিট চওড়া ও দশ-বারোফিট লম্বা লম্বা সাদা ও রঙিন কাপড়ের পতাকা লাগান। আর এধরনের পতাকা সারি দিয়ে মাঝে মাঝেই রয়েছে। দয়া শ্রীংশেরপা কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, এই পতাকাগুলি বৌদ্ধ দের ধর্মীয়ধবজা। মানুষের মঙ্গল কামনায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় লাগান হয়।

এগিয়ে চলেছি গ্যাংটক থেকে ১৫ কিমি দূরে চুংথাং-এর দিকে। চুংথাং-এ নদীর বুকে চলেছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ। এখানেই লাচুং নদী ও লাচেনচু নদীর সঙ্গম। আর এই দুই নদীর মিলনেই সৃষ্টি হয়েছে তিস্তা নদীর। রাস্তাও ভাগ হয়েছে দুইদিকে। আমরা বাঁদিকের রাস্তা ধরলাম লাচেন যাব বলে। এই লাচেন গ্রাম শীতকালে বরফে ঢাকা থাকে। এই গ্রামের পাহাড়ের মাথায় রয়েছে লাচেন মনাস্ট্রী আর এখান থেকে দেখা যায় পাহাড়ে ঘেরা এই গ্রামের অপূর্ব দৃশ্য। গ্রামে আসার পথেই পড়ে তরাম উষ্ণ প্রস্রবণ, চার কিমি হাঁটা পথে যেখানে পৌঁছতে হয়।

এবার আরও উপর দিকে উঠার পালা। লাচুং নদী মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে। দুপাশেই উঁচু পর্বত শ্রেণী ঘনজঙ্গলে ঢাকা।

*সেভেন সিস্টার ওয়াটার ফলস্।*

বড় বড় গাছ যেমন আকাশ ছুঁতে উপরের দিকে উঠে গেছে, তেমনি আবার পাদদেশে ছোটছোট ঝোপঝাড়, ফার্ন জাতীয় গাছ ইত্যাদি বিভিন্ন গাছের মেলা বসেছে পাহাড়জুড়ে। সবুজ আর সবুজ, আর মাঝের গিরিখাত দিয়ে বয়ে চলেছে নদী আপন বেগে পাগল পারা। সিকিম এবার সবুজের জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে।

সারা সিকিমে প্রকাশ্যে স্মোকিং নিষিদ্ধ, খৈনী খাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ এবং তা মেনেও চলেন সকলে। তবে হটড্রীংস সহজে মেলে। এখান থেকে ৯ কিমি দূরে গুরুদংমার লেক। প্রায় উপত্যকার উপর বোল্ডার দিয়ে তৈরি রাস্তা ধরে এগানো। চলার পথের বাঁদিকে পাহাড়ের অপরপারে চীনের বর্ডার। সীমা সুরক্ষা জোয়ানরা সদা তৎপর। উপরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় বাঙ্কার। এই দুর্গম জায়গায় এই জোয়ানরা দিনের পর দিন মাসের পর মাস মাতৃভূমির রক্ষার জন্য জীবনপাত করছেন। আমরা যারা শহর সভ্যতায় নিজের নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যস্ত, তারা এই জোয়ানদের স্বার্থত্যাগের কথা অনুভব করলে পারব না। মনে মনে এই জোয়ানদের আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানালাম।

অবশেষে পৌঁছলাম গুরুদংমার লেকের ধারে, আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্থানে। ১৭,১০০ ফিট উপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের লোকেরাই এই লেককে পবিত্র বলে মানে। এই লেক গুরু পদ্মসম্ভব-এর আশীর্বাদ ধন্য।

উপত্যাকা থেকে উপত্যকা পেরতে পেরতে ফুল দেখতে দেখতে ১১,৮০০ ফিট উপরে ইয়ামথাম ভ্যালিতে পৌঁছলাম। গ্যাংটক থেকে দূরত্ব ১৪০ কিমি। এখানে জলখাবারের পর্ব সারালাম। বেশ বড়

*(এরপর ১৪ পাতায়)*

**গল্প**

# কাঙ্গালিনীর পুজো

**ভবতোষ গোস্বামী**

গ্রামের একধারে ছাওয়ালী বুড়ির বাড়ি। তাকে বাড়ি না বলে ভিটে বলাই ভাল। বিঘে খানেক জমির উপর খড়ের ছাওয়া একটা কুঁড়ে, উঠানের একদিকে কাঁঠালগাছ, দু-তিনটে পেয়ারা গাছ। পিছন দিকে কয়েকটা কলা গাছ, উত্তর-পশ্চিম কোণে বাঁশঝাড়।

চার-পাঁচটা ছাগল আর তাদের বাচ্চা-কাচ্চা, নাতি-নাতনীদের নিয়ে বুড়ির এক বিরাট ছাগলের সংসার। এই ছাগলের সংসার থেকেই তার নাম ছাগ্ওয়ালী বুড়ি, অপভ্রংশে ছাওয়ালী বুড়ি হয়ে যায়। ছাওয়ালী বুড়ি বলতে একডাকে আশে-পাশের গ্রামের সকলে তাকে চিনত।

ছাওয়ালী বুড়ি বাল-বিধবা। সেই কোন কৈশোরে তার বিয়ে হয়েছিল তা ভাল করে তার মনেও পড়ে না। তারপর একে একে তার স্বামী, মা, বাবা, ভাই স্বর্গে গেল। শ্বশুর কুলেও তার আপনজন কেউ ছিল না, থাকলেও কেউ খোঁজ নিত না। ফলে যৌবনেই ছাওয়ালী বুড়ি সম্পূর্ণ নিঃসহায় ও একাকিনী হয়ে পড়েছিল। প্রথমদিকে লোকের বাড়ি বাড়ি কাজ করে পেট চালাত। প্রায় বছর চল্লিশ ধরে ছাগলের দুধ, ঝাড়ের বাঁশ বিক্রি করে আর মাঠে মাঠে ঘুঁটে কুড়িয়ে বুড়ির দিন ভালই যায়। অবশ্য তার প্রয়োজনও সামান্য।

ছাওয়ালী বুড়ির বয়েস যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু দেহে জরা স্পর্শ করেনি। বুড়ির বয়েস কত তা গ্রামের লোকেরা জানে না, হয়ত বুড়ি নিজেও জানে না। কেউ বলে পাঁচ কুড়ি, কেউ বলে ছয় কুড়ি। কারণ গ্রামের যারা বৃদ্ধ তারাও ছোটবেলা থেকে ছাওয়ালী বুড়িকে ঐরকমই দেখে আসছে। এর মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গিয়েছে। সারা ভারত জুড়ে শুরু হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন। সারা বিশ্বে আরও কত যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এই সকল ঘটনা ছাওয়ালী বুড়িকে স্পর্শ করেনি।

কিন্তু পরিবর্তন তার একটা হয়েছিল। অনেকদিন আগে মাখন-দোকানীর কাছ থেকে একটা ক্যালেণ্ডার চেয়ে এনেছিল। ঘরের মাঝখানটিতে মাটির দেওয়ালে পরম যত্নে সেটিকে টাঙিয়েছিল। তারিখের পাতাগুলো কবে ছিঁড়ে চলে গিয়েছে, কিন্তু ক্যালেণ্ডারে মা-কালীর পটটি রয়েছে জীবন্ত। অবসর সময়ে ঘরের মেঝেতে শুয়ে পটের দিকে তাকিয়ে সে ভাবত মায়ের কত ঐশ্বর্য, মাথায় সোনার মুকুট, গলায় অনেকগুলি মুক্তোর মালা, হাতে কত গহনা। ধীরে ধীরে মা-কালীও তার ছাগলগুলোর মত আপনজন হয়ে গিয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে মায়ের হাসি মুখটি না দেখলে তার মন ভরত না। সন্ধ্যাবেলায় আপন স্বর্গত কন্যার মতো পরম আদরে পটে সন্ধ্যা প্রদীপ দেখাত।

ছাওয়ালী বুড়ি উঠত খুব ভোরে। প্রতিদিনের অভ্যাস ছাগলগুলোকে বাইরে এনে কাঁঠাল গাছতলায় খুঁটির সাথে বাঁধত। তারপর ঘর-উঠান ঝাড় দিয়ে লেপা-পোছার কাজ সেরে নদীতে স্নান করতে যেত। গ্রামের পাশ দিয়ে যে নদীটি গিয়েছে, সেটি বেশ চওড়া। দুই পাশে বালির চড়, মাঝখানের স্রোতধারাটিও বেশ চওড়া। কিন্তু চৈত্র-বৈশাখ মাসে হাঁটু জলের বেশী থাকে না।

গ্রামের লোকেরা নদীর মাঝখানে পা দিয়ে বালি কেটে স্নানের জন্য পুকুর করে নেয়। স্নানের ঘাটে এমনি একটা পুকুর ছেলেদের জন্যে, পাশে একটু দূরে মেয়েদের জন্যে। ছাওয়ালী বুড়ি মেয়েদের পুকুরে স্নান করে না। কারণ গ্রামের বৌ-ঝি'রা তার দুর্ভাগ্য নিয়ে আকারে ইঙ্গিতে কটাক্ষ করে। এই ইঙ্গিত ছাওয়ালী বুড়ি বোঝে— তার তুলনায় তারা যে সৌভাগ্যবতী, অনেক পুণ্যবতী এটা প্রচারের উদ্দেশ্যেই জনান্তিকে এই কটাক্ষ। তাই মেয়েদের পুকুর থেকে অনেকটা দূরে সে স্নানের জন্য নিজের পুকুর নিজেই কেটে নেয়। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে ছেলে-ছোকরাদের মতো পা দিয়ে বালি সরাতে মজাও লাগে, তবে বেশ পরিশ্রম হয়।

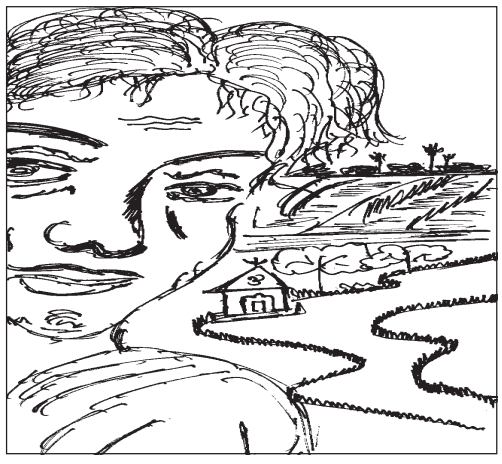

এমনি একদিন নদীর বুকে বালি সরাতে গিয়ে তার পায়ে কী যেন ঠেকল। তুলে দেখে নিকষ কালো পাথরের তৈরী মূর্তি, ঠিক যেমনটি তার ঘরের পটে আছে। পরম যত্নে মূর্তিটিকে বুকে করে ঘরে ফিরল।

আজ বুড়ির আনন্দ আর ধরে না। পাঁচুবাবুর কাছ থেকে দুটো ইট চেয়ে আনল। দেওয়াল ঘেঁষে পটের নীচে ইঁট দুটো পেতে তার উপর মাটি দিয়ে লেপে সুন্দর একটা বেদী তৈরি করে ফেলল। বেদীর উপর কলাপাতায় মূর্তিটাকে বসাল। গভীর মনোযোগ দিয়ে মূর্তিটিকে দেখতে থাকে। একবার মূর্তিটিকে দেখে আরেক বার পটের দিকে তাকায়। দুটো যেন একই রকম, যেন যমজ বোন। আনন্দে তার চোখে জল আসে। মায়ের কি কৃপা, নিজে এসেছে এই হতভাগিনীর ঘরে।

কিন্তু মায়ের তো পূজা দিতে হবে। বেলা এক প্রহর গড়িয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি ফুল তুলল, খুঁজে খুঁজে গাছ থেকে কয়েকটা পেয়ারা পাড়ল। দু-পয়সার বাতাসা কিনে আনল। কলার পাতায় নৈবেদ্য সাজিয়ে ঘরের শিকল তোলে চক্রবর্তী ঠাকুরকে ডাকতে গেল।

তারক চক্রবর্তী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ। বিষয়ী লোক, জমি-জমা ভালই আছে। তদুপরি জমিদারী সেরেস্তায় খাজাঞ্চি র কাজ করেন। গৃহে ঁতারামায়ের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। চক্রবর্তী মশায় তখন পূজো শেষে মায়ের স্তব পাঠ করছেন। পূজো শেষে প্রসাদের থালা হাতে বাইরে এসে ছাওয়ালী বুড়িকে দেখে প্রসাদ দিতে গেলেন। অন্যদিনের মতো বুড়ি দুহাত পেতে প্রসাদ নিতে এগিয়ে এলো না। চক্রবর্তী মশায় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলেন।

ছাওয়ালী বুড়ি একগাল হেসে অনুনয়ের সুরে বলে— "দাদাঠাকুর! আমার পূজাটা সেরে দিতে হবে যে।" চক্রবর্তী মশায়ের বিস্ময়ের ঘোর লাগে। চোখ কপালে তুলে বলেন— "পুজো! তোর আবার পুজো কিরে? কখনও তো শুনিনি।" ছাওয়ালী বুড়ি তেমনি ভাবেই মায়ের আগমনের আনুপূর্বিক ঘটনা সবিস্তারে বলে। নিতান্ত কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে ঘন্টা, কোষাকোষি সমেত পুষ্পপাত্র নিয়ে বুড়ির কুঁড়েতে এলেন। দেখে তো চক্রবর্তী মশায়ের চক্ষুস্থির। ঘরের মেঝেতে মাটির বেদিতে কলাপাতার উপর অষ্টধাতু নির্মিত মহামূল্য মা-তারার চতুর্ভুজা মূর্তি। মূর্তির গঠন শৈলী, তার কারুকাজ, দীপ্তি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। চক্রবর্তী মশায় একদৃষ্টিতে মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলতে লাগলেন— "মা! একি তোর অবিচার? আমি রোজ সকাল সন্ধ্যায় পূজা করি, সহস্রবার জপ করি, বৎসরান্তে হোম করি। আর তুই কিনা আমাকে বাদ দিয়ে এই ঘুঁটে কুড়েনীর ঘরে এলি।"

কিন্তু প্রকাশ্যে বললেন—"জানিস! এই মূর্তির অনেক দাম, মহামূল্যবান। তুই এই ভাঙ্গা ঘরে এই মূর্তি রাখবি কেমন করে? চোর-ডাকাতে নিয়ে যাবে না? তার চেয়ে তুই এই মূর্তি আমায় দিয়ে দে, শাস্ত্র মতে মায়ের পূজা করি। তোর যখন মন চাইবে মাকে দেখে আসিস। তুই কি পারবি সকাল-সন্ধ্যায় মায়ের পূজা দিতে?"

কিন্তু ছাওয়ালী বুড়ি নাছোড়বান্দা। সে মিনতি করে দৃঢ় স্বরে বলে— মায়ের পূজার ব্যবস্থা মাই করবে। নিজে জেনে-শুনেই মা আমার ঘরে এসেছেন। আমি জীবন থাকতে মাকে ঘরের বার করতে পারব না।" অগত্যা চক্রবর্তী মশায় কলাপাতার উপরেই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন, পেয়ারা-বাতাসা দিয়েই পূজা সারেন। তারপর প্রতিদিনের মতো আহারাদি সেরে সেরেস্তায় যায়।

জমিদার যামিনী রঞ্জন সাহা মামলায় জেরবার। একটা তালুক বাঁচাতে গিয়ে তার পুরো জমিদারীটাই লাটে ওঠার উপক্রম। চক্রবর্তী মশায় আনুপূর্বিক ঘটনাটি জমিদারের কানে তোলেন। তিনি আরও বলেন—"বিগ্রহটি জাগ্রতা, সাক্ষাৎ মা-তারা।"

জমিদার মহাশয়ের মনে হলো বিগ্রহটিকে নিজগৃহে প্রতিষ্ঠা করলে তিনি সকল বিপদ থেকে উদ্ধার পাবেন। সেই মতো তিনি চক্রবর্তী মশায়কে হুকুম দিলেন আর সঙ্গে দিলেন দুইজন লাঠিধারী পাইক। সন্ধ্যার সময় চক্রবর্তী মশায় বুড়ির ঘরে এসে জমিদারের হুকুমে শোনালেন। কর্তাবাবু বলেছেন— "যেহেতু নদী তারই সম্পত্তি এবং যেহেতু তুই বিগ্রহটিকে নদীতেই পেয়েছিস, সুতরাং বিগ্রহটির আইনতঃ মালিকানা কর্তাবাবুর। তাই বিগ্রহটি নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে।"

ছাওয়ালী বুড়ি অতশত আইন বোঝে না। সে চক্রবর্তী মশায়ের পা জড়িয়ে ধরে অসহায় ভাবে কাঁদতে থাকে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জমিদারের ভয়ে চক্রবর্তী মশায় বিগ্রহটিকে কোলে তুলে নেন। পাইকেরা বুড়িকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। বুড়ি মেঝেতে উপুড় হয়ে কাঁদতে থাকে। একসময় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালবেলায় বুড়ি দেখল এক অভাবনীয় দৃশ্য। চক্রবর্তী মশায় বিগ্রহটিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। সাথে জমিদারবাবু স্বয়ং। জমিদারবাবু করজোড়ে বুড়ির কাছে ক্ষমা চাইছেন। ছাওয়ালী বুড়ি সঙ্কোচে মরে যায়। জমিদার বাবু তেমনি হাত জোড় করে অনুতাপের সুরে বললেন— "আমি মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়েছি। মায়ের ইচ্ছে তোর ঘরেই যেন তার প্রতিষ্ঠা হয়। আমি মায়ের পূজার সবকিছু নিয়ে এসেছি। তুই তাড়াতাড়ি যোগাড়-যত্ন কর। আজই মায়ের প্রতিষ্ঠা হবে।"

সেদিন মঙ্গলবার, বৈশাখী অমাবস্যা। জমিদারবাবু স্বয়ং গলবস্ত্রে দাঁড়িয়ে থেকে চক্রবর্তী মশায়কে দিয়ে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করলেন। গ্রামের সকলে বুড়ির ভিটাতে পেট ভরে প্রসাদ পেল। তিনি চক্রবর্তী মশায়-কে সকাল-সন্ধ্যায় পূজার দায়িত্ব দিলেন। এজন্য চক্রবর্তী মশায়কে বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থাও করে দিলেন।

পক্ষকালের মধ্যেই জমিদারবাবু অতি আশ্চর্যজনক ভাবে মামলায় জিতলেন। আদালতের রায়ে তিনি তালুকটি শুধু ফিরেই পেলেন না, মামলার খরচ স্বরূপ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পেলেন। তিনি সেই হাজার টাকা দিয়ে বুড়ির ঘরটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই তার চারদিকে গড়ে দিলেন এক সুন্দর মন্দির। একান্ন বিঘা জমি বিগ্রহের নামে দেবোত্তর করে দিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই বিগ্রহের মহিমা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে বিগ্রহটি ছাওয়ালীর কালী নামে খ্যাত হলো। পরে বিগ্রহের নাম অনুসারে গ্রামের নামও হয়ে গেল ছাওয়ালী গ্রাম।

ছাওয়ালী বুড়ি আর নেই, তার কুঁড়েটিও আজ আর নেই। তবুও টাঙ্গাইলে বিখ্যাত হয়ে আছে ছাওয়ালী কালী আর ছাওয়ালীর মেলা। এখনও বৈশাখী অমাবস্যাতে ঘটা করে হয় তাঁর পুজো। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে পুজো দিয়ে যায়। পুজো উপলক্ষে বসে সাতদিন ধরে বিরাট মেলা।

# সাংসদদের আচার-আচরণ

গণতান্ত্রিক দেশে সংবিধানের নির্দেশে দেশের নাগরিকরা প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে আইনসভায় পাঠায়। নির্দিষ্ট মেয়াদে এইসব প্রতিনিধিরা আইনসভায় থাকেন। ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম নয়। সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সংসদের দুই সভায় এবং পশ্চিম বঙ্গ বিধানসভায় সদস্যদের, বিশেষ করে বিরোধী সদস্যদের আচার-আচরণ যে পর্যায়ে চলে গেছে, সেই নিয়ে দু-চার কথা বলছি।

আইনসভার সদস্যদের সবচেয়ে জরুরী দায়িত্ব সরকারী বিলের সমালোচনা। উদ্দিষ্ট বিলের তথ্যগত ও আইনগত তাৎপর্য তুলে ধরাই সদস্যদের মূল দায়িত্ব। কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইনসভার দুই কক্ষে কিংবা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সদস্যদের এই কর্তব্য পালন করতে দেখা যায়নি। তাঁরা তাঁদের আসন থেকে কিংবা ভ্রন্দপ্তপ্ত-এ নেমে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, প্রয়োজনীয় কাগজপত্তর ছিঁড়ে ফেলেন এবং অনেক সময় সভার পরিচালককে কটু কথা বলেন। এক্ষেত্রে আবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা অনন্য। এখানে সরকার পক্ষের কিংবা সভার পরিচালকের কোনও সিদ্ধান্ত মনোমত না-হলেই বিরোধীপক্ষ সভাকক্ষ থেকে হৈ-হৈ করে বেরিয়ে যান। তাঁদের এই বিসদৃশ আচরণ যাঁদের তারা প্রতিনিধি, তাঁদের কথা এইসব কক্ষত্যাগী সদস্যরা মুহূর্তের জন্যে ভাবেন বলে মনে হয় না! ফলে সভায় সরকারী বক্তব্যই আমরা জানতে পারি। উদ্দিষ্ট বিলটির ওপর ব্যাপক আলোচনা হলে, বিষয়টি সম্বন্ধে একটি সর্বজনগ্রাহ্য জনমত গড়ে উঠতে পারতো। কিন্তু বাস্তবে সেটি না-হওয়ায় আইন প্রণয়নের একটি মহৎ উদ্দেশ্য তার যথার্থ রূপ পাচ্ছে না! গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এটি একটি বিরাট ক্ষতি। দেশহিতব্রতী প্রকৃত সকল গণতান্ত্রিক মানুষের এই দিক্‌টা দেখে প্রতিবিধানের কথা ভাবা দরকার।

স্বাধীনতার পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভা কিংবা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভার চিত্র আমাদের অনেকের জানা থাকবার কথা নয়! কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতে বঙ্গীয় আইন সভায় যুক্তিজাল, তথ্য বিন্যাস ও বাকপটুতায় শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, সোমনাথ লাহিড়ী, হেমন্ত বসু, সুধীর রায়চৌধুরী, কাশীকান্ত মৈত্র, রাখহরি চট্টোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র চন্দ প্রমুখের নাম বারেবারে মনে পড়ে। তেমনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় দুই কক্ষের সাংসদদের মধ্যে যাঁদের নাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে পড়ে, তাঁরা হলেন ভারত-কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এন. সি. চ্যাটার্জি, ভূপেশ গুপ্ত, হীরেন মুখার্জী, আচার্য জে. বি. কৃপালনী, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ। রামমনোহর লোহিয়া উত্থাপিত 'তিন আনা পনের আনা' বিতর্ক আজও ভারতীয় পার্লামেন্টে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এঁদের ও অন্যান্য অলিখিত আইনসভার প্রতিনিধিদের কথা মনে করে বর্তমান আইনসভার সদস্যরা কি রাজ্যে কিংবা কেন্দ্রে সংযত, মার্জিত আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে আইনসভাকে পূর্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করুন—এই বিনীত আবেদন ও দাবী প্রকৃত গণতন্ত্রপ্রিয় ও দেশভক্ত সকল মানুষজনের।

—রণজিৎ সিংহ, কলকাতা-৩৬।

# চীনের মতলব

ধূর্ত লাল চীন ক্রমশই ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে। আমাদের দেশের কম্যুনিস্ট বন্ধুরা এ বিষয়ে কোনও প্রতিবাদ করছে না। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত চীনাবাহিনী এই পাক অধিকৃত আজাদ কাশ্মীরে ঘাঁটি তৈরি করেছে। গিলগিট ও বালটিস্তান এখন পুরোপুরি চীনাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মনে হচ্ছে, এই অঞ্চ লগুলি যেন চীনের অঙ্গরাজ্য হয়ে গিয়েছে।

১৯৬২ সালে এদেশের কম্যুনিস্টরা বলেছিল, "চীন ভারত আক্রমণ করেনি, ভারতই চীনকে আক্রমণ করেছে।" সেই চীনপন্থী মার্কসবাদীরা এই পশ্চিমবঙ্গে ৩৩ বছর রাজত্ব করছে। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য নয় কি? দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদীদের এখানে জায়গা নেই কেন? হাজার হাজার বর্গমাইল এলাকা দখল করে চীনারা আরও এগিয়ে আসতে চাইছে। এখন লালফৌজ পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ভিতরে। আমাদের চিরশত্রু পাকিস্তান এ বিষয়ে চীনকে খোলাখুলি মদত দিচ্ছে।

পাকিস্তানের অধিকৃত কাশ্মীরের এই দুই অঞ্চ লে স্থানীয় জঙ্গিদের প্রবল দাপট রয়েছে। পাকিস্তানের শাসকরা কোনওদিন এদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। এখন আমরা দেখছি, চাইনিজ পিপলস লিবারেশন আর্মি বা লালফৌজকে আস্তানা গাড়তে ওই জঙ্গিরাই মদত জুগিয়ে যাচ্ছে। স্থানগত বিচারে গিলগিট ও বালটিস্তানের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই এলাকা কব্জা করতে পারলে খুব সহজেই পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে উপসাগরীয় দেশগুলিতে চীন পৌঁছে যাবে। সেজন্য বেজিং বিদেশী ভূমিতেই নিজের উদ্যোগে দ্রুতগামী রেল ও সড়ক পথের যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করছে।

নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের ব্যাখ্যা গিলগিট ও বালটিস্তান কব্জায় রেখে আসলে চীনের শাসকরা ভারতীয় জম্মু ও কাশ্মীরেরও দখল নিতে চাইছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কৃতকর্মের ফল আমরা ভারতবাসীরা ভোগ করছি। আর ক্ষতি যাতে না হয় তা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং দেখবেন কি?

—সৌমেন চক্রবর্তী, হাওড়া।

# পরিবারতন্ত্র

বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং হলেও নেপথ্যে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর হাতেই রয়েছে সরকার চালানোর চাবিকাঠি। আবার ভবিষ্যতে সোনিয়াপুত্র রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাবার প্রস্তুতি চলছে কংগ্রেসের অন্দরমহলে। অর্থাৎ স্বাধীনতার পর জওহরলাল নেহরুর মাধ্যমে এদেশে যে পরিবারতান্ত্রিক শাসনের সূচনা হয়েছিল বর্তমানেও তা বজায় রাখতে সচেষ্ট কংগ্রেস দল। যেন ভারতের গণতন্ত্র রক্ষার্থে নেহরু পরিবারের অবদান ভোলার নয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদী মানসিকতার কতটুকু পরিচয় পাওয়া যায় এই নেহরু পরিবারের মধ্যে? ভুললে চলবে না দেশভাগের চক্রান্ত, কাশ্মীর সমস্যা তৈরী, সর্বোপরি এদেশে মুসলমানদের বাড়বাড়ন্ত নেহরু গান্ধী পরিবারের অবদান। আসলে এই পরিবারের সদস্যদের ভারতীয় ধর্ম, ঐতিহ্য, আদর্শ তথা সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মবোধের মানসিকতা নেই। এতে আশ্চ র্য হওয়ারও কথা নয়। কারণ কংগ্রেসের সৃষ্টিই তো খৃস্টানদের হাতে। নেহরু কন্যা ইন্দিরা যখন ফিরোজ খাঁনের ঘরণী তখন মুসলিম প্রীতির মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। তাই হিন্দুত্ব বিরোধিতা ও শিখ বিদ্বেষ তাদের বংশগত। আবার রামমন্দির নির্মাণে হিন্দুদের ভাবাবেগ বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না গান্ধী পরিবারের সদস্যদের অন্তরে। এছাড়াও ইন্দিরা তনয় রাজীব গান্ধীর ঘরণী সোনিয়া একজন খৃস্টান তথা ইতালীয় বংশোদ্ভুত মহিলা। এদেশের নাগরিকত্ব নিতেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তিনি। এ রকম 'বিদেশিনী' একজন নেত্রীকে বকলমে দেশ চালানোর দায়িত্ব দেওয়ার অর্থ পরোক্ষে এদেশেরই বিপদ ডেকে আনা নয় কি? কারণ এর ফলে ভারতের অনেক গোপন তথ্য বিদেশে ফাঁস হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

একটা জাতীয় দল ও দেশের নিয়ন্ত্রণের ভার কি গান্ধী পরিবারের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকবে? তাতে ভারতের গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব কতটা সুরক্ষিত থাকে? সর্বোপরি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় থাকে কি? তাই পরিবারতান্ত্রিক শাসনের অবসান দরকার। ভারতের মতো মহান্ দেশের মস্‌নদে বসার যোগ্যতম ব্যক্তিকে মহান্ নাগরিক হওয়াও বাঞ্ছনীয়। যিনি নিয়ন্ত্রিত হবেন কোনও জাতীয়তাবাদী দলের দ্বারা। তবেই ভারত পরম বৈভবশালী হবে, 'জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'— নচেৎ নয়।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

# তোষণের প্রতিযোগিতা

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা রোড রেল স্টেশনের লাগোয়া একটি স্থানে জনৈক কাঠ ব্যবসায়ী গোডাউন বানিয়েছিলেন। ওখানে তিনি একটি টিনের চালায় বীর হনুমান ও গণেশের মূর্তি স্থাপন করে পুজো করতেন। ব্যবসা বন্ধ করে উনি চলে যান। পরিত্যক্ত মন্দির ও মূর্তি সংস্কার করে স্থানীয় হিন্দুরা এবছর অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে পূজার্চনা, ভজন-কীর্তন, হনুমানচালিশা পাঠ ও প্রসাদ বিতরণ করে আসছেন। এটা মে মাসের ঘটনা। জায়গাটা রেলের।

এতে শঙ্কিত হয় শাসক ও বিরোধী দল। তাদের উস্কানিতে পাশেই রাতারাতি মাজার তৈরি করে মুসলমানদের দিয়ে নমাজ পড়া শুরু হয়ে যায়। হিন্দুরা আপত্তি জানায়, প্রতিবাদ করে। পুলিশ এসে ১৭ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে। এদের বেশির ভাগই অবাঙালি এবং বজরংবলী হনুমানের ভক্ত। দু'দিন হাজতবাস করিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। আবারও আগস্ট মাসে গণ্ডগোল হয়। আবার ১৬ জন হিন্দু গ্রেপ্তার। তাদেরকে বিভিন্ন ধারায় কেস দেওয়া হয়েছে। জামিন হলেও এলাকা থমথমে। আগে ওখানে কখনও কোনও মজার ছিল না বা নমাজ পড়া হোত না। সামনে ভোট। অতএব মুসলমান তোষণের প্রতিযোগিতা। ভোটের সময় হিন্দুদেরও ভেবে দেখতে হবে।

—রবি ঘোষ, গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

# মজনুর কবিতা

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, July 1925 সংখ্যাতে Rev. J. N. Farguhar, M.A., D. Litt., (oxon) একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

প্রবন্ধটির একাংশের বঙ্গানুবাদ এরূপ ঃ

'খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে হাজার হাজার মুসলমান ফকির অস্ত্র-শস্ত্রে বলিয়ান হয়ে নবাব-বাদশার পক্ষে লড়াই করত। যখন যুদ্ধ থাকত না, তখন তারা খাঁটি মুসলমান-এর কর্তব্য হিসাবে হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে আক্রমণ করত। ফকির হিসাবে তারা মুসিলম প্রশাসন থেকে পেত আশ্রয়-প্রশ্রয়। কিন্তু আক্রান্ত সাধু-সন্তকে নিবারণ করা হোত কিছু করতে, বলা হোত যে অহিংসা-ব্রতে দীক্ষিত সন্ন্যাসীদের এসব শোভা পায় না।

মধুসূদন সরস্বতী তখন কাশীবাসী, তিনি আর সহ্য করতে না পেরে আকবর-এর নিকট যান; সে-সময় বীরবল সভায় উপস্থিত ছিলেন। বীরবল পরামর্শ দেন যে, সন্ন্যাসীর আশ্রমে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রকে বেশী করে দীক্ষা দিয়ে, হাতে হাতিয়ার দিন।'

ইংরেজদের হাতে নবাবী শাসনের অবসান দেখে ক্ষিপ্ত ফকির সম্প্রদায় লুঠের পথ বেছে নিল। মাদারী সম্প্রদায়, বুরহান সম্প্রদায় উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্যাপক অত্যাচার চালিয়েছিল। এমনই এক ডাকাত-সর্দার হলো মজনু ফকির (আঃ ১৭২০-১৭৮৭ খৃঃ)। পল্লী কবি পঞ্চ ানন দাসের বিরচিত (১৮১৩ খৃঃ) কবিতায় তা ফুটে উঠেছে।

## APPENDIX

শুন সভে এক ভাবে নৌতুন রচনা।
বাঙলা নাশের হেতু মজনু বারনা॥
কালান্তক যম বেটাক্ কে বলে ফকির।
যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির॥
সাহেব সুভার মত চলন সুঠাম।
আগে চলে ঝাণ্ডা বাণ ঝাউল নিশান॥
উঠ্ গাধা ঘোড়া হাতী কত বোগদা সঙ্গতি।
জোগান তেলেঙ্গা সাজ দেখিতে ভয় অতি॥
চৌদিকে ঘোড়ার সাজ তীর বরকন্দাজি।
মজনু তাজির পর যেন মরদ গাজি॥
দল বল দেখিয়া সব আক্কেল হৈল গুম।
থাকিতে এক রোজের পথ পড়্যা গেল ধুম॥
বড়ই দুখিত হৈল পলাইব কোথা।
মন দিয়া শুন সভে লোকের অবস্থা॥
যে দিন যেখানে যায়া করেন আখড়া।
একেবারে শতাধিক বন্দুকের দেহড়া॥
সহজে বাঙ্গালী লোক অবশ্য ভাগুয়া।
আসামী ধরিতে ফরিক যায় পাড়া পাড়া॥
ফকির আইল বলি গ্রামে পৈল হুড়।
গাছুয়া বেপারী পলায় গাছে ছাড়্যা গুড়॥
নারী লোক না বান্দে চুল না পরে কাপড়।
সর্বস্ব ঘরে থুয়া পাথারে দেয় নড়॥
হালুয়া ছাড়িয়া পলায় লাঙ্গল জোয়াল।
পোয়াতি পলায় ছাড়ি কোলের ছাওাল॥
বড় মনুষ্যের নারী পলায় সঙ্গে লয়া দাসী।
জটার মধ্যে ধন লয়া পলায় সন্ন্যাসী॥
থাল, লোটা লইল না পাইল উদ্দিশ।
টাকার নালচে চিরে শিওরের বালিশ॥
আল্‌দা মাটি দেখি ফকির করে পোচ পেচ।
টাকার লাগি যে মারে বাক্সর খোট॥
মহাজনের সিন্দুক কাড়ি টাকা লইল ঝাড়া।
আগে লুটে বাঁড়ী ঘর পাছে আড়াপাড়া॥
ভাল মানুষের কুলবধূ জঙ্গলে পলায়।
লুটুরা ফকির যত পাছে পাছে ধায়॥
যদি আসি লাগ পাস জঙ্গল ভিতর।
বাজে আসি ধরে যেন লোটন তৈতর॥
বসন কাড়িয়া লয় চাহে আলিঙ্গন।
যুবতি কাকুতি করি কি বলে বচন॥
দন্তে কুটা করি বাপু ধরি হাত পাও।
অতিথ ফকির তোমরা দুনিয়ার বাপ মাও॥
ফকির হইয়া কর ছাগলের কাজ।
পরিণামে দুঃখ পাবা ঈশ্বর সমাঝ॥
সুজন ফকির হয়ে শুনি হস্ত দেয় কাণে।
অধম ফকির হাত বাড়ায় যৌবনে॥
পরিণাম নাহি শুনে করয়ে শিঙ্গার।
দৌড়িয়া যাইতে কাড়ি লয় বস্ত্র অলঙ্কার॥
লাজে নাহি কহে কথা গুপ্তভাবে।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি তারা মজনুকে শাপে॥
তারা বলে ঈশ্বর এহি করুক।
মজনু গোলামের বেটা শীঘ্র মরুক॥
কোন্ দেশ হৈতে আইল অধম।
ইহাকে ভারথে থুয়া পাশরিছে যম॥
ইতি মজনুর কবিতা সমাপ্ত।
সন ১২২০ সালের ১৪ই কার্ত্তিক।
শ্রীপঞ্চানন দাসস্যগ্ধ

**Rangpur Sahitya Parishad Patrika, 1317, B.S., Vol. V. Special number–History of Sherpur,* pp. 79-80. The reference was kindly supplied by Mr. P.C. Sen, Pleader, Bogra.

এই কবিতাটির মধ্যেই তৎকালীন ফকিরদের ভূমিকার চিত্রটি স্পষ্ট। বিষয়টি জানাতেই এই তথ্য যুক্ত চিঠিটির অবতারণা।

—ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী, নাগপুর, মহারাষ্ট্র।

ঠাকুরের পদচিহ্ন

কথামৃত ভবন

# তব ভুবনে তব ভবনে মোরে আরও দাও স্থান

অর্ণব নাগ

১৮৮২ থেকে ১৮৮৬— সময়ের ব্যবধান মাত্র চার বছরের। তার মধ্যেই স্বর্গ ও নরক দর্শনের যুগপৎ অনুভূতি। মাস্টারমশাই-এর বিচিত্র জীবন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয়, এফ এ পরীক্ষায় পঞ্চ ম, বি এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করা কৃতী ছাত্র। জন্ম উত্তর কলকাতার শিবনারায়ণ দাস লেনে, পরে পিতৃগৃহের স্থান পরিবর্তন ১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। যে কালের কথা হচ্ছে সেকালে কৃতী ছাত্রের মূল গন্তব্য ছিল ওকালতি, কখনও-সখনও ডাক্তারী পেশায়। কিন্তু মাস্টারমশাই অন্য ধাতুতে গড়া। 'নরেন সিক্ষে দিবে'—একথা ঠাকুরের কৃপায় জগৎ জানলেও নরেন্দ্রনাথ আর তাঁর গুরুভাইদের শিক্ষা দেবার প্রাথমিক কাজটা ঠাকুরকেই করতে হয়েছিল। সেইসঙ্গে সংসার তাপে দগ্ধ কিংবা বৈরাগ্য জ্বালায় কাতর অসংখ্য মানুষকে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং ঠাকুরের সেই শিক্ষাকে পাঁচটি খণ্ডে বন্দী করে তিনি অর্থাৎ মাস্টারমশাই শিক্ষকতাকে পেশা নয়, সাধনার মর্যাদা এনে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের রচয়িতা শ্রীম ওরফে মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পরিচয় কথামৃতে অনেকভাবে বর্ণিত হয়েছে। কখনও তিনি 'মাস্টার', কখনও 'মাস্টারমশাই', কখনও বা 'ভক্ত', 'একজন ভক্ত', 'একটি ভক্ত', কখনও 'মহিন্দর', 'মণি', 'মণিমোহন', 'মোহিনীমোহন' বা 'ইংলিশম্যান'। শিক্ষকতা মানে কূপমন্ডুকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয় বরং বিশ্বরূপ দর্শনের আশ্রয় নেওয়া— এর প্রমাণ মাস্টারমশাই স্বয়ং।

১৮৭৩ সালে বিএ পড়তে পড়তেই তাঁর বিবাহ হয় নিকুঞ্জদেবীর সঙ্গে। কিন্তু পারিবারিক কলহ তাঁকে টিকতে দিল না গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের পিতৃগৃহে। সংসার নামক বস্তুটিকে নরক বলেই বোধ হয়েছিল তাঁর। অতঃপর সহধর্মিনীকে সঙ্গে নিয়েই এক মধ্যরাতে গৃহত্যাগ। ঠাঁই মিলল বরানগরে ভগিনীর গৃহে। ভগ্নিপতি ভারি চমৎকার মানুষ। পেশায় চিকিৎসক। নাম ঈশানচন্দ্র মজুমদার। ভাগ্নেটি আরও চমৎকার। নাম তার সিদ্ধেশ্বর। সে-ই গঙ্গার ধারে মনোরম বাগান দেখাতে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে বসল এক পরমহংসের সঙ্গে। এর পরবর্তীটা ইতিহাস। জগৎ জানল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেবকে।

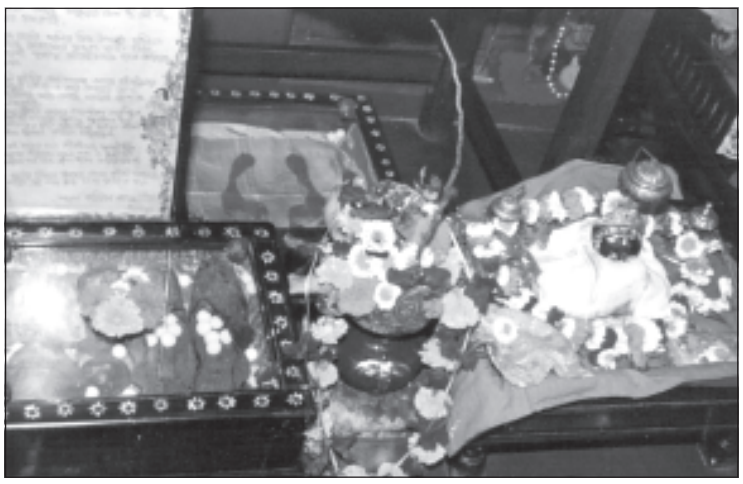

*শ্রীশ্রী মায়ের লীলাক্ষেত্র। শ্রীম-র ঠাকুর ঘর। ঠাকুরের পাদুকা ও মায়ের পদচিহ্ন নিত্যপূজা হয় এঘরেই। ছবিতে স্পষ্ট মঙ্গলঘটও। ছবি ঃ শিবু ঘোষ।*

কথামৃতের সূত্রানুযায়ী, ১৮৮২ সালের মার্চ মাস নাগাদ দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালীমন্দিরে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ। যদিও শংকরের মতো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষকরা একটু শুধরে দিয়ে বলছেন দিনটা আসলে হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ সাল। তার কয়েকদিন আগেই সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পৈতৃক বাড়ি ছেড়েছেন শ্রীম। এরপর ঠাকুর যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন বেশ কয়েকটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে আশ্রয় নেন মাস্টারমশাই। তাঁর সাংসারিক ঝড়-ঝাপটার করুণ সাক্ষী ছাড়াও ওই বাড়িগুলি ঠাকুরের পদধূলি ধন্য। এপ্রসঙ্গে স্বামী জগদীশ্বরানন্দের মন্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য— "ছাত্রজীবনের শেষদিকে ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে যখন তাঁহার (শ্রীম-র) বয়স আঠারো-উনিশ বৎসর, তখন তিনি ঠাকুরচরণ সেনের কন্যা নিকুঞ্জদেবীকে বিবাহ করেন। নিকুঞ্জদেবী কেশবচন্দ্রের ভগ্নী সম্পর্কিয়া ছিলেন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীকে অশেষ ভক্তি করিতেন এবং অবসর সময়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে যাইতেন। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে, তেলিপাড়ায়, কম্বুলিয়াটোলায় তাঁহাদের ভাড়াটিয়া বাড়িতে ঠাকুর আসিতেন। ঠাকুর তাঁহাদের বাড়ি আসিলেই, তিনি স্বহস্তে নানাবিধ আহার্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন।" ঠাকুরের জীবিতকালেই কোনও এক সময় শ্রীম গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে তাঁর পিতৃদত্ত বাড়িতে ফিরে আসেন। যে বাড়িটি এখন 'কথামৃত-ভবন' নামে পরিচিত। পাঁচ-খণ্ডের সুবিশাল রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের মহাভারত 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত' রচিত হয় এই বাড়িতেই। এবং 'কথামৃত-ভবন' প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী এই বাড়িরই দোতলায় একটি ঘরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একাধিকবার পদধূলি দিয়েছেন। সেই কারণে ওই ঘরে বসেই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' রচনা করেন শ্রীম। সুতরাং আমাদের গন্তব্য— 'শ্রীম'র ঠাকুর-বাটী (কথামৃত ভবন)'। তবে এই ঠাকুরবাটী শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষণিকের পদধূলিতেই ধন্য নয়, ঠাকুরের অমৃতবাণীর উৎসও যে এই ঘর। দেহ গেলেও ঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের আত্মায় এই ঘরে বিরাজমান। এই ঘরে থাকতেন সারদা মা;কখনও ৭ দিন, কখনও ১৫ দিন, কখনও একমাস, কখনও বা মাসাধিক কাল থাকতেন এখানে। এই ঘরেই শ্রীশ্রী মা ১৮৮৮ সালের অক্টোবর মাসে ঠাকুরের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হন— চণ্ডীমঙ্গল ঘট স্থাপনের উদ্দেশ্যে। রামকৃষ্ণ লীলা পার্ষদদের কাছেও এই ঘর ও বাড়ি পরম সাধনভূমি। স্বামী বিবেকানন্দসহ ঠাকুরের প্রমুখ শিষ্যবৃন্দ রামকৃষ্ণকথামৃতের উৎসস্থল সেইঘরে বহুবার মিলিত হন শ্রীম-র সঙ্গে। শ্রীম-র ওই ঘরে বসেই ধ্যান করতেন স্বামীজী। ওখানে এখন ঠাকুরের ব্যবহৃত পাঞ্জাবী, মোলেস্কিনের র‍্যাপার, চুমকী ঘাটি, শ্রীম'কে ঠাকুরের উপহার দেওয়া 'চৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন দলের ছবি' এবং শ্রীম'র ব্যবহৃত পাদুকা ভক্তজনের দর্শনের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। মাস্টারমশাই এই ঘরেই কথামৃতের পঞ্চ মভাগ শেষ করে 'গুরুদেব, মা, আমায় কোলে তুলে নাও'— এই শেষবাক্য উচ্চারণ করে মহাসমাধি লাভ করেন।

*কথামৃত— রচয়িতার ঘর। কথামৃত ভবনের সূত্রানুযায়ী এই ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব একাধিকবার এসেছেন। ছবি ঃ শিবু ঘোষ*

শ্রীম'র ঠাকুরঘরে রামকৃষ্ণদেব কখনও আসেননি। কারণ ঠাকুরের মহাসমাধির পর ১৮৮৮ সালের ৬ অক্টোবর শনিবার (বাংলা ২১ আশ্বিন, ১২৯৫) স্বয়ং মা সারদামণী স্বহস্তে দুর্গাঘট ও শ্রীশ্রী ঠাকুরের পট প্রতিষ্ঠা করেন ও তা নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে ঠাকুরঘরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজও সকাল-সন্ধ্যেয় সেই পুজো অব্যাহত রয়েছে। ঠাকুরের পদচিহ্নের অস্তিত্ব এখানে চিরন্তন। কারণ এই ঠাকুর ঘরে একটি গ্লাস কেস-এ সংরক্ষিত রয়েছে রামকৃষ্ণদেবের পাদুকা। তা নিত্যপূজিত হয়। এই ঘর তাই ঠাকুরের মানসঘর, এখানে কখনও তাঁর দেহের পদের চিহ্ন নাই বা পড়ুক, তাঁর সত্ত্বায় তো বিলীন হয়ে গিয়েছে শ্রীশ্রী মায়ের স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত এই ঠাকুরঘর। এই ঘর শ্রীশ্রী মায়ের লীলাক্ষেত্র। তিনি এখানেই অনেক ভক্তজনকে দীক্ষাদান করেছিলেন। এই ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী, শ্রীম সহ ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তবৃন্দ কতই না পুজো, জপ, ধ্যান করেছেন। এঘরে ঠাকুরের পাদুকা ছাড়াও এখন রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রী মায়ের পবিত্র কেশরাশি ও নখরাজি, শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহৃত জপের মালা, সিঁদুর কৌটো ও শ্রীশ্রীমার পদচিহ্ন। ঠাকুরের পাদুকার সঙ্গে সঙ্গে এগুলোও এখানে পূজিত হয় নিয়মিত।

ঠাকুরঘরের সংলগ্ন ছাদে একটি বেদী আছে— স্বামীজী, মাস্টারমশাই এঁরা এর ওপর ধ্যান করতেন। শ্রীম'র স্বহস্তে রোপিত একটি গুলঞ্চ ফুলের গাছ আজও বর্তমান। কোনও এক সময়ে শ্রীম দক্ষিণেশ্বর থেকে এই গাছের চারাটি এনে রোপণ করেছিলেন। চিরসংরক্ষণের প্রয়াসে এই মহাতীর্থটি বর্তমানে রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের অধীনে আনা হয়েছে। 'আমার এ ঘর বহু যতন করে, মুছতে হবে ধুতে হবে মোরে।

কৃতজ্ঞতা ঃ
'কথামৃত ভবন' প্রদত্ত তথ্যাবলী,
অমৃতকথার কথাকার ঃ শংকর
চরণ চিহ্ন ধরে ঃ নির্মল কুমার রায়।

## ঐতিহ্যবাহী

*বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী ভবনের তালিকায় এবার ঠাঁই পেতে চলেছে চীনের শাওলিন মন্দির। সম্প্রতি, 'চায়না ডেইলি'র সূত্র অনুযায়ী, জৈন বৌদ্ধদের স্মৃতিস্তম্ভ শাওলিন মন্দিরকে এই তালিকায় স্থান দেবার কথা ঘোষণা করা হয় ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির একটি বৈঠকে। বৈঠকটি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়াতে।*

*এই বিষয়ে ইউনেসকোর তরফে জানানো হয়, ২০০০ বছরের পুরাতন এই মন্দিরটি গোটা বিশ্বের কাছে চীনা শিল্প ও সংস্কৃতির এক অনবদ্য নজির সৃষ্টি করেছে। শাওলিন মন্দিরের পাশাপাশি, দ্য অবসার ডেটরি, সংইয়াং অ্যাকাডেমি, তাই সি টাওয়ার এবং জোংইউ মন্দিরও সৌন্দর্য্য এবং শিল্পকলার এক আশ্চর্য ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে।*

# কর্মযোগ

## ওয়েবসাইটে চাকরি

**যাঁরা বিভিন্ন কন্সালটেন্সি বা প্লেসমেন্ট এজেন্সিতে নাম লিখিয়েও মনের মতো চাকরি পাচ্ছেন না, তাঁরা চাকরি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের সাহায্য নিতে পারেন। কয়েকটি ওয়েবসাইটের সন্ধান দিচ্ছেন নীল উপাধ্যায়।**

www.joblabs.co.cc

এই সাইটের 'জব্‌স বাই ক্যাটিগরি' সেকশনে আই টি, বিপিও, কাস্টমার কেয়ার, অ্যাডভার্টাইজিং ও পাবলিক রিলেশন, ব্যাঙ্কিং ডিস্ট্রিবিউশন ও ডেলিভারি, এন্টারটেনমেন্ট ও মিডিয়া, ফাইনান্স, এক্সপোর্ট ও ইম্পোর্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে চাকরির সন্ধান পাওয়া যাবে। বিভিন্ন শহর অনুযায়ী চাকরির খোঁজ পেতে হলে ক্লিক করতে হবে 'জব্‌স বাইলোকেশন' সেকশনটি। ইন্টারভিউ সংক্রান্ত টিপস্‌-এর জন্য সাইটে রয়েছে ইন্টারভিউ সেকশন। যাঁরা পার্টটাইম চাকরি খুঁজছেন, তাঁদের চোখ রাখতে হবে মেন মেনুর 'পার্ট টাইম জব্‌স' অপশনটিতে। সাইটে একবার রেজিস্টার করিয়ে নিলে বিভিন্ন ধরনের চাকরির সন্ধান মিলবে ই-মেলে।

http://in.tiptopjob.com

বিভিন্ন ক্যাটিগরির অসংখ্য চাকরির সন্ধান রয়েছে এই সাইটে। মূলত দু'ভাবে চাকরির খোঁজ করা যায়—'Search jobs by job industry' এবং 'Search jobs by region in India'। অ্যাকাউন্টস থেকে শুরু করে সেল্‌স ও মার্কেটিং, ফিশারিজ, ক্যাটারিং, কাস্টমার সার্ভিস ও কলসেন্টার, এডুকেশন, ট্রেনিং, ফাইনান্স, ব্যাঙ্কিং, এইচ আর, আই টি, লিগাল, ম্যানুফ্যাকচারিং, ফ্যাশন, অ্যাডভার্টাইজিং ইত্যাদি নানা ধরনের চাকরির খোঁজ রয়েছে এই সাইটে। পরন্তু বায়োডেটা লেখার বিভিন্ন টিপ্‌স পাওয়া যাবে এখানে। ক্লিক করতে হবে 'কেরিয়ার সেন্টার' অপশনটিতে। সাইটে একবার বায়োডেটো আপলোড করলেই বিভিন্ন চাকরির সন্ধান মিলবে প্রার্থীর ই-মেল অ্যাকাউন্টে।

নবাঙ্কুর নবাঙ্কুর

www.jobguru.biz

যাঁরা ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে চাকরি খুঁজছেন, তাঁদের জন্য রয়েছে এই সাইটটি। ভারতের প্রায় সব নামী ফার্মা কোম্পানির চাকরির হদিশ মিলবে এই সাইটে। জব কি ওয়ার্ড, লোকেশন এবং ইন্ডাস্ট্রি, এই তিনভাবে চাকরির খোঁজ করা যায় এখানে। ফার্মা কোম্পানি ছাড়া আরও যে ধরনের চাকরির সন্ধান এই সাইটে রয়েছে, তা হলো অ্যাড্‌ভার্টাজিং এভিয়েশন, অটোমোবাইল, ডিফেন্স, কলসেন্টার, ক্যুরিয়ার, নন-ব্যাঙ্কিং, ফাইনান্স, হোটেল, আই টি, রিটেল, শিপিং, সফ্‌টওয়্যার ও হার্ডওয়্যার, লিগাল ইত্যাদি। সাইটে রেজিস্টার করিয়ে নিজের বায়োডেটো আপলোড করিয়ে নিলে চাকরির খোঁজ করতে সুবিধে হবে।

www.interviewfundas.com

বিভিন্ন ধরনের চাকরির সন্ধান থেকে শুরু করে ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতি, কেরিয়ার টিপ্‌স ইত্যাদি পাওয়া যাবে এই সাইটে। ইনফরমেশন টেকনোলজি থেকে সিভিল ও

(এরপর ১৪ পাতায়)

## ।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম ।। ৯




# বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর ।।

### রাজকীয় পরীক্ষা

সেকালে অনেকের বিশ্বাস ছিল, মানুষের একটা স্বাভাবিক ভাষা আছে। কোনও ভাষাই যদি একজন শিশুকে না শেখানো হয়, তাহলে সে ওই স্বাভাবিক ভাষাতে কথা বলবে। স্কট্‌ল্যান্ডের রাজা চতুর্থ জেম্‌স এনিয়ে পরীক্ষা করলেন। কয়েকটি শিশুকে জন্ম থেকেই আলাদা করে রাখলেন, যাতে তারা কোনও ভাষা শিখতে না পারে। পরে দেখা হোত, তারা কোনও কথা উচ্চারণ করছে কিনা। চতুর্থ জেমস এই পরীক্ষার পর ঘোষণা করলেন, 'শিশুরা হিব্রু ভাষায় কথা বলছে;হিব্রুই আদি ভাষা।' কী শুনেছিলেন সেদিন রাজাই জানেন। আসলে শিশুরা কোনও কথাই বলতে শেখেনি।

### পাপবোধহীন খাবার

রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে একগাদা অর্ডার দিয়ে ভাবলেন, যা পারেন খেয়ে বাকিটা প্লেটে রেখে যাবেন? সেটি হচ্ছে না। খাবার নষ্ট করলে জরিমানা দিতে হবে। আর সবটা চেটে পুটে খেয়ে নিলে অমনি ৩০ শতাংশ ডিসকাউন্ট! অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নিতে 'ওয়াফু' রেস্তোরাঁয় এই নিয়ম চালু করেছেন জাপানি মালিক। বিজ্ঞাপনে 'পাপবোধহীন জাপানি খাবারে'র কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, সবাই এত খাবার নষ্ট করে যে, সেটা বন্ধ করতেই এই শাস্তি ও পুরস্কার ঘোষণা।

### ফুসফুসে মটর গাছ

কয়েক মাস ধরে ভুগছিলেন ম্যাসাচুসেট্‌স-এর রন স্টিভেন। হাসপাতালে ডাক্তারের সন্দেহ ছিল লাং ক্যান্সার। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তারদের চক্ষু চড়কগাছ! ফুসফুসের ভিতর দিব্যি একটি সজীব মটরগাছ। খাওয়ার ভুলে কবে একটি মটরশুঁটি শ্বাসনালী দিয়ে ফুসফুসে বাসা বেঁধেছিল। সেখানেই বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে চারাগাছ। সার্জারির পর রণ বলেছেন, 'বাপ্‌রে, আর একটু হলেই গাছ দৈত্য হয়ে উঠতাম।'

### হাড়ের আংটি পরিয়ে বাকদান

ভারতে এসে একটি দুর্ঘটনায় ডান পা খুইয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের মাইক পেরেট। সেই পায়ের হাড় দিয়ে বানানো আংটি পরিয়ে দিলেন তাঁর বাগদত্তা মেলিটার হাতে, এন্‌গেজমেন্টের দিন। 'শরীরের ওই অংশটুকু কিছুই আমার কাছে অবশিষ্ট থাকবে না' সেই ভাবনা থেকেই এই এন্‌গেজমেন্ট্ রিং বানানোর কথা মাথায় আসে পেরেটের।

### কবি বিচিত্রা

১৯২৮ সালে, ৬৭ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্বভারতী বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে কবির দেহের ওজনের সমপরিমাণ বই দান করেছিলেন।

উদ্ভিদপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে অসংখ্য বৃক্ষ ও ফুলের নাম ছড়িয়ে আছে। শুধু কাব্যেই উল্লিখিত হয়েছে ১০৮টি গাছ ও ফুলের নাম।

## র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

শিক্ষক : বল্ শিবু, জিরাফের গলা এত লম্বা কেন?

ছাত্র : স্যার, শরীর থেকে মাথাটা অনেক দূরে বলে।

*　　*　　*

রুপু : গত ৫ জুলাই সূর্যকে ঘিরে মহানগরে যে মহাবলয় দেখা গেল সেটা কীরে?

ঝুপু : সূর্যের চোখের রেটিনা খারাপ হয়ে গেছে—ছানি কাটলেই ঠিক হয়ে যাবে।

*　　*　　*

—আধুনিক ফুটবলে কোন্ পাস সবচেয়ে কাজের বল্ তো?

—তাও জানিস না, অক্টোপাস রে!

*　　*　　*

মিন্টু : আমাদের ভিক্টোরিয়ার পরীর হাতেও ভুভুজেলা আছে, বাজায় না কেন বল্‌তো?

রিন্টু : শব্দ-দূষণের ভয়ে কোনওদিনই বাজায়নি।

*　　*　　*

শিক্ষক : কোন্ জিনিস কালোতে পরিষ্কার আর সাদাতে ময়লা দেখায়?

ছাত্র : ব্ল্যাকবোর্ড স্যর।

—নীলাদ্রি

## মগজচর্চা

১। প্রাচীনকালে কোন্ বিখ্যাত শহর 'ইয়াথ্রিব' নামে পরিচিত ছিল?

২। স্বাধীনতার পঞ্চাশতম বর্ষে এ আর রহমান যে-গানের অ্যালবামটি প্রকাশ করেছিলেন তার নাম কী?

৩। ইজরায়েলের কোন্ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে 'বুলডোজার' নামে ডাকা হোত?

৪। মহাভারতের যুদ্ধে অশ্বত্থামাকে পরাস্ত করে পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে কোন্ মণি এনে দিয়েছিলেন?

৫। এ পর্যন্ত মাত্র একজনই ভারতের মহিলা অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন। কে তিনি?

—নীলাদ্রি

উত্তর :

১। মদিনা
২। বন্দেমাতরম
৩। অ্যারিয়েল শ্যারন
৪। সহজাত মণি
৫। ইন্দিরা গান্ধী

# জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা কালিয়াচকে

তরুণ কুমার পণ্ডিত।। গত ১ সেপ্টেম্বর মালদা জেলার কালিয়াচক ২নং ব্লকের মোথাবাড়ীর চৌরঙ্গী বাসস্ট্যান্ডে প্রতি বছরের মতো এবারেও শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পূজানুষ্ঠান হচ্ছিল। এবারে হিন্দুরা শ্মশানের কাছে নতুন মন্দিরে জন্মাষ্টমী পূজা করার জন্য ঘট নিয়ে মসজিদের সামনে দিয়ে ঢাক বাজিয়ে যাওয়ার সময় বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যদিও নতুন মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মসজিদের মৌলবী হাজি মোস্তাক সাহেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। প্রথমে মসজিদ থেকে বলা হয় আমাদের আজানের সময় ঢাক বাজানো চলবে না। আজানের সময় ঢাক বন্ধ রাখা হলেও পরে মহিলা ও পুরুষ সহ ঘট নিয়ে মন্দিরে যেতে গেলে বাধা দেওয়া হয়। উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় মসজিদ আক্রান্ত হয়েছে। হাজার হাজার জনতা অল্পক্ষণের মধ্যেই সমবেত হয়। দুই পক্ষ থেকে ইঁট বৃষ্টি শুরু হয়।

কালিয়াচক থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে দুই পক্ষকে হটানোর চেষ্টা করে। ১৫০ জন হিন্দু মহিলা ও পুরুষ ভয়ে পুলিশের নিকট আশ্রয় নেয়। শেষে বি. এস. এফের জওয়ানরা এবং র‍্যাফ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ প্রহরায় রাত্রি ২টাতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পূজা সম্পন্ন হয় এবং পুলিশের গাড়ীতেই ৭৫ জন মহিলা ও শিশুদের রাত্রি ৩ টাতে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। বাবলা, মেহেরাপুর, কাহালা, মাদ্রাসা বাজার, কুড়িয়াটার গ্রামের মুসলিমরা গুজবের শিকার হয়। পুলিশ শূন্যে ৫ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। বৈজুঘোষটোলা, উত্তর লক্ষীপুর থেকে ও স্থানীয় মোথাবাড়ির মানুষের সহযোগিতায় জন্মাষ্টমী পূজা ও অনুষ্ঠানের সময়ে এইভাবে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির জন্য পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। উত্তেজনা রয়েছে। কালিয়াচক পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করেছে তাতে বড় ধরনের কোনও ঘটনা ঘটতে পারেনি বলে স্থানীয় মানুষরা মনে করেছেন। উল্লেখ্য এই ঘটনার দিন মোথাবাড়ি স্টান্ডে সংখ্যালঘু দুষ্কৃতীরা হিন্দুদের দোকান ভাঙচুর করেছে। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হিন্দু ও মুসলিমরা এই ঘটনায় শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

# ১৫ লক্ষ ভারতীয় সেনাকে ইংরেজরা সম্মান জানাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ইংলণ্ড এবার আনুষ্ঠানিভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের হয়ে লড়াই করার জন্য ১৫ লক্ষ ভারতীয় সেনাকে বিশেষ সম্মান জানাবে। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের সাসেক্সে এক অনুষ্ঠানে এই সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

প্রসঙ্গত, লণ্ডনের নিকটস্থ ব্রিগটন ছত্রীতে ৫৩ জন ভারতীয় সেনাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। ওই সৈনিকরা ইংরেজদের হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়ে মারা গিয়েছিলেন। ১৯২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করেছিলেন। এবার একটি নতুন স্মৃতিসৌধ 'কমনওয়েলথ ওয়ার গ্রেভস্ কমিশন' তৈরি করেছে। এই কমিশনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সেনাদের স্মৃতিসৌধ দেখভাল করে থাকে।

ওই যুদ্ধে পশ্চিম রণাঙ্গনে আহত ১২০০০ ভারতীয় সেনা সাসেক্সের ব্রিগটন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। নিহত ৫৩ জন ভারতীয় সেনাকে সাসেক্সের নিকটে পটচামে সমাহিত করা হয়েছিল। এটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা। নতুন স্মৃতিফলকে ওই ৫৩ জন সেনার নাম খোদাই করা থাকবে। একথা জানিয়েছেন কমিশনের মুখপাত্র রোনল্ড লিস্ক।

ধূর্ত ইংরেজরা ভারতকে প্রায় দু'শ বছর ধরে শুধুমাত্র লুঠ করে ক্ষান্ত হয়নি। ভারতীয়দের দিয়ে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করিয়েছে তাদের সাম্রাজ্য অটুট রাখতে।

## লেখকদের প্রতি

**যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।**

**চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।**

**চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।**

**—সঃ স্বঃ**

# দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব

*(১ পাতার পর)*

চাষবাস হচ্ছে না। সেই কারণে আফ্রিকার দেশগুলির সরককার বিশ্বের কৃষকদের কাছে আবেদন জানিয়েছে। সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করার জন্য। এর ফলে কৃষকরা একপ্রকার সারা জীবনের জন্যই জমির অধিকার পেয়ে যাবেন। এবং লিজ নেওয়া জমিতে চাষের পর উৎপাদিত ফসলও স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার সুযোগও পাবেন সংশ্লিষ্ট চাষি। পাঞ্জাবের কৃষকরা ইতিমধ্যেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে এবং করছে। বাংলার চাষিরা পিছিয়ে কিন্তু রয়েছে। এই সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে পারলে বাংলা তথা ভারতের কৃষকরা প্রভূত উপকৃত হতে পারে, খাদ্য সমস্যা, বেকার সমস্যা এবং জনসংখ্যার চাপ কিছুটা হলেও কমবে।

তাই রাজ্য সরকার এবং ভারত সরকার এই দিকে একটু নজর দিলে কৃষকের এবং দেশের প্রভূত কল্যাণ হতে পারে।

## দিল্লি কমনওয়েলথ গেমস্ - ২০১০

# ভারতের অধিক সোনা জয়ের সম্ভাবনা তীরন্দাজি ও শুটিংয়ে

**জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।।** এবার যেহেতু কমনওয়েলথ গেমস্ হচ্ছে দিল্লিতে, স্বভাবতই ভারতীয় প্রতিযোগীদের নিয়ে প্রত্যাশার ফানুসটা একটু বেশিই। ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়াকে কতটা বেগ দিতে পারে ভারত তার দিকে গোটা বিশ্বের নজর থাকবে। তবে দিল্লি গেমসকে ঘিরে যেভাবে দুর্নীতির পাহাড় জমছে, তার খবর চাউর হয়ে যাওয়ায় ওই দুটি দেশের বেশ কয়েকজন বিশ্বমানের ক্রীড়াবিদ গেমস্ আসতে অপারগ। ট্রাক ইভেন্টে দুই সুপার স্টার স্প্রিন্টার জামাইকার আসাইন বোল্ট ও আসাফা পাওয়েল ইতিমধ্যেই নাম তুলে নিয়েছেন চোটের অছিলায়। সাঁতারে বিশ্ববন্দিতা অস্ট্রেলিয়ার স্টেফানি রাইসও তাদের অনুগামী হয়েছেন। বৃটেনের অলিম্পিক সোনা জয়ী হার্ডলার মেলোইসও আসছেন না।

তীরন্দাজি দল প্রতিদিনই উন্নতি করছে। গেমসের একমাস আগে চীন থেকে রিজার্ভ বিভাগে বিশ্বজয়ী হয়ে ফিরেছে ভারতীয় পুরুষ দল। গত ২-৩ বছরে অনেক আন্তর্জাতিক খেতাব এসেছে। পুরুষ বিভাগে ভারত দলগত সোনা না জিতলেই অবাক হতে হবে। ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়ার চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত তালুকদার, মঙ্গল সিং চাম্মিয়া ভারতকে বিজয়মঞ্চে তুলে দেবেন এতটা আশা করা নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি নয়। কেননা চীন, জাপান, কোরিয়া, ইতালি, আমেরিকা, রাশিয়ার মতো দেশকে বলে বলে হারাচ্ছে এরা। ভারতের মহিলা দলও যথেষ্ট শক্তিশালী। রাহুলের দিদি দোলা একবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। তিনি ছাড়াও দলে আছেন প্রতিমা কুমারী, যার ওপরও সোনার পদকের ভরসা করা যায়। টিম ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্র মিলিয়ে তীরন্দাজি থেকেও ৪-৫টা সোনা আসতে পারে।

বক্সিং, কুস্তি, ভারোত্তোলনও ভারতকে গর্বিত করার অবকাশ দেবে। বক্সিংয়ে বর্তমান ভারত সমীহ আদায় করে নেওয়া শক্তি। বেজিং অলিম্পিকে তিনজন ফাইটার শেষ আটে উঠেছেন,

**খেলার জগৎ**

এদের মধ্যে একজন সেমিফাইনালে গিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। তারপর মস্কো বিশ্বকাপেও সেই বিজেন্দার, অখিল কুমারের দাপট দেখা গেছে। এদের সঙ্গে নাম করতে হবে রাজকুমার সাঙ্গোয়ান, দীনেশ কুমারদের। দিল্লির বুক থেকে অন্তত চারটি সোনা দেশবাসীকে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই ভারতীয় বক্সাররা। কুস্তিতে একসময় ভারত অলিম্পিকে যথেষ্ট মর্যাদার আসন তৈরি করেছিল। মাঝে তা স্থানচ্যুত হলেও আবার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে কুস্তিগীররা। সুশীল কুমার তো অলিম্পিকে পদক জিতেই নিল।

শক্তি উত্তোলনেও ভারতের পুরুষ ও মহিলাদের নিয়ে কাটাছেঁড়া করছে বিদেশী দলের কোচ ও অন্যান্য সাপোর্ট স্টাফরা। বিশেষ করে মেয়েদের ভারোত্তোলনে মালেশ্বরী, কুঞ্জরানী দেবীর অবিষ্কারের পর এদেশের মেয়েদের উন্নতির গ্রাফ অন্য দেশের কাছে রীতিমতো দুশ্চিন্তার বিষয়। অলিম্পিকে যারা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারে, তাদের পক্ষে কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জেতা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। তবে মিশর, সিঙ্গাপুর, কানাডার কাছ থেকে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসবে। এই পাঁচটি খেলার বাইরে আরও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র থেকে একটা দুটো করে সোনা আসতে পারে। যেমন টেবল টেনিসে পুরুষ সিঙ্গলসে সরথ-কামাল, ব্যাডমিন্টনে মেয়েদের বিভাগে সাইনা নেওয়াল, মিক্সড ডাবলসে জালাগুটা ও জিজ, পুরুষ টেনিস ডাবলসে চিরতরুণ গ্রেভো-রোমান ও ফ্রিস্টাইল দুটো বিভাগেই বেশ কয়েকটি সোনা জেতার দাবিদার গুরু হনুমান ও সতপাল সিংয়ের অ্যাকাডেমিতে তৈরি ছেলেরা।

চিরন্তন বিগ ইভেন্টর জুড়িদার লি-হেশ সহ অ্যাথলেটিক্সে মাঝারী পাল্লার দৌড় ও ফিল্ড ইভেন্টে বেশ কয়েকজন সম্ভাবনাময় অ্যাথলেটিরে ওপর ভারতের স্বর্ণভাগ্য নির্ভরশীল।

## ওয়েবসাইটে চাকরি

*(১২পাতার পর)*

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিফেন্স, সেল্‌স ও মার্কেটিং, কেমিক্যাল, এইচ। আর, বিপিও ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরির খোঁজ খবর পাওয়া যাবে এই সাইটে। 'প্লেসমেন্ট পেপারস' সেকশনে রয়েছে বিভিন্ন আইটি কোম্পানির বিগত কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র, যা পরীক্ষার্থীদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে। ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতি, গ্রুপ-ডিসকাশন ও বায়োডেটা বানানোর টিপস পেতে হলে ক্লিক করতে হবে interview/ resume/GD Tips অপশনটি। আর যদি MBA, GRE, GMAT, TOEFL ইত্যাদি পরীক্ষার টিপ্‌স দরকার হয়, তাহলে Higher Education Guide সেকশনে চলে যেতে হবে।

## শব্দরূপ - ৫৬১

শিবাণী চট্টোপাধ্যায়

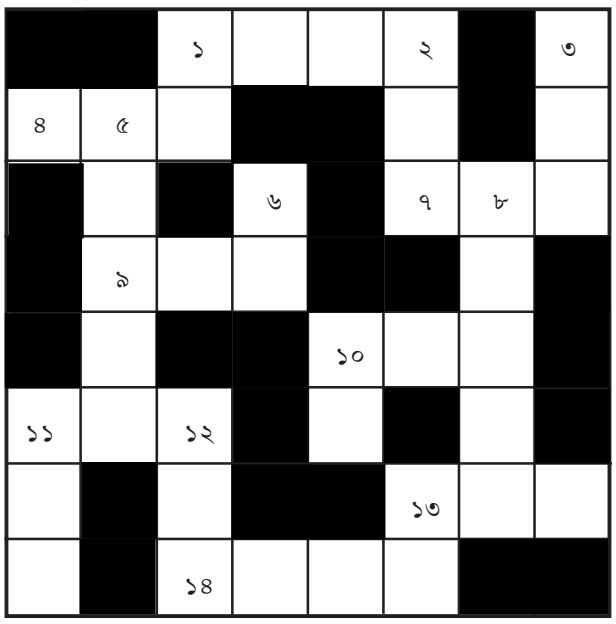

**সূত্র ঃ**

**পাশাপাশি ঃ ১.** বাল্যনাম-এ রামকৃষ্ণ, ৪. লঙ্কাধিপতি দশানন, ৭. এই দানব কশ্যপের পুত্র, এর ভ্রাতা শুম্ভ ও নমুচি, ৯. সূর্যের রূপবতী কন্যা, এঁরা মাতা ছায়া, প্রথম দুয়ে তপস্যা, ১০. সর্বনামে আমি, অব্যয়ে আমিত্বভাব, ১১. কৈকেয়ীর পুত্র, ১৩. মন্থনদন্ড বিশেষ, চক্রাকার আতশবাজি বিশেষ, ১৪. ইন্দ্রলোকের সর্বকামনা পূরণকারী দেববৃক্ষ।

**উপর-নীচ ঃ ১.** শিব ও পার্বতীর অনুচরদের এই বলা হয়, প্রতিশব্দে কুল বা শ্রেণী, ২. আঞ্চলিক শব্দে মনসামঙ্গলের গান, ৩. এই রাক্ষসের পিতা কুম্ভকর্ণ ও মাতা বজ্রজ্বালা, শেষ দুয়ে কলসি, ৫. ভাগ্যের আনুকুল্য, দুয়ে-তিনে রাত্রি, আগাগোড়া আশীর্বাদ, ৬. দক্ষের এই কন্যা মহাদেবের স্ত্রী, ৮. বিশেষণে মঙ্গল, শেষ দুয়ে হাত, ১০. তৎসম শব্দে পূজার উপকরণ, ১১. অন্যনামে শিবপত্নী দুর্গা, ১২. অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে দংশনকারী সাপবিশেষ, আগাগোড়া পর্যন্ত, ১৩. বৈদিক যজ্ঞের পায়সান্ন।

**সমাধান শব্দরূপ-৫৫৯**

সঠিক উত্তরদাতা

**শৌনক রায়চৌধুরী, কলকাতা-৯**
**মৌসুমী দাস লেকটাউন, কলকাতা-৮৯**
**রজত ঘোষ হাতিয়াড়া রোড, কলকাতা-১৫৭**

*শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কা | ল | ভৈ | র | ব | ■ | ■ | উ |
| লি | ■ | ■ | ■ | ল | ম্বো | দ | র |
| ন্দী | ■ | ■ | জি | ভ | ■ | ■ | স্ত্রা |
| ■ | মা | ■ | ■ | দ্র | ব্য | গু | ণ |
| দে | য়া | সি | নি | ■ | ■ | স্ফা | ■ |
| ব | ■ | ■ | শা | ন্তি | ■ | ■ | অ |
| দা | ন | বি | ক | ■ | ■ | ■ | ল |
| সী | ■ | ■ | র | ম্ভা | মে | ন | কা |

● ৫৬১ সংখ্যার সমাধান আগামী ১১ অক্টোবর, ২০১০ সংখ্যায়

# সিকিম, সুন্দরী সিকিম

*(৯ পাতার পর)*

উপত্যকা অঞ্চল। উপত্যকা বরফে ঢাকা থাকে। আমরা এই ভ্যালি ছাড়িয়ে আরও এগোতে থাকলাম। ২৫ কিমি দূরে জিরো পয়েন্ট-এ যাব বলে। যাবার পথের দু'ধারে রডোডেনড্রন ফুলের সমারোহ দেখতে দেখতে এগিয়ে যাওয়া। শেষের দিকে পথ অতিদুর্গম। কিছু জায়গায় শুধুমাত্র বোল্ডারের উপর দিয়ে গাড়ী নিয়ে যেতে হচ্ছে। ক্রমশ বরফে ঢাকা পর্বতশৃঙ্গের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলাম। যে পর্বতশৃঙ্গের হাতছানিতে এত দুর্গম পথ পেরিয়ে এতদূর ছুটে এসেছি, তা এখন হাতের কাছেই। গাড়ির রাস্তা শেষ। পাহাড়ের ধার ঘেঁসে একটা হাঁটা রাস্তা চলে গেছে পর্বতশৃঙ্গের কাছাকাছি।

ফেরার পথে মেঘেরা যেন বাঁধ ভেঙে হই হই করে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের রাজ্যে আমরা দিয়েছি হানা। তাই এখন আর 'মন মোর' নয় গাড়ী মোর মেঘের সঙ্গী হয়ে গেছে।

বৃষ্টির জল পেয়ে পাহাড়ি ঝর্ণাগুলো উদ্দাম বাঁধনহারা হয়ে গেছে। যাবার সময় যে ঝর্ণাগুলোকে চঞ্চল মনে হয়েছিল, আজ যেন তারা পাগল হয়ে গেছে। উদ্দাম বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাহাড়ের মাথা থেকে। বৃষ্টির মধ্যেও দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে তা দর্শন করতে করতে মনে হলো বর্ষা না হলে তো এরূপ দর্শন হোত না।

একদিন বিশ্রাম। পায়ে পায়ে গ্যাংটকের আশেপাশে ঘোরা। ম্যাল থেকে একটু উপরেই রয়েছে 'হোয়াইট হাউস মেমোরিয়াল হলে' ফুলের প্রদর্শনী। নানা ধরনের ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। এর থেকে কিছু দূরে গ্যাংটক রোপওয়ে। প্রায় এক কিমি রাস্তা সাত মিনিটে রোপওয়ে করে নিয়ে যায়। গ্যাংটক শহরটাকে দেখা যায়।

এবার আমরা সিকিমের পূর্বপ্রান্তে গ্যাংটক থেকে ৩৮ কিমি দূরে ছাঙ্গু লেক (TSOMOGO LAKE) ও ৫৬ কিমি দূরে 'বাবা মন্দির' দর্শন করার জন্য রওনা দিলাম। ছাঙ্গু লেক ৯৪,২০০ ফিট উপরে। ছাঙ্গু কথাটি ভুটিয়া ভাষা থেকে এসেছে, অর্থ লেকের উৎস। লেকটি দৈর্ঘে ১ কিমি ও প্রস্থে আধ কিমি। ১৫ মিটার গভীর পাহাড়ের কোলে প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট। শীতের সময়, মার্চ মাস পর্যন্ত এই লেকের জল বরফে ঢাকা থাকে। এখন আর বরফ নেই। চামরী গাইকে সাজিয়ে নিয়ে লোকে ঘুরছে কিছু অর্থের বিনিময়ে চড়াবে বলে। উঁচু পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট একটা জায়গায় 'বাবা হরবচন সিং'-এর নামে এই স্মৃতি মন্দির। হরবচন সিং ২৩নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক সিপাই ছিলেন। ১৯৬৮ সালে এই বর্ডার এলাকায় ডিউটি করার সময় হারিয়ে যান। শোনা যায় তারপর স্বপ্নে জানানো তাঁর ইচ্ছায় তৈরি হয় এই স্মৃতি মন্দির। জওয়ানরাই এই মন্দির তৈরি করেছেন। মন্দিরে বাবা হরবচন সিং-এর মূর্তি ও ছবি আছে। এখনো সকলের বিশ্বাস বাবা হরবচন সিং মাতৃভূমির রক্ষার জন্য তাঁর ডিউটি করে যাচ্ছেন।

এরপর আমাদের গন্তব্য স্থল সিকিমের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত শৈলশহর পেলিং। পাহাড়ের কোলে তিন ধাপে গড়ে উঠেছে পেলিং জনপদ। আপার, মিডিল ও লোয়ার পেলিং নামে যা পরিচিত। জনপদ বলতে এখানে শুধুই হোটেল আমাদের মতো ভ্রমণার্থীদের জন্য।

আমরা পেলিং এসেছি কাঞ্চনজঙ্ঘাকে কাছ থেকে দেখব বলে। তার জন্য ভোরের আকাশে সূর্যোদয়ের আগে থেকে তাকিয়ে থাকা। প্রথম দিন মেঘের জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা আদেখাই রয়ে গেল। মনে অতৃপ্তি নিয়ে আশা করে রইলাম আগামী দু'দিনের জন্য। অবশেষে শেষের দু'দিন দর্শন হলো। বিশেষ করে শেষের দিন পেলাম পরিষ্কার আকাশে গিরিরাজ হিমালয়ের গর্বের শীর্ষ কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। সঙ্গে আশপাশের পর্বত শৃঙ্গগুলিও পরিষ্কার দৃশ্যমান।

মনে হচ্ছে এতদূর ছুটে আসা সার্থক হলো। গিরিরাজ হিমালয়ের আকাশচুম্বি শৃঙ্গরাজি আজ দু'চোখ ভরে দর্শন করছি আর আমার ছেলে অগ্নিভ তার ছোট্ট ক্যামেরায় বন্দী করার চেষ্টা করছে সেই গর্বোন্নত শৃঙ্গ রাজিকে।

এপার-ওপার

# ঢাকায় জন্মাষ্টমী — কলকাতায় নষ্টামি-ভ্রষ্টামি

শিবাজী গুপ্ত



ট্যাবলো সহ ঢাকায় জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা।

দুই বাংলায় দুই চিত্র। ঢাকায় জন্মাষ্টমী মিছিল একদা বিশ্ববিখ্যাত অনুষ্ঠান। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই বিশ্বখ্যাত ধর্মীয় শোভাযাত্রার উপর মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের আক্রমণ থেকে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় লোককবির গানে ঃ—

দেশ হলো অধোগামী, জননী জন্মভূমি,
ঢাকার-জন্মাষ্টমী হলো কাল।
অসংখ্য গুণ্ডা জুটে, যারে পায় তারে
কাটে, শহর লুটে, নাই সকাল বিকাল॥
কই গেল নন-কোপারেশন, এই কি ভীষণ
অত্যাচার,
হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধ, ভারত শুদ্ধ
হাহাকার।
শান্তি স্থাপনের জন্য, অসংখ্য গুর্খা সৈন্য,
রেখেছে ইংরেজ মহীপাল॥

তারপর পদ্মা-মেঘনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। দাঙ্গা ও দেশভাগের পরিণতিতে এই বিশ্বখ্যাত মিছিল বন্ধ হয়ে যায়। এ বছর সম্পূর্ণ সরকারি পাহারায় ও ব্যবস্থাপনায় যেভাবে জন্মাষ্টমী মিছিল পরিচালিত হয়, তার বিবরণ পাওয়া গেল দৈনিক স্টেটসম্যানের ঢাকাস্থিত সংবাদদাতার কলমে ঃ

### বাংলাদেশে সাড়ম্বরে পালিত হলো জন্মাষ্টমী উৎসব

“বাংলাদেশে মহাসমারোহে পালিত হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব। সকালে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে গীতাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়। এগারোটায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এক সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ সম্বর্ধনায় যোগ দেন। ভারতীয় হাইকমিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার সঞ্জয় ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ছিল সরকারি ছুটির দিন।

ওইদিন বিকেলে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির থেকে বেরোয় জন্মাষ্টমীর মিছিল। লাখো মানুষের কৃষ্ণবন্দনা, সংকীর্তন, মুহুর্মুহু স্লোগান আর শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে বর্ণাঢ্য ও আকর্ষণীয় ‘ট্যাবলো’ এক বিরল পরিবেশের সৃষ্টি করে। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কাছে মিছিল উদ্বোধন করে ঢাকার মেয়র বি এন পি নেতা সাদেক হোসেন খোকা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইন ও সংসদ বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সভাপতি আওয়ামি লিগ সাংসদ ডাঃ মোস্তাফা জালাল মহিউদ্দিন। তাঁরা পরে মিছিলেও অংশ নেন। কঠোর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মিছিলটি পলাশি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, জাতীয় প্রেস ক্লাব, গুলিস্তান ও নবাবপুর হয়ে বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে শেষ হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিল ছিল উপমহাদেশের এক অনন্য ধর্মীয় উৎসবের অংশ। ঢাকার নবাব পরিবার এই মিছিলের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর সাম্প্রদায়িক হামলার মুখে জন্মাষ্টমী মিছিল বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ঢাকেশ্বরী-ভিত্তিক বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির উদ্যোগে নব্বইয়ের দশকে এই মিছিল আবার শুরু হয়। এখন সারাদেশে জন্মাষ্টমী মিছিল জন্মাষ্টমী উৎসবের প্রধান কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে।

রাতে ঢাকেশ্বরী মেলাঙ্গনে আয়োজিত হয় কৃষ্ণপূজা। ইসকন, ‘জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ, মাধব গৌড়ীয় মঠ সহ বিভিন্ন মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নানা অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে জন্মাষ্টমীর ওপর বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ নিবন্ধ। গত শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জন্মাষ্টমী উৎসব নিয়ে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং উৎসব উদযাপনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। চট্টগ্রাম এবং সিলেট থেকেও মহাসমারোহে জন্মাষ্টমী পালনের খবর পাওয়া যায়।”




ঢাকায় হিন্দুদের সম্মিলিত জন্মাষ্টমী-শোভাযাত্রা।

ঢাকা থেকে প্রাপ্ত উপরোক্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় সে দেশের ইসলাম ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রনেতারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন— আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছেন, মিছিল চলাকালে দুষ্কৃতীরা গোলমাল করতে না পারে সেরকম নিরাপত্তা প্রদান করেছেন, ধর্মীয় নেতাদের সম্বর্ধনা জানিয়েছেন— সবই ঠিক আছে; কিন্তু তারা মিছিলে নেচেছেন, জন্মাষ্টমীর গান গেয়েছেন, কপালে তিলক ধারণ করেছেন, অঞ্জলি প্রদান করেছেন বা প্রসাদ ভক্ষণ করেছেন, সে রকম কোনও ঘটনার উল্লেখ নেই। সে দেশের নেতারা রাষ্ট্রধর্ম পালন করেছেন; কিন্তু নিজের ধর্মরক্ষা করেছেন।

এই প্রেক্ষিতে একই তারিখে কলকাতা পার্ক সার্কাস ময়দানের ইফ্‌তার পার্টি থেকে তোলা নিচে মুদ্রিত ছবিখানার দিকে পাঠক নজর করুন তো। মুখার্জী, চ্যাটার্জী ও ব্যানার্জী বংশোদ্ভূত তিন নেতা-নেত্রী মাথায় টুপী ও হিজব পরে জোড়হস্তে যে মোনাজাত (প্রার্থনা) করছে, তারা জাত-ধর্ম খুইয়ে খোদাতালার কাছে কি ভিক্ষা চাইছে?



সম্প্রতি এক ইফতার পার্টিতে সুব্রত, শোভন ও মমতা।

“আল্লা! ভোট দে, ভোট দে, গদী দেরে তুই” ছাড়া তাদের আর কি কামনা বাসনা থাকতে পারে?

কংগ্রেসী ও প্রাক্তন কংগ্রেসীদের স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে ইসলাম ভজনার কালচার আজকের নয়। যেদিন থেকে গান্ধীজী “ঈশ্বর-আল্লা তেরে নাম” রাজনীতির পত্তন করেন, সেদিন থেকেই কংগ্রেসীরা ধর্মকে ভোট-বাগাবার কৌশলে হাত-পাকায়। লোককবিরা সোজা দৃষ্টিতে সোজা ভাষায় প্রকাশ করেছেন ঃ—

কেউ নাখোদা মসজিদে গিয়ে,
সেজদা দিয়ে পড়ে
খোদার পায়;
কত মোনাজাত
জানায়—
ফিরে যেন গদী পাওয়া
যায়।
আল্লা হো বিস্‌মিল্লা ব'লে,
মিশে গিয়ে মোল্লার দলে,
যা হতো না ভোটের বলে—
কাছা খুলে তাও করেন
আদায়॥

রাজনীতিকদের বিচিত্র চরিত্রের এর থেকে সঠিক চিত্রায়ন আর কিছু হতে পারেনা। টুপি পরতে ও পরাতে ওস্তাদ না হলে, তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎই বরবাদ।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মত্যাগী মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে কথা বলতে পারেননি— তাঁর আরাধ্যা মা কালী নাকি তাঁর গলা টিপে ধরেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের এসব ধর্মচোরাদের সামনে পড়লে তিনি ‘চৈতন্য হোক’ বলার আগে নিশ্চয়ই চৈতন্য হারাতেন।

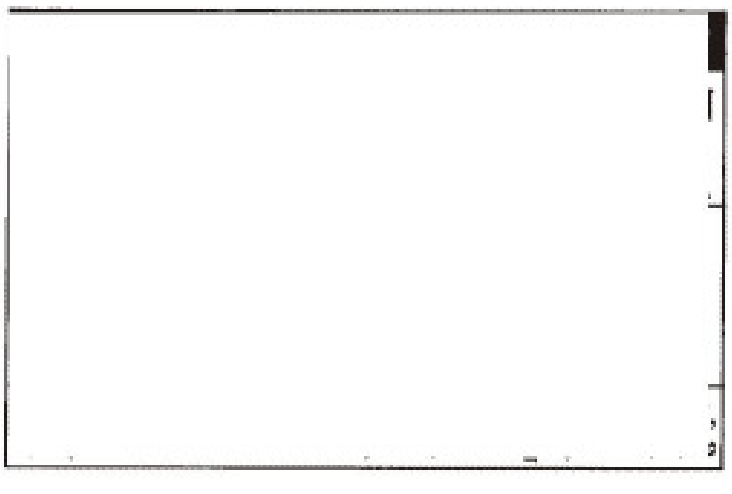

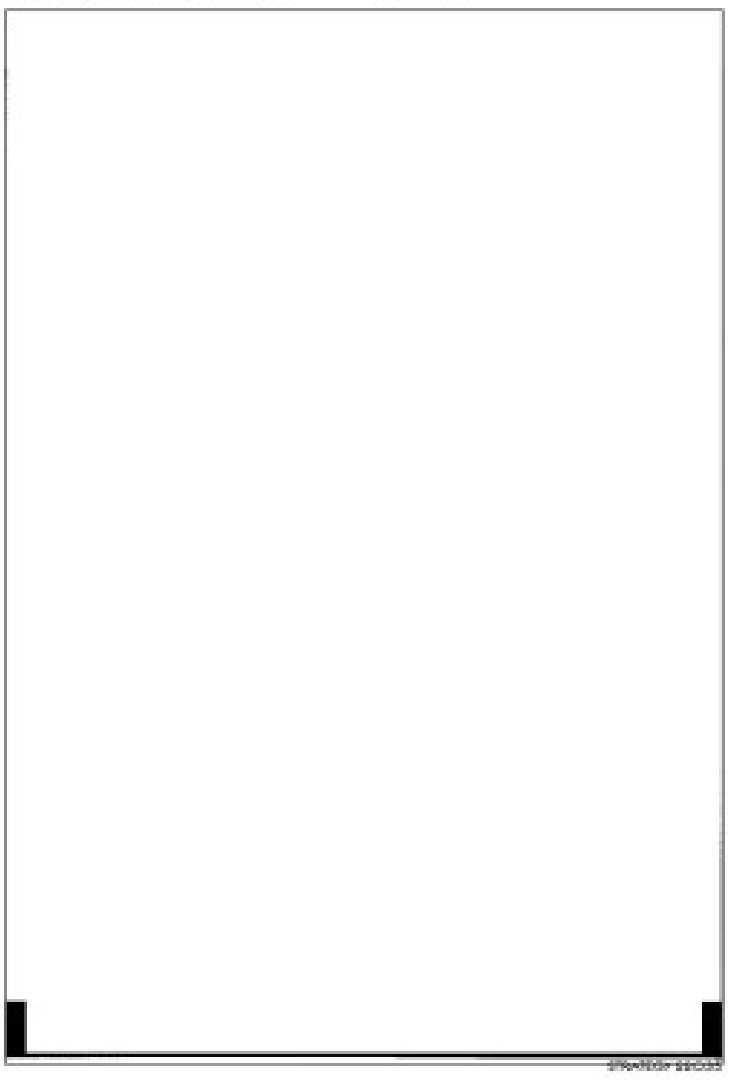

**Swastika**

20 September - 2010, Rs. 4.00 only

RNI No.5257/57

Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012

**LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT**

License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

বেছে বেছে হিন্দুদের দোকান ভাঙচুর লুটপাট হয়েছে।

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হিন্দুদের বাড়িঘর।

# মুসলিম সংখ্যাধিক্য দেগঙ্গা ব্লক

**সংবাদদাতা।।** দেগঙ্গার ঘটনা সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয়, ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত। আদালতের স্টে অর্ডারের ফলে মসজিদে মাইক ব্যবহার হোত না। এবার মন্দিরের মাইক তুলে নিয়ে গিয়ে মসজিদে লাগানো হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশ প্রশাসনের কর্তব্যের কারণ হিসেবে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ২-১ জন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার ও সাংসদ হাজি নুরুল যোগসাজসের কথাও উল্লেখ করেছেন।

দুর্গাপুজো ও মন্দির প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো। চট্টলপল্লীর বাসিন্দাদের বক্তব্য। ২০০১ সালের জনগণনার হিসেবে উত্তর ২৪ পরগণার ২৯টি ব্লকের আটটিই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। আবার একসময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুরা অনেকেই ওই জেলাতেই আশ্রয় নিয়েছিল। ২০০১-এর হিসেবে দেগঙ্গা ব্লকে মুসলমানরা ৬৯.৫১ শতাংশ। স্বাভাবিক ভাবেই বিগত নয় বছরে ওই সংখ্যা চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে চিরাচরিত হিন্দুবিরোধী জিহাদি মানসিকতাও।

দুষ্কৃতীদের হাতে দগ্ধ যানবাহন।

স্থানীয় হিন্দু মা-বোনেদের প্রতিবাদ।

ঐতিহ্যকে ধরে রেখেও নতুন সাজে

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা - ১৪১৭

# বিস্ময়ের বাঙ্ময়

**উপন্যাস**

● নবকুমার বসু ● সুমিত্রা ঘোষ ● দীপঙ্কর দাস
● বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

**গল্প**

● গোপালকৃষ্ণ রায় ● এষা দে ● জিষ্ণু বসু ● রমানাথ রায়
● শেখর বসু ● সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত ● বাদল ঘোষ

**রম্য রচনা**

● চণ্ডী লাহিড়ী

**ছড়াকাহিনী**

● পতিতপাবন গৌরসুন্দর ঃ শিবাশিস দণ্ড

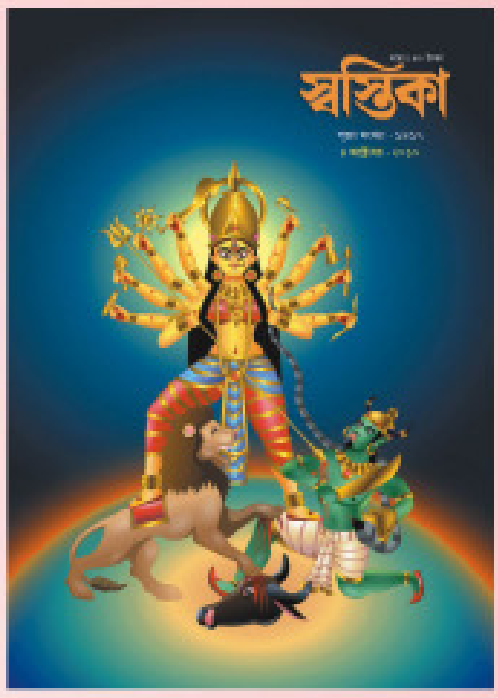


মহালয়ার আগেই
প্রকাশিত হবে।
মূল্য ৪০ টাকা।

**প্রবন্ধ**

মহাশক্তি মা দুর্গা ● স্বামী বেদানন্দ
হিন্দুত্ব ও ভারতীয় যুবসমাজ ● দত্তাত্রেয় হোসবালে
ভারতের পরমাণু প্রযুক্তির স্থপতি
ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা ● দেবীপ্রসাদ রায়
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার প্রতিমূর্তি ঃ জীবনে ও
মননে রমেশচন্দ্র দত্ত ● প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়
অনার কিলিং ঃ মুসলিম দেশে দেশে ●
রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
সেকুলারবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুত্ববাদী
বলবে না তো! ● দীনেশ চন্দ্র সিংহ
আলোকোদ্ভাসিত তারাশঙ্কর - তাঁর কথাসাহিত্যে
ভারত চেতনা ● অচিন্ত্য বিশ্বাস
হরপ্পীয় থেকে ব্রাহ্মী ঃ লিপির বিবর্তন ●
সুমিত চক্রবর্তী
উষাকাল থেকে উনিশ শতক ঃ বাংলার
ভ্রমণ কথা ● অরিন্দম মুখোপাধ্যায়
চিলেকোঠায় বঙ্গজীবন ও বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ ●
অর্ণব নাগ
গৌড়ীয় নৃত্য ● কাবেরী পুইতুণ্ডি কর
সাধনা ও সাধকের আলোকে রবীন্দ্রনাথ ●
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গান ● সন্দীপ কুমার দাঁ
আম আদমীর দেবতা ● বিজয় আঢ্য

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE

স্টীলম এর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

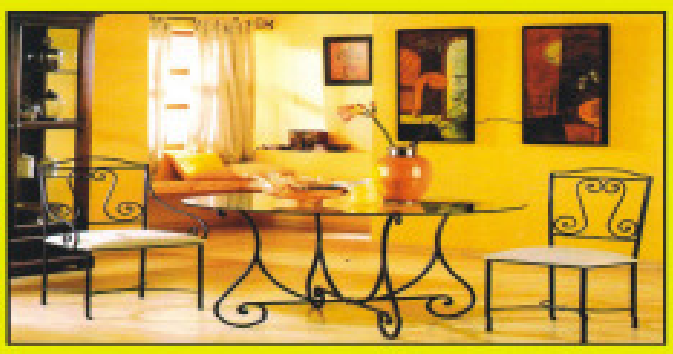

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রমেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,

e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com